আদাবুয যিফাফ
বা
বাসর রাতের আদর্শ
মূল ঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
সম্পাদনা ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

অনুবাদকের আরয

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد!

বর্তমান বিষাক্ত, তমসাচ্ছন্ন, অশান্ত, বর্বর, নৃশংস বিশ্বে যখন বিশ্ব সন্ত্রাসী লোভী, হিংসুক, তথাকথিত বিশ্বমোড়ল, বিশ্ব রক্ত পিপাসু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যখন মুসলিম জাতির রক্ত নিয়ে হলি খেলছে, তখনই খোদ আমেরিকায় বসে ইয়াহুদী দালাল, মুরতাদ, দুরাত্মা জামিলুল বাসার কাদিয়ানী তথাকথিত ইয়ং মুসলিম সোসাইটি (ভদ্র যুব সংস্থা) নিউইয়র্ক, আমেরিকার অন্তরালে আল্লাহর ঐশ্ববাণী ওয়াহীয়ে মাতলু কুরআন মাজীদ ও ওয়াহীয়ে গাইরে মাতলু হাদীসে নাববী নিয়ে হীন চক্রান্তে মেতে উঠেছে, পৃথিবী থেকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষ লক্ষ হাদীসকে মুছে দেয়ার লক্ষ্যে সকল হাদীসকে অস্বীকার করে, চার্লস্ ডারউইনের বিবর্তনবাদকে স্বীকার করে, আইম্মায়ে মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, মুফাস্সির, মুজাদ্দিদ (রহঃ)-গণসহ সকল মনীষীদের অস্বীকার করে, কুরআন মাজীদ অপব্যাখ্যা করে, ভবিষ্যতে নাবী আগমনের ধারা স্বীকার করে, ঈসা (আঃ)-এর বাপ ছিল এহেন অশিষ্টপূর্ণ কথা দিয়ে সংস্কার নামক পুস্তক লিখে মুসলিম মিল্লাতকে ভ্রান্তে নিপতিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ঠিক সে সময় সেই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আল্লাহর ওয়াদা ওয়াহী রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরই প্রেরিত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-কে দিয়ে যিনি দীনের তাজদীদের কাজ করিয়েছেন সেই মহান সত্তার সমস্ত প্রশংসা।

শত অপচেষ্টা, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দীনের বিধান আল্লাহ সঠিক অবস্থায় কিয়ামাত পর্যন্ত রাখবেন কিছু সংখ্যক মুহাক্কিক, মুজাদ্দিদের মাধ্যমে। তাঁরই ধারাবাহিকতা আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী। আল্লামা আলবানী দীনের যেসব বিষয়ে কুসংস্কার ঢুকে পড়েছিল সেসব বিষয়ে শত বাধা উপেক্ষা করে আজীবন আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন, তারই অংশবিশেষ হল আদাবুয যিফাফ। মুসলিম জাতি বিবাহ বাসরে অসভ্য, পাশ্চাত্য, ইউরোপীয় ও তমাচ্ছন্ন জাহিলিয়াতের অপসংস্কৃতিতে নিপতিত হয়ে পড়ে। আল্লামা আলবানী এ কুসংস্কৃতি থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে রক্ষার লক্ষ্যেই এ সংক্ষিপ্ত বাসর সম্পর্কে পুস্তক সংকলন করেছেন। এ পুস্তকে তিনি সংস্কৃতির হক বাতিলের পার্থক্য তুলে ধরেছেন, যাতে উম্মাতে মুহাম্মাদী নিজস্ব সংস্কৃতিতে চলে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। আল্লামা পুস্তকটি রচনায় তত্ত্ববহুল গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণে জাতি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ তিনি পুস্তকটিতে মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার

সম্পর্কে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। বিষয়টি তত্ত্ববহুল বটে কিন্তু এটি তাঁর একটি স্বতন্ত্র গবেষণা ও তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা। বিষয়টি সঠিক হলে তিনি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকার হবেন এবং ভুল হলেও একগুণ সওয়াবের অধিকারী হবেন।

বিধায় পাঠকের প্রতি আরয থাকবে সওয়াব প্রাপ্তির বাসনায় বিষয়টি গবেষণাধীন রাখা উচিত হবে এবং বিবাদ-বিষম্বাদ মতানৈক্য এড়িয়ে ঐক্যে অটুট থেকে মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি পালনের মাধ্যমে তাকওয়াবান হওয়ার প্রতিযোগিতায় উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

পুস্তকটির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের নিকট স্বভাষায় উপহার দেয়ার আশায় অনুবাদের কাজ হাতে নেই। মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কারণে অনুবাদের সাথে সাথেই তাওহীদ পাঠাগার মাদারীপুর এটি ছাপার দায়িত্ব নেয়। তাই মহান আল্লাহরই প্রশংসা। পুস্তকটি অনুবাদের সহায়তা দানে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাঁরা কৃতজ্ঞতায় বাধিত হয়েছেন তারা হলেন ঃ কাওসার আহমাদ নওগাঁ, আমিনুল ইসলাম গাজীপুর এবং নূরুল আবসার ফেনী। তাঁরা সকলেই যাত্রাবাড়ীস্থ মাদ্‌রাসাহ মুহাম্মাদিয়াহ আরাবিয়াতে অধ্যয়নরত। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, যাঁর নিকট অতি ঋণী, যিনি পুস্তকটি অনুবাদে জটিল বিষয়গুলোর তত্ত্ব দিয়ে সহায়তা করেছেন তিনি হলেন মাদ্‌রাসাহ মুহাম্মাদিয়াহ আরাবিয়াহ এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, উস্তায, শাইখ মুস্তফা বিন বাহাউদ্দীন আল-কাসেমী

جزاهم الله خيرا فى الدارين

পুস্তকটি অনুবাদে ভুল দৃষ্টিগোচর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই কোন হৃদয়বান জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আসলে আমাদের জানালে পরবর্তীতে সংশোধনে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। পাঠকের সুবিধার্তে এখন হতে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহ নির্ধারিত হাদিয়ায় পাওয়া যাবে। বিধায় দীনে এ খিদমাতে সহায়তার লক্ষ্যে নির্ধারিত হাদিয়ার গ্রহণের অনুরোধ থাকল। সর্বশেষ বিবাহ বাসরে অপসংস্কৃতি পরিত্যাগ করে অজানাকে জেনে মুসলিম সংস্কৃতি গ্রহণের আহ্বান রেখে ইতি টানছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিকতার উপর চলার ক্ষমতা দিন– আমীন।

বিনীত

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

গ্রাম ঃ রামনগর, ডাক ঃ শেহ্‌লাপট্টি
থানা ঃ কালাকিনি, জিলা ঃ মাদারীপুর

বর্তমান ঠিকানা ঃ
মাদ্‌রাসাহ মুহাম্মাদিয়াহ আরাবীয়াহ
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১২০৪
ফোন ঃ ৭৫১৫৫৬৭ (অনুঃ)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

তুমি সত্যিকার কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। (সূরা আল-'আরাফ ১৭৬)

নাম ঃ আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। পিতার নাম শাইখ নূহ নাজাতী আলবানী। আলবানিয়ায় তাঁর জন্ম হয় বলে আলবানী নামে অভিহিত। আলবানিয়া ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুসিত দেশ।

জন্ম ঃ বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ১৯১৪ ঈসায়ী আলবানিয়ার তৎকালীন রাজধানী আশকুদ্‌রাহতে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলবানীর পিতা নূহ নাজাতী একজন হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি তার পরিবারসহ সিরিয়ার দামিশ্‌ক হিজরত করেন। তাঁর পিতার মত মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীরও হিজরতের ধারা চলে। প্রতিপক্ষের জ্বালাতনে আল্লামা আলবানী প্রথমে দামিশ্‌ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। অতঃপর আম্মান থেকে আবার দামিশ্‌ক, দামিশ্‌ক থেকে বৈরুত, বৈরুত থেকে আরব আমিরাতে, সেখান থেকে দামিশ্‌কে, আবার দামিশ্‌ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। জীবনের শেষ বিশ বছর তিনি আম্মানেই ছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ দামিশ্‌কের এক মাদ্‌রাসা "আল ইসআ-ফুল খাইরিয়্যাহ"তে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তাঁর পিতার নিকট হতে মুখতাছার কুদূরী পড়েন। তার পর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল বুরহানীর নিকট তিনি হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ নূরুল ইযাহ এর ব্যাখ্যগ্রন্থ মারাক্বিল ফালাহ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি কিতাব পড়েন।

আল্লামা আলবানীর পিতা সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে সূফীদের খানকাতে ও মাযারে নিয়ে যেতেন। ফলে তার আরবী কিস্‌সা, যেমন যা-হির আন্তারা ও আল মালিক সাইফ প্রভৃতি পড়াশুনার প্রতি ঝুক ছিল। পোল্যান্ডের অনুবাদ কাহিনী কার্সেন ও লোবেন পড়াশুনায় তার কেন্দ্রবিন্দু হয়। অবশেষে মিশরের আল্লামা রশীদ রেযা সম্পাদিত আলমানার ম্যাগাজিন তার জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয়। তাতে তিনি ইমাম গাযালীর ইহ্‌ইয়াউ উলুম্মিদীন গ্রন্থ হতে জাল ও যঈফ হাদীস পড়ে তিনি সর্বপ্রথম হাদীস যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর জন্য কুরআন, হাদীসের ইল্‌মের ভাণ্ডার খুলে দেন। হাজার বছরেরও বেশী কাল ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা আলবানী যৌবনের প্রথমদিকে কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। অতঃপর তিনি তার পিতার পেশা ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখে তাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই তাঁর এ কাজ করতে হয়েছিল। এর ফাঁকে ফাঁকেই তিনি হাদীস শেখার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে মাকতাবা বা লাইব্রেরীতে তিনি গবেষণার জন্য সময় কাটাতেন। তাঁর গবেষণার নেশা দেখে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীতেই একটি কামরা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতার কাজে ব্যস্ত থাকেন। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি দীনের এ খিদমাতের আঞ্জাম দেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা আলবানীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ (তিনশত)। তাঁর মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হল ঃ (১) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ ওয়াল মাউযূয়াহ বা দুর্বল ও জাল হাদীসের ধারা। এটি দশ খণ্ডে যার ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (২) সিলসিলাতুল আহা-দীসুস সহীহা বা বিশুদ্ধ হাদীসের ধারা। এটি ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (৩) ইরওয়া-উল গালীল ফি তাখরীজি মানা-রিস সাবীল। (৪) মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী। (৫) মুখতাসার সহীহুল বুখারী। (৬) সহীহ আবূ দাউদ। (৭) যঈফ আবূ দাউদ। (৮) সহীহ তিরমিযী। (৯) যঈফ তিরমিযী। (১০) সহীহ নাসাঈ। (১১) যঈফ নাসাঈ। (১২) সহীহ ইবনে মাজাহ। (১৩) যঈফ ইবনে মাজাহ। (এগুলো তিনি তাহকীক করে আলাদা করেন)। (১৪) সহীহ জামিউস সগীর। (১৫) যঈফ জামিউস সগীর। (১৬) সহীহ তারগীব আত্‌তারহীব। (১৭) সহীহ আদাবুল মুফরাদ। (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ। (১৯) মিশকাতুল মাসাবীহ তাহকীক। (এ সকল কিতাব তিনি তাহকীক করেছেন এবং সহীহ, যঈফের হুকুম লাগিয়েছেন)। (২০) আদাবুয যিফাফ। (২১) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা। (২২) সিফাতু সলাতিন নাবী (সাঃ)। (২৩) সলাতুত তারাবীহ। (২৪) সলাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা। (২৫) গায়াতুল মারাম।

এছাড়াও তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য রচিত পুস্তক রয়েছে। তাঁর বহুগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও আল্লামার অনেক বই অনুবাদ হয়েছে [illegible] অনুবাদের কাজ চলছে।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সালের ২রা অক্টোবর মোতাবেক ২২শে জামা-দিল উখরা ১৪২০ হিজরী শনিবার মাগরিবের একটু পূর্বে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে উক্ত বিশ্বমনীষী বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। বিশ্ববাসী তাঁর কাছে চিরঋণী। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন– আমীন।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَا رَبَّ لَهُمْ غَيْرُهُ، وَلَا يُطَاعُ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلَنِ سِوَاهُ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ مُحَمَّدٍ هَادِي الْإِنْسَانِيَّةِ إِلٰى سُنَّةِ الْحَقِّ، وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তিনি ব্যতীত সেসব বিশ্বে কোন প্রভু নেই। গোপন ও প্রকাশ্যে তাঁকে ছাড়া কারও আনুগত্য করা হয় না। আর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মানুষদের উত্তম শিক্ষক মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। যিনি মানবজাতিকে সত্য সুন্নাত বা নীতির দিকে পথ প্রদর্শনকারী এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবাদের প্রতি।

অতঃপর নিশ্চয় অধিকাংশ মুসলমান সর্বদা ছোটদের জ্ঞানের ন্যায়। ছোটদেরকে যা আসক্ত করে তাদেরকেও তা আসক্ত করে। আর তাদেরকে উত্তম মানহাজ বা পদ্ধতি ও সঠিক উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখে যা থেকে প্রত্যেক ছোটদেরকে খেলা, আনন্দ ও প্রবৃত্তির মাধ্যমে বিরত রাখে, যেন মধ্যপন্থায় ইসলামের সুন্নাত ও হিদায়াত থেকে খেল-তামাশা, মন্দ কথা, শোভা ও প্রবৃত্তিতে বিরত রেখে তাদেরকে গোলাম বানিয়েছে। সেমতবস্থায় তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরবে, সুতরাং তিনি তাদের জ্ঞান সংরক্ষণ করবেন এবং তাদের সময়, কাজ ও চেষ্টায় বরকত দান করবেন। আর তাদের সম্পদ ও শক্তির কারণসমূহ জমা করে রাখবেন। অতঃপর যাতে উপকার দেয় তা তারা করবে এবং তার দ্বারা তাদের সম্মান ও ক্ষমতা উন্নত হবে।

আর মধ্যপন্থায় ইসলামের অনুসন্ধান ও হাজার বছরের অধিক পূর্ব হতে মুসলমানের যেই গ্লানীর দাসত্ব হয়েছে তা থেকে ইসলামের হিদায়াত দ্বারা স্বাধীনতার উপকৃত লাভের দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

প্রথমতঃ আমলকারী নিষ্ঠাবান আলিমগণ প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে দীনের নীতি উম্মতের প্রতি বর্ণনা করেছেন, যা থেকে ইসলামের রিসালাত নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যারা তাদের আত্মাকে আমল সহকারে ঐ জ্ঞানের পূর্ণবার্তনে প্রতিষ্ঠিত করে। সে জ্ঞানকে পড়া ও শিক্ষার মাধ্যমে যাদের অর্জন করা সহজ নয় তারা যেন তাদের থেকে আদর্শ সহকারে গ্রহণ করে।

আর এই সূক্ষ্ম রিসালাত প্রত্যেক সেই সকল বিষয়ের আদর্শ যা মানবজাতির উত্তম শিক্ষক মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাসর রাত্রী, তার আদব ও আলীমাহ, অনুষ্ঠানে সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামী রিসালাতে তা শামিল করেছে। আর তা সেই বিষয় যে ব্যাপারে মুসলমানগণ ইসলামী সুন্নাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমে ভুল করেছে এমনকি তারা পূর্ব জাহিলিয়াত প্রবেশ করেনি যাতে অভ্যাস ও বিলাসীদের অহংকারের স্বাধীনতা পার্থক্য করা হয়েছে। বরং নব্য জাহিলিয়াতে তারা প্রবেশ করেছে। যেই নব্য জাহিলিয়াতে প্রত্যেক স্তর জাহান্নামে অগ্রগামী স্তরের সাথে সাদৃশ্য করেছে। এমন কি বিবাহ বোঝা ও ব্যয় খরচ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। সুতরাং তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে অথচ তা ইসলামের একটি সুন্নাত। কেননা নিজেদের মধ্যে ইসলামের সুন্নাত বিমুখ হয়ে গেছে। সুতরাং তা তাদেরকে নিকৃষ্ট জাহিলিয়াতে পৌঁছে দিয়েছে।

আর প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর এই উপযোগী রিসালাহ বা পুস্তিকার বিষয় নির্ধারণ করেছি। যারা সুন্নাতকে আমলের ভিত্তিতে জীবিত রেখেছেন তাদের একজন দায়ী ও সুলেখক তা লেখার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনি হলেন আমাদের ভাই শাইখ আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ নাসির নূহ নাতাজী আল-আলবানী। তিনি মুসলমান জাতির নিকট বাসর সংক্রান্ত সহীহ ও উত্তম হাদীসসমূহ পেশ করেছেন। আর যদি তিনি দীর্ঘ সময় পেতেন ও কারণসমুহ তার অনুকূল হত তাহলে কতই ভাল হতো। সুতরাং তিনি বিবাহ জীবনে এবং বাড়ীর আদব ও ইসলামী পরিবারের যা হওয়া উচিত তা সম্পর্কে যা এসেছে তা তিনি অনুসন্ধান করতেন। কিন্তু প্রথম রাত্রে নতুন চাঁদের উদয় অনুভব করে চাঁদের উদয়স্থল এর নিকটবর্তী হওয়া যেন পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়।

যেমন এই পুস্তকটির বিষয়কে লেখক পরিপূর্ণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, অনুরূপ প্রথম মুসলিম ও প্রথমা মুসলিমাহ তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। যারা মুসলমানদের জন্য মধ্যপন্থায় ও লাঞ্ছনা তামাশা এবং খারাপ অভ্যাসের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা এর আদর্শ হওয়ার শপথ করেন এবং যখন উভয়

আল্লাহর নিকট এসতিখারাহ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য চয়ন করলেন যে, পবিত্র মুসলিম বসতি পূর্ব এবং নব্য জাহিলিয়াত এর গ্লানী হতে আজাদ ইসলামী পরিবার গঠন করবেন। আমি আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এর নিকট আশা করছি তিনি যেন আমার মুমিন ভাই মুজাহিদ ওস্তায সাইয়্যিদ আবদুর রহমান আলবানী এর হস্ত দ্বারা তার জীবনের সকল স্তরে সফলতা গ্রহণ করেন। যেন এ ক্ষেত্রে সাধ্যনুযায়ী সুন্নাত আঁকড়ে ধরে তার আশাকে বাস্তবায়ন করেন। আর আমি ইসলাম ও আরবত্ব এর মহিলাদের ইতিহাস থেকে একজন প্রখ্যাত মহিলার বিয়ের উদাহরণ দিয়ে এই বক্তব্য শেষ করছি। প্রত্যেক মহিলার উচিত হবে যে, তাকে তার চক্ষুদ্বয়ের সামনে রাখে। যেন তিনি অমর হয়ে থাকেন ইনশাআল্লাহ।

নিশ্চয় আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান এর মেয়ে ফাতিমাহ শাম, ইরাক, হিযায, ইয়ামান, ইরান, সিন্ধু, কাফকাসিয়া, কারম, মিসর, সুদান, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, জাযায়ের, স্পেন এর সূলতানে আযমকে যে দিন বিবাহ করলেন, আর এ ফাতিমাহ শুধুমাত্র খলীফা আযমের মেয়ে ছিলেন না বরং তিনি অনুরূপ ইসলামের বিশিষ্ট চারজন খলীফার বোন ছিলেন। তারা হলেন, ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক, সুলাইমান বিন আবদুল মালিক, ইয়াজীদ বিন আবদিল মালিক ও হিশাম বিন আবদুল মালিক। আর তিনি প্রথম যুগের খলীফাদের পরে সবচেয়ে বড় খলীফার স্ত্রী ছিলেন যাকে ইসলাম চিনেছে। তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন উমার বিন আবদিল আযীয।

আর এই জনাবা মহিলা যিনি খলীফার মেয়ে, খলীফার স্ত্রী ও চার খলীফার বোন ছিলেন। তিনি বাবার বাড়ী থেকে স্বামীর বাড়ীর দিকে বের হন যেদিন তিনি তার নিকট বাসর করেন, এমতাবস্থায় মহিলা গহনা ও অলঙ্কারাদি যে মালিকানা হন সে অধিক মূল্যবান বস্তু দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিলেন, আর বলা হয় নিশ্চয় এই গহনা এমন দু'জনের কানের দুল যারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কবীগণ তাদের জন্য গান গেয়েছে। আর তাদের উভয়ের ধন ভাণ্ডারই সমান ছিল। আর আমি উত্তম ও আশ্চর্যের কথা ইঙ্গিত করবো যে, উমার বিন আবদুল আযীয ঐ মহিলার পিতার বাড়ীতে এমন নিয়ামাতে বসবাস করতেন যা সেই যুগে পৃথিবীর অন্য মহিলা তার উর্ধ্বে হতো না। আর সে তার স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করার পূর্বে যেমন বসবাস করতো তাতে যদি সে স্থির থাকতো তাহলে তার পরিবার-পরিজনকে প্রতিদিন প্রত্যেক সময় তৈলাক্ত অনন্য ও দামী খাবার দ্বারা

পরিপূর্ণ করে দিত। এবং মানুষ যে নিয়ামাত জানে তার প্রত্যেকটি দ্বারা তার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতেন। তাহলে অবশ্যই তা সে পারত। কিন্তু আমি মানুষের নিকট অজানাকে প্রকাশ করতে চাই না। যদি বলি যে, অহঙ্কার ও বিলাসিতায় বসবাস তার সুস্থতাকে ক্ষতি করে এই দিক দিয়ে যে, মধ্যপন্থীগণ সুস্থতার সাথে তা উপভোগ করে। আর এই জীবন যাপন তাকে হিংসা-বিদ্বেষ ও দরিদ্র নিঃস্বদের প্রতি ঘৃণা উপহার দেয়। আরও বেশি দেখবে যে বসবাসের ধরণ যখন বিভিন্ন হয় তখন তা অভ্যাসের সাথে পছন্দনীয় ও বিরক্তিকর হয়। আর যারা নিয়ামতে এমন স্থানে পৌঁছেছে যা তারা অভাবের সাথে সংঘাত করে তখন তাদের আত্মা তার পরে যা আছে তা চায়। অতঃপর তারা তা পায় না। মধ্যপন্থীগণ তাদের পশ্চাতে থাকলে তারা যখন যা চাবে তখন তা পাবে। কিন্তু তারা তা থেকে ও সমস্ত পরিপূর্ণতা থেকে মর্জি চয়ন করেছে। যেন তারা তা থেকে উঁচু হয় এবং তারা যেন তার প্রবৃত্তির গোলাম না হয়।

এ কারণে খলীফাতুল আ'যম উমার বিন আবদুল আযীয সে সময় তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদশাহ ছিলেন, তখন তিনি পছন্দ করলেন যে, তার পরিবারের খরচ দিনে কয়েক দিরহাম হবে। আর তার প্রতি খলীফার স্ত্রী সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি খলীফার মেয়ে এবং চার খলীফার বোন। তিনি তার প্রতি খুশি ছিলেন। কেননা পরিতুষ্টির স্বাদ তিনি গ্রহণ করেছেন এবং মধ্যপ[illegible] ও উপভোগ করেছেন। সুতরাং তিনি ইতিপূর্বে যে সকল অহংকার [illegible] প্রকারসমূহ জানতেন তা থেকে এই মিষ্টি ও স্বাদ তার জন্য উত্তম ও সন্তুষ্টিজনক হয়েছে। বরং তার স্বামী তার নিকট প্রস্তাব করলেন যে, ছেলেবেলার জ্ঞান থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর সে এই সকল খেলনা ও মন্দ কাজ থেকে বের হলেন, যা দ্বারা সে তার কর্ণদ্বয়, গলা, চুল ও কব্জিদ্বয় এর অহংকার করতো। এমন কিছু হতে বিরত থাকল যা মোটা করে না ও ক্ষুধা নিবারণ করে না। আর যদি তা বিক্রয় করতেন তাহলে তার মূল্য জাতির পুরুষ মহিলা ও ছোটদের পেটসমূহ পরিতৃপ্ত করে দিতেন। সুতরাং সে তার স্বামীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার পিতার বাড়ী থেকে সঙ্গে যে সকল গহনা, অলঙ্কারাদি, মতি ও মুক্তা নিয়ে এসেছিল তার বোঝা থেকে তিনি নিস্তার লাভ করলেন। এবং সেগুলো মুসলমানদের বাইতুল মালে প্রেরণ করলেন। তার পরে আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন আবদুল আযীয মৃত্যুবরণ করলেন এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। অতঃপর তার কাছে বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ আসল এবং তাকে

বলল, হে জনাবা আপনার গহনা অলঙ্কার যেমন ছিল তেমনি আছে। আর আমি তাকে আপনার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছি এবং তাকে উপস্থিত করার অনুমতির জন্য এসেছি। অতঃপর তিনি উত্তর দিলেন নিশ্চয় সে তা আমীরুল মুমিনীন অনুগত হয়ে মুসলমানদের বাইতুল মালের জন্য দান করেছেন। তারপর তিনি বললেন,

«وَمَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا»

আমি তার জীবিত অবস্থায় আনুগত্য করব এবং মৃত্যুবস্থায় নাফরমানী করব তা হবে না।

আর তিনি তার উত্তরাধিকার হালাল সম্পদ যা অনেক মিলিয়নের সমান তা নিতে অস্বীকার করলেন। অথচ যে সময় সে কিছু দিরহামের মুখাপেক্ষী ছিলেন। আর তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অমরত্ব লিখলেন। আর এই আলোচনা আমরা করছি তার গুণের ও উঁচু স্থানের মর্যাদা অনেক অনেক যুগ পরে। আল্লাহ যেন তাকে দয়া করেন এবং নিয়ামাত পূর্ণ জান্নাতে তার স্থান উঁচু করে দেন।

নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য এর জীবন হচ্ছে প্রত্যেক বিষয়ে মধ্যপন্থায় জীবন যাপন করা। আর প্রত্যেক বসবাস যখন কঠিন হয় বা আনন্দিত হয়। যদি তার পরিবার তাকে অভ্যাসগত করে নেয় তাহলে তা সংযত করেও তার দিকে শান্তি ফিরে আসে। আর সুখ হচ্ছে সন্তুষ্টি লাভ। আর স্বাধীনতা হচ্ছে প্রত্যেক ঐ বস্তু যা থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে তা থেকে মুক্তি লাভ করা। আর তা-ই হচ্ছে ইসলামী ও মানুষ অর্থে অমুখাপেক্ষী হওয়া! আল্লাহ তা'আলা যেন তার মধ্যে আমাদেরকে শামিল করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মুহিব্বুদ্দীন আল-খাতীব
১৭ জ্বিলহজ্জ ১৩৭১ হিজরী
৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ সাল ঈসায়ী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা (১)

حَمْداً لِلّٰهِ، وَصَلَاةً وَسَلَاماً عَلٰى نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَعَلٰى كُلِّ مَنِ اهْتَدٰى بِهُدَاهُ.

আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা এবং তাঁর নাবীর প্রতি, তাঁর পরিবার, সাথীগণ ও যে তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং প্রত্যেক ঐ সকল ব্যক্তি যারা তাঁর হিদায়াত দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি সলাত ও সালাম।

অতঃপর অবশ্যই আমাদের দীনি ভাই উস্তাদ আবদুর রহমান আলবানী-এর উৎসাহ বাস্তবায়ন হেতু ছিল এই পুস্তকটিকে প্রথম বারের মত মানুষদের জ[illegible] সংকলনের কারণ। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি তাঁর স্ত্রীর বা[illegible] রাত্রী উপলক্ষে এর সংকলনের প্রস্তাব দেন। অতঃপর আমি তাই করলাম। তারপর সে নিজেই তার মুদ্রণের খরচ বহন করে এবং তার বাসর মাহফিলে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। মানুষের প্রচলিত প্রথা অনুসারে যে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বস্তু বিতরণ করা হয় যার চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং উপকার স্থায়িত্ব হয় না তার স্থলে তিনি এ কাজটি করেছেন। সুতরাং এটা তার থেকে ভাল সুন্নাত বা প্রথা হলো ইনশাআল্লাহ। তার অনেক ভাল কাজ যা মুসলামনদেরকে এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা এবং তার পন্থার উপর চলার প্রয়োজন হবে। অতঃপর যখন প্রথম মুদ্রণের কপিসমূহ শেষ হল। আর এর পূর্ণ উপকার এই ছিল যে, বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় মানুষদের নিকট তার ব্যাপক প্রকাশ পেল। তখন অনেকেই তার পুনঃমুদ্রণের প্রয়োজন দেখল এবং তারা আমার কাছে তা মুদ্রণের জোড় আবেদন করল। আমি ঐ আহ্বানের সাড়া দিলাম এবং তার জন্য কিছু সময় অবকাশ করলাম এবং অনেক বিষয়াদি তার সাথে সংযোজন করলাম যা প্রথম সংস্করণ দ্রুততার সাথে সংকলন করার কারণে সংযোগ করা ছুটে গেছে এই সংস্করণে তা পূর্ণ হয়েছে। আর আমি চিন্তা করলাম

যে, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার আলোচনা দীর্ঘায়িত করব যার সঠিক বুঝ ও জ্ঞান এই যুগ বা তার পূর্বের কতিপয় মানুষকে বঞ্চিত করেছে। সে ক্ষেত্রে সাধ্যনুযায়ী তাদের ভুল ও সঠিকতা থেকে দূরে সরে তারা যা বলে তার আমি বর্ণনা করেছি। আর এটা প্রমাণ ও দলীল সহকারে উপস্থাপন করেছি যেন সম্মানিত পাঠক তার বিষয় ও দলীল ও দ্বীনের জ্ঞানের উপর থাকে। সুতরাং সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহ, বাতিলদের প্ররোচনা এবং যে সমস্ত সুন্নাতের অনুসরণ কমেছে এই পথচারীদের লঘিষ্ঠতা দ্বীনের অনুসরণকারীদের উপর কোন প্রভাব পড়বে না।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে লঘিষ্ঠতা বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করেন, যাদের ব্যাপারে তার নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

«إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْباً، وَسَيَعُوْدُ غَرِيْباً كَمَا بَدَأَ، فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ»

(নিশ্চয় ইসলাম লঘিষ্ঠদের দ্বারা হয়ে শুরু হয়েছে এবং অচিরেই লঘিষ্ঠতায় হয়ে ফিরবে যেমন শুরু হয়েছিল। সুতরাং লঘিষ্ঠদের জন্য সুসংবাদ।)

(সহীহ মুসলিম, মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী হাদীস- ৭২)

আর আমি পুস্তকটির আগে এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা উপস্থাপন করেছি, যা শাইখ মুহিব্বুদ্দীন আল খাতীব তার মধ্যে বহু ফায়েদা ও শিক্ষা থাকার কারণে প্রথম প্রকাশের ভূমিকা লিখেছেন ও সাহায্য করেছেন। আর তা আমার ধারণায় এই যুগের মহিলাদের জন্য মজবুত ভূমিকা। যেন তাদের জন্য এই কিতাবে যা এসেছে তার আমাল করা সহজ হয় যে বিষয়ে তারা সুপরিচিত হয়নি। বরং ইতিপূর্বে তারা তা শুনেওনি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যকে সত্যরূপে দেখান এবং তাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা দান করুন। আর আমাদেরকে বাতিলকে বাতিলরূপে দেখান এবং তার থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা দান করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী ও কবুলকারী।

দেমাশক, তাং- ২৫/১০/১৩৭৬ হিজরী   মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা (২)

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য চাই। তাঁর নিকট ক্ষমা চাই এবং আমাদের আত্মার খারাপী ও আমাদের খারাপ আমলসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তার কেউ পথভ্রষ্টকারী নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াতকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোন অংশীদারী নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ [آل عمران : ١٠٢]

হে ঈমাদারগণ! আল্লাহকে প্রকৃতরূপে ভয় করো। আর মুসলমান না হয়ে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলু ইমরান ১০২)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً﴾

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করো এবং আত্মীয় জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা আন-নিসা ১)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً﴾ [الأحزاب : ٧٠-٧١]

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন। যে কেউ আল্লাহ তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আল আহযাব ৭০-৭১)

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِيْ النَّارِ.

অতঃপর নিশ্চয় সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস হল আল্লাহর কিতাব তথা আল-কুরআনুল কারীম এবং সর্বোৎকৃষ্ট হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াত। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুনত্ব। আর প্রত্যেক নতুনত্বই বিদ'আত। প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণতি জাহান্নাম।

অতঃপর হে সম্মানিত পাঠক! নিশ্চয় আপনাদের সামনে আমাদের পুস্তিকা «آدَابُ الزِّفَافِ فِيْ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ» "আদাবুয যিফাফ ফিস সুন্নাতিল

মুতাহ্হারাম”-এর তৃতীয় প্রকাশ মানুষের নিকট প্রকাশ করাতে উৎসাহিত করেছে সে বিষয়টি হল পূর্ব প্রকাশ এর কপি সমূহ আগেই শেষ হয়ে যাওয়া। আর তার আবেদন ও তার প্রতি উৎসাহ বিভিন্ন ইসলামী দেশ থেকে হতে আসতে থাকা। আর আমি এ সংস্করণে এমন অনেক উপকারী বিষয়, হাদীস ও তাখরীজসমূহ মিলিয়েছি যা পূর্ব সংস্করণে ছিল না। উৎসাহ উদ্দীপনায় আমি পাঠকদের নিকট প্রতি সংস্করণে এমন নতুন আলোচনা উপস্থাপনা করি যার উপর সৎ আমল বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। আর তদ্বারা আমার প্রতিপালকের নিকট আমার প্রতিফল বৃদ্ধি হয় এবং আমার সাওয়াব তার নিকট বহুগুণ হয়। আল্লাহর এ বাণীর প্রেক্ষিতে ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَآثَارَهُمْ﴾ আমি তাদের প্রেরিত কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। (সূরা ইয়াসিন ১২)

আর রসূল (সাঃ)-এর বাণী ঃ

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ «صَحِيْحِهِ» (٨/٦٢)

যে ব্যক্তি অন্যকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করল এবং যে তার অনুসরণ করল তার ন্যায় সে সওয়াব পেল। কারও সওয়াব থেকে হ্রাস করা হবে না। (সহীহ মুসলিম ৮/৬২ পৃঃ, ইমাম মু'যিরীর মুখতাসার সহীহ মুসলিম আলবানীর তাহ্কীক সহ মাকতাব ইসলামী ছাপা হাদীস- ১৮৬০)

অতএব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি এটা দ্বারা তাঁর মুমিন বান্দাদের উপকৃত করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমার নেকি জমা করে রাখেন। যেদিন কোন মাল ও সন্তানাদি উপকারে আসবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিরাপদ অন্তরে আসবে। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

দেমাশক ২২, সফর ১৩৮৮ হিজরী সন — মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَائِلِ فِيْ مُحْكَمِ كِتَابِهِ.

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তার কিতাবে মুহকামে বলেন ঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم : ٢١]

(আর তার নিদর্শনবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন)। (সূরা আররুম ২১)

এবং সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁর সহীহ হাদীসে এসেছে যে,

«تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“তোমরা স্নেহপরায়ণ! বেশি সন্তান জন্ম দান কারীনী কে বিবাহ করো, কেননা আমি কিয়ামাতের দিন তোমাদের আধিক্যের দ্বারা সমস্ত নাবীদের সাথে অহঙ্কার করবো।”(১)

অতঃপর নিশ্চয় যে ব্যক্তি বিবাহ করল এবং ইসলামী আদবে তার স্ত্রীর সাথে বাসর করার ইচ্ছা করল যা থেকে অধিকাংশ মানুষ নির্বাক বা অজ্ঞাত রয়েছে, এমনকি তাদের মধ্যে ইবাদতকারীগণও রয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে আলোচনা এক বন্ধুর বাসর উপলক্ষে এই উপকারী পুস্তিকাটি প্রণয়নের সাড়া দিলাম। তার ও অন্যান্য মুসলমান ভাইদের সাহায্য হিসাবে এবং সাঈদুল মুরসালীন রব্বুল আলামীন থেকে যে বিধান নিয়ে এসেছেন তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তারপরে কতিপয় বিষয়ের অবহিত করণ এনেছি যা প্রত্যেক বিবাহিতকে গুরুত্ব দিবে। যার মধ্যে অনেক বিবাহিত পরিক্ষীত হয়েছে।

১। আহমাদ ও ত্বাবারানী হাসান সূত্রে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে ইবনু হিব্বান তাকে সহীহ বলেছেন। আর তার অনেক প্রমাণাদি রয়েছে। যার উল্লেখ ১৯ নং মাসআলাতে আসছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি এ পুস্তিকা দ্বারা উপকৃত করেন এবং তা যেন একমাত্র তারই জন্য করেন। নিশ্চয় তিনি ন্যায়পরায়ণ ও পরম দয়ালু।

আর জানা উচিত যে, নিশ্চয় বাসরের আদব অনেক কিন্তু শুধুমাত্র এই রাস্তায় তা গুরুত্ব দেয় যা সুন্নাতে মুহাম্মাদীতে এমন হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে যাকে সানাদের দিক দিয়ে অস্বীকার করার কোন স্থান নেই। অথবা কোন দিক দিয়ে তার মধ্যে সন্দেহ পোষণের চেষ্টা করার কোন স্থান নেই। যেন এর প্রতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তার দীনের জ্ঞানের উপর ও তার বিষয়ের প্রতি মজবুত হয়। আর নিশ্চয় আমি আশা করছি আল্লাহ যেন তার বিবাহ জীবনকে সুন্নাত মোতাবেক শুরু করার প্রতিদান হিসাবে সুখের সহিত শেষ করেন। আর তাকে যেন ঐ সকল বান্দাদের মধ্যে শামিল করেন যাদের তিনি তাদের কথা দ্বারা গুণ বর্ণনা করেন ঃ

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا﴾ [الفرقان : ٧٤]

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীনদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন। (সূরা ফুরকান ৭৪)

আর শেষ ভাল ফলাফল মুত্তাকীদের জন্য। যেমন রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلَالٍ وَّعُيُوْنٍ . وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ . كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْـئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ . إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [المرسلات : ٤١-٤٤]

নিশ্চয় খোদাভীরুগণ থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্ছিত ফল মূলের মধ্যে। বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার করো। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (সূরা মুরসালাত ৪১-৪৪)

আর সে সমস্ত আদাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

মাসআলাহ ঃ ১. বাসরের সময় স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করা।

যখন সে স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করবে তখন তার জন্য তার মুস্তাহাব যে, তাকে সদয় বন্ধুত্ব করবে এবং তার নিকট শরবত বা অন্য কিছু দিবে।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ : «إِنِّيْ قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجَلْوَتِهَا، فَجَاءَ، فَجَلَسَ إِلٰى جَنْبِهَا، فَأُتِيَ بِعُسٍّ لَبَنٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا : خُذِيْ مِنْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ : فَأَخَذَتْ، فَشَرِبَتْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : أَعْطِيْ تِرْبَكِ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ مِنْهُ ثُمَّ نَاوِلْنِيْهِ مِنْ يَدِكَ، فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِيْهِ، قَالَتْ : فَجَلَسْتُ، ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلٰى رُكْبَتِيْ، ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيْرُهُ وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتِيْ لِأُصِيْبَ مِنْهُ شُرْبَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِيْ : نَاوِلِيْهِنَّ، فَقُلْنَ : لَا نَشْتَهِيْهِ! فَقَالَ ﷺ : لَا تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا»

আসমা বিনতে ইয়াযিদ বিন সাকান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি রসূলুল্লাহর জন্য আয়িশাকে তেল মালিশ করে দিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তারপর তাকে খুলা অবস্থায় স্পষ্ট দেখার জন্য তাঁকে আহ্বান করলাম। সুতরাং তিনি আসলেন অতঃপর তার পাশে বসলেন। তারপর দুধের বড় একটি পাত্র নিয়ে আসা হল। তিনি পান করলেন, তারপর তিনি তাঁর দিকে বাড়ালেন, তিনি মাথা নিচু করলেন এবং লজ্জাবোধ করলেন। আসমা বলেন, আমি তাকে ধমকালাম এবং বললাম ঃ তুমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হস্ত থেকে গ্রহণ কর। তিনি বলেন, তারপর সে নিল এবং কিছু পান করল। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমার বান্ধবীকে দিব। আসমা

বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! বরং তা আপনি নেন ও পান করেন। অতঃপর আপনার হস্ত হতে তা আমাকে দিন। তিনি তা নিলেন, অতঃপর পান করলেন, তারপর তা আমার জানুদ্বয়ে রাখলাম। অতঃপর আমি তাকে ঘুরাতে লাগলাম ও আমার ঠোট দ্বারা তা অনুসরণ করতে লাগলাম যেন নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পান করা পাই। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, তাদেরকে তুমি দাও, তারা বললেন, আমরা তা ইচ্ছা করি না, অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ক্ষুধা ও মিথ্যা জমা করে না।[১]

মাসআলাহ ঃ ২. স্ত্রীর মাথায় হাত রাখা ও তার জন্য দু‘আ করা।

আর উচিত হল যে, বাসরের বা তার পূর্বে স্বামী তার হস্তকে স্ত্রীর মাথার অর্গভাগে রাখবে। এবং আল্লাহ তাবারকা ওয়াতা‘আলা এর নাম নিবে ও বারকাতের দু‘আ করে। আল্লাহর রসূল এর বাণীতে যা এসেছে তা বলবে।

«إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا، [فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا]، [وَلْيُسَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ]، [وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ]، وَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. [وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيْراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ]

১। ইমাম আহমাদ (৬/৪৩৮/৪৫২/৪৫৩/ ও ৪৫৮) নং এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আর সংক্ষিপ্তভাবে এমন দু সানাদ দ্বারা বর্ণনা করেছে যা একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আর ইমাম মুনযিরী (৪/২৯) নং এ তার শক্তিশালী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মুসনাদে হুমাইদী (২/৬১) নং ত্ববরানী সগীর ও কাবীর গ্রন্থদ্বয়ে এবং আবূ শাইখ এর তারীখে আসবাহানের (১৮২/২৮৩) নং ও ইবনে আবীদ দুনয়া এর কিতাবুস সামত (২/২৬) নং এ আসমা বিনতে উমাইস এর হাদীস থেকে তার প্রমাণ রয়েছে।

নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করবে অথবা চাকর ক্রয় করবে, সে যেন তার কপাল ধরে এবং আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা-এর নাম পড়ে ও বারকতের দু‘আ করে। আর যেন সে বলে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে পয়দা করেছেন তা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।[১] আর যখন উট ক্রয় করবে তখন তার চূট বা চূড়া ধরবে এবং অনুরূপ বলবে।[২]

মাসআলাহ ঃ ৩. স্বামী-স্ত্রী উভয় একসঙ্গে সলাত পড়া।

আর মুসতাহাব হলো যে, তারা উভয়ে এক সঙ্গে ২ রাক‘আত সলাত পড়বে। কেননা এটা সালাফ থেকে বর্ণিত আছে। আর এ ব্যাপারে দু‘টি হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَوْلَى أَبِيْ أُسَيْدٍ قَالَ : «تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَراً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِمْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ

১। আমি বলব হাদীসে দলীল রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দ এর সৃষ্টিকারী। মু‘তাজেলা ও অন্যান্যদের যারা বলে, মন্দ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে না, আর আল্লাহ তা‘আলা মন্দ সৃষ্টিকারী নন, যে মন্দ তার পূর্ণতার বিপরীত হয়, তাদের এই মতের বিপরীত দলীল উক্ত হাদীসে রয়েছে। আর তার বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থসমূহে রয়েছে। আর সেগুলোর মধ্যে উত্তম গ্রন্থ হলো, ইবনুল কাইউম এর শেফাউল আলীল ফিল কযায়ে ওয়াল কাদরে ওয়াত তালীল। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন তার দিকে পুনরাবৃত্তি করে। আর এই দু‘আ গাড়ী ক্রয় এর মত ক্ষেত্রে ও কি বলা যাবে? আমার উত্তর হ্যাঁ যাবে, তার মঙ্গল এর আশা থাকার জন্য এবং অমঙ্গল থেকে বাঁচার জন্য বলা যাবে।

২। ইমাম বুখারীর আফয়ালুল ‘ইবাদ ৭৭ পৃঃ এবং আবূ দাউদ ১/৩৩৬ পৃঃ, ইবনু মাজাহ ১/৫৯২ পৃঃ, হাকিম ২/১৮৫ পৃঃ, বাইহাকী ৭/১৪৮ পৃঃ, মুসনাদে আবূ ইয়া-লা ২/৩০৮ পৃঃ হাসান সূত্রে এবং হাকিম তাকে সহীহ বলেছেন। যাহাবী তা সমর্থন করেছেন, হাফিয ইরাকী তাখরীজুল ইহ্‌য়া ১ম খণ্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় সনদ উত্তম বলেছেন। আর আবদুল হাক আল-ইশবাইলী সহীহ হওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। যেমন তিনি ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। আর অনুরূপ ইবনে দাকীকুল ঈদ (ইলমাম) এর (২/১২৭)।

وَأَبُوْ ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ، قَالَ : وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ : فَذَهَبَ أَبُوْ ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوْا : إِلَيْكَ! قَالَ أَوْ كَذٰلِكَ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ، وَعَلَّمُوْنِيْ فَقَالُوْا : «إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللّٰهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ»

আবূ উসাইদের মাওলা আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি দাস অবস্থায় বিবাহ করলাম। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের (রাঃ) একটি ছোট দলকে দাওয়াত দিলাম। তাদের মধ্যে ইবনু মাসউদ, আবূ যার এবং হুযাইফা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, সলাতের ইক্বামাত দেয়া হল। তিনি বলেন, অতঃপর আবূ যার্ সামনে যেতে শুরু করলেন, অতঃপর তাঁরা বললেন, সাবধান! যাবেন না। তিনি বললেন, অনুরূপ কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।(১) তিনি বলেন, আমি তাদের সামনে গেলাম। অথচ আমি একজন দাস। অতঃপর তাঁরা আমাকে শিক্ষা দিয়ে বললেন, (যখন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে আসবে তখন দু'রাক'আত সলাত পড়বে। তারপর তোমার কাছে যে প্রবেশ করেছে আল্লাহর কাছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করবে এবং তার খারাপী থেকে আশ্রয় চাবে। তারপর তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপার।(২)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُوْ حُرَيْزٍ، فَقَالَ : إِنِّيْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً [بِكْراً]، وَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِيْ،

১। আমি বলব ঃ এটা দ্বারা তাঁরা এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, সফরকারী সফর কৃতের ইমামতি করবে না কিন্তু যদি তাকে ইমামতি দেয়। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ «ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه» (আর সফরকৃত ব্যক্তির বাড়ীতে ও তার রাজত্বে ইমামতি করা যাবে না। মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ তাদের সহীহদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। আর তা সহীহ সূত্রে আবূ দাউদের ৫৯৪ নং আছে।

২। মুসান্নাফ আবী শাইবাহ, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, সিকাতে ইবনু হিব্বান, আবূ সাঈদ পর্যন্ত তার সানাদ সহীহ। হাফিয ইবনু হাজার 'আল-ইসাবা'তে মাওলা আবূ উসাইদ মালেক বিন রবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন।

فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ (يَعْنِيْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ) : «إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللّٰهِ ، وَالفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يُرِيْدُ أَنْ يُكَرِّهَ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَأْمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَرَاءَكَ رَكْعَتَيْنِ» . زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : «وَقُلْ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلٰى خَيْرٍ» .

শাকীক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আগমন করল, তাকে আবূ হারীয বলে ডাকা হত। তারপর তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি একজন যুবতী কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। আর আমি ভয় করছি যে, সে আমাকে অসন্তুষ্টি করবে। তারপর আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ বললেন, নিশ্চয় বন্ধুত্ব ভালবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর রাগ অসন্তুষ্টি শাইতনের পক্ষ থেকে। শাইতন ইচ্ছা করছে যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তা সে তোমাদের নিকট ঘৃণা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সে যখন তোমার কাছে আসবে তখন তাকে জামা'আত সহকারে তোমার পিছনে দু' রাক'আত সলাত পড়তে নির্দেশ দিবে। ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর অন্য বর্ণনায় বৃদ্ধি আছে, তিনি বলেছেন ঃ তুমি বল ঃ

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلٰى خَيْرٍ»

হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান কর এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকত দিন। হে আল্লাহ! আপনি যা ভাল একত্রিত করেছেন তা আমাদের মাঝে একত্রিত করুন। আর যখন কল্যাণের দিকে বিচ্ছেদ করবেন তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ করুন।(১)

১। মুসান্নাফে আবূ বাকার বিন আবি শাইবাহ, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক (৬/১৯১/১০৪৬০-১০৪৬১) তার সানাদ সহীহ। তাবারানী ৩/২১/২ সহীহ সনদদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلٰى زَوْجِهَا؛ يَقُوْمُ الرَّجُلُ، فَتَقُوْمُ مِنْ خَلْفِهِ، فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ

মাসআলাহ ঃ ৪. যখন সহবাস করবে তখন কি বলবে?

আর যখন সহবাস করবে তখন তার জন্য এ কথা বলা উচিত ঃ

«بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَداً؛ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً»

শুরু করছি আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শাইতন থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে যা দান করবেন তাকে শাইতন থেকে রক্ষা করুন।

بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ، وَبَارِكْ لِأَهْلِيْ فِيَّ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ، وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِيْ خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ فِيْ خَيْرٍ»

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মহিলা তার স্বামীর কাছে আসবে, তখন স্বামী দাঁড়াবে এবং তার পিছনে তার স্ত্রীও দাঁড়াবে এবং উভয়ে দু'রাক'আত সলাত পড়বে এবং বলবে, হে আল্লাহ! আমার পরিবারে আমার স্বার্থে বরকত দিন এবং আমার মাঝে পরিবারের স্বার্থে বরকত দিন। হে আল্লাহ! তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রিযিক দান করুন এবং আমাকে তাদের পক্ষ থেকে রিযিক দান করুন। হে আল্লাহ! যে কল্যাণ আপনি জমা করেছেন তা আপনি আমাদের মাঝে জমা করুন। আর যদি আপনি কল্যাণকে পৃথক করেন তাহলে আমাদের মাঝে পৃথক করুন। (তাবারানী আওসাত ও তাবারানী সগীর ২/১৬৬)

ইবনু আদী ৭১/২ আবূ নুআইম আখবারু আসবাহান ১/৫৬ এবং মুসনাদে বায্যার দুর্বল সনদে।

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ مَسْتُوْرٌ، فَقَالَ : مَا أَدْرِيْ أَمَحْمُوْمٌ بَيْتُكُمْ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى (كِنْدَةَ)؟! وَاللهِ لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى تُهْتَكَ أَسْتَارُهُ!.

فَلَمَّا هَتَكُوْهَا ... دَخَلَ ... ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا ... فَقَالَ : هَلْ أَنْتَ مُطِيْعَتِيْ رَحِمَكِ اللهُ؟ قَالَتْ : قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسَ مَنْ يُطَاعُ، قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيْ : «إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَلْتَقِيَانِ عَلَيْهِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ»، فَقُوْمِيْ فَلْنُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتِنِيْ أَدْعُوْ فَأَمِّنِيْ،

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মাঝে সন্তান সৃষ্টি করার ফয়সালা করেন, তাহলে শাইতন তাকে কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না।(২)

فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، وَأَمَّنَتْ، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ، جَاءَهُ أَصْحَابُهُ، فَانْتَحَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ الثَّانِيْ، ثُمَّ الثَّالِثُ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَى الْقَوْمِ، وَقَالَ : رَحِمَكُمُ اللهُ، فِيْمَا الْمَسْأَلَةُ عَمَّا غَيَّبَتِ الْجُدْرَانُ وَالْحُجُبُ وَالْأَسْتَارُ؟! بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ، إِنْ أَخْبَرَ أَوْ لَمْ يُخْبِرْ.

ইবনে জুরাইয হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিশ্চয় সালমান ফারেসী জনৈক মহিলাকে বিবাহ করলেন। অতঃপর যখন তার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন তার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। আচানক সে বাড়ীতে আবৃত দেখলেন। তিনি বললেন, তোমাদের বাড়ী কি উত্তপ্ত, না কাবা গৃহ কিনদার দিকে ফিরে গেছে? আল্লাহর কসম, আমি বাড়ীতে প্রবেশ করব না যতক্ষণ না তার পর্দাকে নষ্ট করা হবে!

অতঃপর তারা যখন পর্দাকে নষ্ট করে ফেলেন, তখন তিনি প্রবেশ করলেন, অতঃপর তার স্ত্রীর কাছে গেলেন, তাঁর হাত তাঁর মাথার উপর রাখলেন। তারপর বললেন, তুমি কি অনুসরণকারিণী, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন? সে প্রতি উত্তরে বলল, যার অনুসরণ করা হবে তার স্থানে আপনি বসেছেন। সালামান ফারেসী (রাঃ) বললেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, যে দিন তুমি বিবাহ করবে সর্বপ্রথম তোমরা উভয় আল্লাহর অনুসরণের সহিত সাক্ষাৎ করবে। সুতরাং তুমি দাঁড়াও, আমরা দু' রাক'আত সলাত পড়বো। যখন আমাকে দু'আ করতে শুনবে তখন আমীন বলবে। অতঃপর তারা দু' রাক'আত সলাত পড়লো এবং সে আমীন বললো। আর তিনি তার নিকট রাত্রী কাটালেন। তারপর যখন সকাল করলেন তার নিকট তার বন্ধুগণ আসলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার উপর ঝুঁকে পড়লো। অতঃপর বলল, আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন? এ কথা বলাতে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ দ্বিতীয়জন এবং তৃতীয়জন থেকে। যখন তিনি এরূপ অবস্থা দেখলেন ঐ দলের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করুন। দেয়াল, হিজাব ও পর্দাসমূহ যা গোপন করেছে, সে ব্যাপারে কি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে? কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট যে, সে প্রকাশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যদিও সংবাদ দেয়া হোক বা না হোক। (ইবনু আসাকির এ/২০৯/১-২, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ৬/১৯২)

২। সহীহ বুখারী ৯/১৮৭ এবং বাকী সুনান সমূহের লেখকগণ নাসাঈ ব্যতীত। ইশরাহ ৭৯/১, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ৬/১৯৩/১৯৪ পৃঃ এবং ত্বাবারানী ৩/১৫১/২।

মাসআলাহ ঃ ৫. কেমন পদ্ধতিতে সহবাস করবে?

আর স্বামীর জন্য বৈধ যে, সে তার স্ত্রীর সম্মুখভাগে যে দিক দিয়ে চায় সামনে বা পিছনের দিক দিয়ে সহবাস করবে। আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা এর বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ঃ

﴿نِسَاؤُكُم حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ﴾

অর্থাৎ "তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো"– (সূরা আল-বাকারাহ ২২৩)। অর্থাৎ যেমনভাবেই ইচ্ছা কর। সামনের দিক দিয়ে ও পিছনের দিক দিয়ে।

আর এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। দু'টি উল্লেখের মাধ্যমে যথেষ্ট মনে করছি।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ! فَنَزَلَتْ :﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِيْ الْفَرْجِ]»

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা বলতো, যদি স্বামী স্ত্রীর পিছন দিক দিয়ে তার সম্মুখভাগে সহবাস করে তাহলে সন্তান ট্যারা হবে। অতঃপর ﴿نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم﴾ অর্থাৎ "তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো"– (সূরা আল-বাকারাহ ২২৩)। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর বললেন, সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়ে করা যাবে যদি তা লজ্জাস্থান হয়।(১)

---

(১) বুখারী ৮/১৫, মুসলিম ৪/১৫৬, নাসাঈ ৭৬/১-২, ইবনু আবী হাতিম ৩৩৯/১-মাহমুদিয়া ৮/৭৯/১, জুরজানী ২৯৩/৪৪০, বাইহাকী ৭/১৯৫, ইবনু আসাকির ৮/৯৩/২ ও ওয়াহিদী ৫৩, আর ওয়াহিদী বলেন- শাইখ আবূ হামিদ বিন শারকী বলেন, এটা এমনমহীয়ান হাদীস যা একশ হাদীসের সমতুল্য।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : «كَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ؛ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ، مَعَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُوْدَ؛ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِيْ الْعِلْمِ، فَكَانُوْا يَقْتَدُوْنَ بِكَثِيْرٍ مِّنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَّا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلا عَلٰى حَرْفٍ، وَذٰلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُوْنُ الْمَرْأَةُ، فَكَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحاً مُنْكَراً، وَيَتَلَذَّذُوْنَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِّنَ الأَنْصَارِ، فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ، فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَىٰ عَلٰى حَرْفٍ، فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حَتّٰى شَرِيَ أَمْرُهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أَيْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، يَعْنِيْ بِذٰلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ»

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারী মূর্তি পূজকদের এ গোত্রটি ইয়াহুদী আহলে কিতাবদের এ গোত্রের সাথে বসবাস করতো। আর আনসারগণ জ্ঞানের দিক দিয়ে ইয়াহুদীদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করতো। আর আহলে কিতাবদের একটি অভ্যাস ছিল যে, তারা শুধুমাত্র তাদের স্ত্রীদের এক দিক দিয়েই সহবাস করতো। আর স্ত্রী তার দ্বারা সবচেয়ে বেশি আবৃত হতো। সুতরাং আনসারদের এই গোত্রটি ইয়াহুদীদের ঐ কাজটি গ্রহণ করেছিল। আর কুরাইশদের এ গোত্র তাদের মহিলাদেরকে নিকৃষ্টভাবে খোলাখুলি করতো এবং তাদেরকে সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, চীৎ করে, উপভোগ করতো। অতঃপর

মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন একজন কুরাইশী ব্যক্তি আনসারী এক মহিলাকে বিবাহ করলেন। সে তার স্ত্রীর কাছে তাদের নিয়মে কাজ করলেন। কিন্তু মহিলা তা খারাপ মনে করলেন এবং বললেন, আমাদেরকে শুধুমাত্র একদিক দিয়েই সহবাস করা হয়। সুতরাং তুমি তা-ই কর নতুবা আমার থেকে দূরে থাক। এমনকি তার ব্যাপারটি বিরাট আকার ধারণ করল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সংবাদ পৌছাল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করলেন। ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো"- (সূরা আল-বাকারাহ ১২৩) অর্থাৎ সম্মুখ করে, পিছনে করে ও চীৎ করে। মূল উদ্দেশ্য তার দ্বারা সন্তান হওয়ার স্থান যেন হয়।(১)

মাসআলাহ ঃ ৬. পিছন দিক দিয়ে সহবাস করা হারাম।

হাদীসমূহ আর পূর্বে আয়াতের অর্থানুযায়ী স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করা হারাম।

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

১। আবূ দাউদ ১/১৩৭, হাকিম ২/১৯৫/২৭৯; বাইহাকী ৭/১৯৫, ওয়াহিদের আসবাব ৫২, ইমাম খাত্তাবীর গরীবুল হাদীস ৭৩/২, তার সানাদ হাসান। ইমাম হাকিম মুসলিমের শর্তানুযায়ী তাকে সহীহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন দান করেন। ত্ববরানীর নিকট (৩/১৮৫ পৃঃ) সংক্ষিপ্ত অপর একটি সূত্র রয়েছে।

আর ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস থেকে অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে। যা ইমাম নাসাঈ আল ইশরাহ এর (৭৬/২পৃঃ) সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি ও ইমাম কাসিম সুরকাসতী আল-গরীর এর ২/৯৩/২/ পৃষ্ঠা এবং অন্যান্যরা সাঈদ বিন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন ইয়াসার বলেন, আমি ইবনে উমারকে বললাম আমরা দাসীদের ক্রয় করি ও তাদের তাহমীয করি। তিনি বললেন, তাহমীয কি? আমি বললাম, পিছন দিক দিয়ে সহবাস করি। তিনি বললেন, আহ! মুসলিম কি এরূপ করে।

আমি বলব ঃ তার সানাদ সহীহ। আর তা ইবনু উমার থেকে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি মহিলাদের পিছনে সহবাস করাতে কঠিন অস্বীকৃতি প্রদান করেছেন। সুতরাং ইমাম সুয়ূতী এবং অন্যান্যরা অন্যস্থানে এই প্রমাণের বিপরীত করেন, তা সম্পূর্ণভাবে ভুল। সুতরাং তারদিকে দৃষ্টিপাত করা হবে না।

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ, অতএব যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করতে পারো।" আর এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ، تَزَوَّجُوْا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يُجَبُّوْنَ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذٰلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تَسْأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ : فَأَتَتْهُ، فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَسَأَلَتْهُ أم سَلَمَةَ، فَنَزَلَتْ : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ﴾، وَقَالَ : لَا؛ إِلَّا فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ».

উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আনসারদের নিকট আগমন করলেন তখন তাদের মহিলাদের বিবাহ করলেন। আর মুহাজির মহিলারা চীৎ হতো, কিন্তু আনসারী মহিলারা চীৎ হতো না। একদা এক মুহাজির ব্যক্তি তার আনসারী স্ত্রীকে এরূপ ইচ্ছা করল, কিন্তু সে আল্লাহর রসূলকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। উম্মু সালামাহ বলেন, সেই মহিলা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করল। তাই উম্মু সালামাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর ﴿نِسَاؤُكُم حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো"- (সূরা আল-বাকারাহ ১২৩) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তিনি বললেন না, শুধুমাত্র একই রাস্তায় সহবাস করা যাবে।(১)

১। মুসনাদে আহমাদ (৬/৩০৫/৩১০-৩১৮ পৃঃ)। তিরমিযী (৩/৭৫ পৃঃ) ও তিনি তাকে সহীহ বলেছেন এবং আবূ ইয়ালা (৩২৯/১) পৃঃ, ইবনু আবী হাতিম তার তাফসীরে মুহাম্মাদীয়া (৩৯/১) পৃঃ ও ইমাম বাইহাকী (৭/১৯৫) পৃঃ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সানাদ মুসলিম এর শর্তানুযায়ী সহীহ।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلَكْتُ. قَالَ : وَمَا الَّذِيْ أَهْلَكَكَ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً، فَأُوْحِيَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةُ : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يَقُوْلُ : أَقْبِلْ وأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ»

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? তিনি বললেন, আমি রাতে আমার সওয়ারী পরিবর্তন করেছি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই আয়াত ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারো"– (সূরা আল-বাকারাহ ১২৩) অবতীর্ণ করা হলো। তিনি বললেন, সামনে কর পিছনে কর, আর নিতম্ব ও ঋতুস্রাব থেকে বেঁচে থাক।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ

১। নাসাঈ আল-ইশরাহ ৭৬/২, তিরমিযী (২/১৬২-বুলাক প্রকাশনা) ইবনু আবী হাতিম (৩৯/১) পৃঃ, ত্বরানী (৩/১৫৬/২) এবং ওয়াহিদী (৫৩) পৃঃ হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী তাকে হাসান বলেছেন।

اِمْرَأَتِه فِيْ دُبُرِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : حَلَالٌ. فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتَ؟ فِيْ أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ، أَوْ فِيْ أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ، أَوْ فِيْ أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ؟ أَمِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا؟ فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ دُبُرِهَا؟ فَلَا، فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِيْ أَدْبَارِهِنَّ»

খুযাইমাহ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মহিলাদের নিতম্বে সহবাস করা সম্পর্কে বা পুরুষ মহিলার নিতম্বে সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, বৈধ। অতঃপর যখন সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন। বা তাকে ডাকার আদেশ করা হল, সুতরাং তাকে ডাকা হল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কেমন বললে? কোন দুই ছিদ্রতে পিছন থেকে সম্মুখে হ্যাঁ এটা বৈধ, না পিছন থেকে পিছনে, না বৈধ না। নিশ্চয় আল্লাহ হাক্ব-এর ব্যাপার লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা মহিলাদের নিতম্বে সহবাস করোও না।(১)

চতুর্থ হাদীস ঃ

«لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلٰى رَجُلٍ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا»

১। ইমাম শাফেয়ী (২/২৬০), বাইহাকী (৭/১৯৬) পৃষ্ঠা, দারেমী (১/১৪৫) পৃষ্ঠা এবং ত্বহাবী (২/২৫) পৃষ্ঠা, ইমাম খাত্তাবী গরীবুল হাদীস (৭৩/২) পৃষ্ঠা। তার সানাদ সহীহ যেমন ইবনুল মুলকিন আল-খুলাসাহ গ্রন্থে, নাসাঈর আল-ইশরাহ (২/৭৬-৭৭/২) পৃষ্ঠা এবং ত্বহাবী, বাইহাকী, ইবনু আসাকির (৮/৪৬/১) পৃষ্ঠা, তার অপর সূত্রাদি রয়েছে। তার মধ্যে একটি ভাল, যেমন ইমাম মুনযিরী (৩/২০০) পৃষ্ঠা, ইবনু হিব্বান (১২৯৯/১৩০০) পৃষ্ঠা ও ইবনু হাযম (১০/১৮) পৃষ্ঠা সহীহ বলেছেন। আর ইমাম হাফেয (الفتح) এর (৮/১৫৪) পৃষ্ঠা তাদের দু'জনের সাথে একমত প্রদান করেছে।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করবে আল্লাহ তার দিকে দেখবেন না।(১)

পঞ্চম হাদীস ঃ

«مَلْعُوْنٌ مَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فِيْ مَحَاشِّهِنَّ. يَعْنِيْ : أَدْبَارِهِنَّ»

যে ব্যক্তি মহিলাদের নিতম্বে সহবাস করবে সে অভিশপ্ত।(২)

ষষ্ঠ হাদীস ঃ

«مَنْ أَتَى حَائِضاً، أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

যে ব্যক্তি ঋতুবর্তিনী বা স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করে অথবা কোন জ্যোতিষের নিকট আসে, অতঃপর তার কথাকে সত্য প্রতিপন্ন করে, তাহলে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সে অস্বীকার করল।(৩)

১। নাসাঈ আল-ইশরাহ (২/৭৭-৭৮/১) পৃষ্ঠা, তিরমিযী (১/২১৮) পৃষ্ঠা, ইবনু হিব্বান (১৩০২) পৃষ্ঠা, ইবনু আব্বাস-এর হাদীস থেকে। আর তার সানাদ হাসান এবং তিরমিযী তাকে হাসান বলেছেন। আর ইবনু রাহওয়াহে তাকে সহীহ বলেছেন। মাসায়েলে মারুযী (২২১) পৃষ্ঠা, ইবনুল জারুদ (৩৩৪) পৃষ্ঠা, হাসান সানাদ। আর ইবনু দাকীক আলঈদ (১২৮/১) পৃষ্ঠা নাসাঈ, ইবুন আসাকির (১২/২৬৭/১) পৃষ্ঠা এবং আহমাদ (২/২৭২) পৃষ্ঠা।

২। ইবনু আদী (২১১/১) হাসান সানাদে উকবাহ বিন আমির এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (২১৬২) নং এবং আহমাদ (২/৪৪৪ ও ৪৭৯) পৃষ্ঠা।

৩। নাসাঈ ব্যতীত সুনানে আরবাহ অর্থাৎ আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইমাম নাসাঈ আল-ইশরাহ এর (৭৮) পৃষ্ঠা, দারেমী ও আহমাদ (২/৪০৮ ও ৪৭৬)। যিয়া আল-মুখতার (১০/১০৫/২) পৃষ্ঠা আবূ হুরায়রা হাদীস থেকে সহীহ সানাদ বর্ণনা করেছেন। যেমন আমি নাকদুত তাজ (نَقْدُالتَّاج) এর (৬৪) নম্বরে বর্ণনা করেছি। আর ইমাম নাসাঈ (ক/৭৭/২) পৃষ্ঠা ও ইমাম বাত্তাহ আল-ইবানাহ (৬/৫৬/২) পৃষ্ঠা। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিতম্বে সহবাস করে তার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ ব্যক্তি আমাকে কুফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে? এর সানাদ সহীহ। অনুরূপ আবূ হুরায়রা থেকে দুর্বল সানাদে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম যাহাবীর সিয়ারু আ'লামুন নাবলা ৯/১৭১/১ পৃষ্ঠা। ইরওয়াউল গালীল (৭/৬৫/৭০) পৃষ্ঠা।

মাসআলাহ ঃ ৭. দুই মিলনের মাঝে অযু।

যদি স্বামী-স্ত্রীর সাথে বৈধ স্থানে সহবাস করে এবং দ্বিতীয়বার সহবাস করার ইচ্ছা করে, তাহলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর প্রেক্ষিতে সে অযু করবে।

«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ [بَيْنَهُمَا وُضُوْءاً] (وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ) [فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ]»

তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পুনরায় তার ইচ্ছা করে, তাহলে সে উভয়ের মাঝে যেন অযু করে। অন্য বর্ণনায় আছে, সলাতের অযুর ন্যায় অযু করবে) কেননা তা দ্বিতীয়বারের জন্য অধিক প্রফুল্লকারী।(১)

মাসআলাহ ঃ ৮. দু'সহবাসের মাঝে গোসল অতি উত্তম।

রাফের হাদীসের প্রেক্ষিতে অযু থেকে গোসল উত্তম।

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً؟ قَالَ : «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ».

নিশ্চয় একদা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন। তিনি এর কাছে গোসল করলেন এবং ওর কাছেও গোসল করলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তাকে একটি গোসলে পরিণত করতে পারলেন না। তিনি বললেন, এটা অধিকতর পরিচ্ছন্ন, অতি উত্তম ও সর্বাধিক পবিত্রতা।(২)

১। মুসলিম (১/১৭১) পৃষ্ঠা, ইবনু আবী শাইবাহ (المصنف) (১/৫১/২) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৩/২৮) পৃষ্ঠা, আবূ নাঈম (الطب) এর (২/১২/১) অন্যান্যরা আবূ সাঈদ খুদরী এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আমি তাকে (صحيح سنن أبي داود) এর (২১৬) নম্বরে বর্ণনা করেছি।

২। আবূ দাউদ ও নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (৭৯/১), ত্ববরানী (৬/৯৬/১), আবূ নাঈম আত-তিব (২/১২/১) হাসান সানাদে। আর আমি এ ব্যাপারে (صحيح السنن) এর (২১৫) নম্বরে আলোচনা করেছি।

মাসআলাহ ঃ ৯. এক সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর গোসল।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য একস্থানে একত্র গোসল করা বৈধ। যদিও একে অপরকে দেখে নেয়। আর এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে,

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٌ [تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ]، فَيُبَادِرُنِيْ حَتَّى أَقُوْلُ : دَعْ لِيْ، دَعْ لِيْ، قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ»

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়েই একই পাত্র থেকে গোসল করতে ছিলাম। আমাদের উভয়ের হাত তার মধ্যে টক্কর খেত। তিনি আমার পূর্বে দ্রুত করতেন, এমনকি আমি বলতাম আমার জন্য রাখেন, আমার জন্য রাখেন। আয়িশাহ বলেন, উভয় অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন।[১]

১। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ তাদের সহীহতে বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণনা প্রসঙ্গ মুসলিমের এবং অতিরিক্ত মুসলিমের ও অন্য বর্ণনায় বুখারী তার তরজমা করেছে এরূপ, (بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ)(অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে গোসল)। হাফিয الفتح এর (১/২৯০ পৃষ্ঠা) পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

ইমাম দারওয়ারদী তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, স্বামী স্ত্রী উভয় একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে পারে, তাদের জন্য এটা বৈধ। আর এটাকে মজবুত করে যা ইবনে হিব্বান সুলাইমান বিন মুসা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তারা স্ত্রীর লজ্জাস্থানে দৃষ্টিপাত করে। তিনি প্রতিত্তুরে বললেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করেছি এবং তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি তিনি হুবহু এই হাদীসটি উল্লেখ করলেন আর এটা মাসয়ালাহ দলীল সাব্যস্ত হচ্ছে।

আমি বলব ঃ এটা বাতিল হওয়ার প্রমাণ করে যা আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, «مَا رَأَيْتُ عَوْرَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ»

অর্থাৎ (আমি কখনো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লজ্জাস্থান দেখিনি) ত্ববরানী সগীর (২৭)পৃষ্ঠা, আবূ নাঈম (৮/২৪৭) পৃষ্ঠা, খাতীব (১/২২৫) পৃষ্ঠা। আর তার সানাদে বারাকাতুনে মুহাম্মাদ হুলাবী একজন রাবী আছে। তার মধ্যে কোন বারাকাত নেই।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ : «اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ». قَالَ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللَّهِ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ؟ قَالَ : «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَّ يُرِيْنَهَا أَحَدٌ، فَلاَ يُرِيْنَهَا»

কেননা সে অধিক মিথ্যাবাদী ও হাদীস রচনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার লিসান গ্রন্থে তার এই হাদীসটি বাতিলের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে মাজাহ (১/২২৬ ও ৫৯৩) পৃষ্ঠা, ইবনে সা'দের (৮/১৩৬) পৃষ্ঠা তার একটি সূত্র রয়েছে। আর তার মধ্যে আয়িশার এক দাসী আছে সে মাজহুলাহ। এজন্য বুসীরী (الزَّوَائِدِ) গ্রন্থে তার সানাদকে যঈফ বলেছেন। আর তার তৃতীয় আরেকটি সূত্র আবূ শাইখ এর নিকট (أَخْلاَقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) এর (২৫১) পৃষ্ঠা রয়েছে। তার মধ্যে আবি সালিহ আছে, সে ত্রুটিযুক্ত, যঈফ। আর মোহাম্মাদ বিন কাসেম আসাদী সে মিথ্যাবাদী। তার অনুরূপ হাদীস ঃ

«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَيَسْتَتِرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعِيْرَيْنِ»

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে সে যেন পর্দা করে এবং বন্য গাধার ন্যায় যেন উম্মুক্ত না হয়।

ইবনু মাজাহ উতবাহ বিন আবদিস সুলামী থেকে (১/৫৯২) পৃষ্ঠা বর্ণনা করেছে। আর তার সানাদে আহওয়াস বিন হাকীম আছে, সে যঈফ রাবী। আর বুসীরী তাকে দোষারোপ করেছেন। তার মধ্যে আরেকটি দোষ রয়েছে তা হলো, তার থেকে ওয়ালীদ বিন কাসিম হামদানীর রাবীর দুর্বলতা। তাকে ইবনু মাঈন ও অন্যরা যঈফ বলেছেন। আর ইবনে হিব্বান বলেন, মজবুত রাবীদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্য না রাখার কারণে তাদের থেকে একক হয়ে গেছে। সুতরাং তা দলীল গ্রহণ করার সীমা থেকে বের হয়ে গেছে।

এজন্য ইরাকী (تَخْرِيْجُ الْإِحْيَاءِ) এর (২/৪৬) পৃষ্ঠা তার সানাদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় স্বীকৃত দিয়েছেন। আর ইমাম নাসাঈ তাকে ইশরাতুন নিসা এর (১/৭৯/১) পৃষ্ঠা এবং মুখলিস (الفوائد المنتقاة) এর (১০/১৩/১) পৃষ্ঠা এবং ইবনু আদী (১৪৯/২ ও ২০১) পৃষ্ঠা আব্দুল্লাহ বিন সারজাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর নাসাঈ বলেছেন, মুনকার হাদীস সাদাকাহ বিন আব্দুল্লাহ যঈফ ও দুর্বল।

قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ : «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيىٰ مِنْهُ مِنَ النَّاسِ»

মুয়াবিয়াহ বিন হাইদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কোন লজ্জাস্থান আবৃত করব এবং কোন গুলো খুলব? তিনি বললেন, তুমি তোমার লজ্জাস্থানকে তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত হিফাজত কর।(১) সে বলল, আমি বললাম, হে রসূল! যদি কতিপয় কতিপয়ের মাঝে থাকে তাহলে কিরূপ করবে? তিনি বললেন, যদি কেউ সক্ষম হয় যে, সে লজ্জাস্থানকে দেখবে না তাহলে যেন কেউ না দেখে) সে বলল আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি অনাবৃত থাকে? তিনি বললেন, লজ্জাবোধ করার ব্যাপারে আল্লাহই মানুষদের চেয়ে বেশি হকদার।(২)

১। ইবনুল উরওয়াহ হাম্বালী (الكَوَاكِبُ) এর (৫৭৫/২৯/১) পৃষ্ঠা বলেছে। (স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য বৈধ যে, একে অপরের সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত এবং স্পর্শ করা এমনকি লজ্জাস্থানকে এই হাদীসের প্রেক্ষিতে দেখতে পারে। আর যেহেতু লজ্জাস্থান দ্বারা তার উপভোগ করা হালাল, সুতরাং সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করা ও তাকে স্পর্শ করা বৈধ। আর এটা ইমাম মালেক ও অন্যান্যদের মাযহাব।

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَابْنَ أَبِيْ ذِئْبٍ لَا يَرَيَانِ بَأْساً يَرَاهُ مِنْهَا وَتَرَاهُ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُرْوَةَ : وَيَكْرَهُ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি ওয়াকেদী হতে, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালেক বিন আনাস ও ইবনু আবী যিব-কে লক্ষ্য করেছি যে, স্বামী স্ত্রীর দিকে দেখবে এবং স্ত্রী স্বামীর দিকে দেখবে তাতে তারা কোন দোষ মনে করতেন না। অতঃপর ইবনে উরওয়াহ বলেন, লজ্জাস্থানের দিকে দেখা মাকরুহ। কেননা আয়িশাহ (রাঃ) বলেছে, আমি আল্লাহর রসূলের লজ্জাস্থানকে কখনো দেখিনি।

আমি বলব উক্ত হাদীসের সানাদের দুর্বলতা গোপন রয়ে গেছে যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে।

২। আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (৭৬/১) পৃষ্ঠা, মুসনাদে রুয়ানী (২৭/১৬৯/১-২) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৫/৩-৪) পৃষ্ঠা, বাইহাকী (১/১৯৯) পৃষ্ঠা। আর শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের (২/১৭১) এবং তার সানাদ হাসান, ইমাম হাকিম তাকে সহীহ বলেছেন ও ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত প্রকাশ করেছেন। আর ইবনুল দাকীক ঈদ তাকে (الإلمام) এর (১২৬/২) পৃষ্ঠা মজবুত করেছেন।

মাসআলাহ ঃ ১০. ঘুমের পূর্বে অপবিত্রতার অযু করা।

স্বামী-স্ত্রী উভয় অযু করে ঘুমাবে। এই ব্যাপারে অনেক হাদীস বিদ্যমান।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ [يَأْكُلَ أَوْ] يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ»

আয়িশাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় যদি কিছু আহার করার বা ঘুমানের ইচ্ছা করতেন, তাহলে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং সলাতের ন্যায় অযু করতেন।(৩)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : «أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ : «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ : «نَعَمْ،

আর ইমাম নাসাঈ হাদীসটি দ্বারা তরজমা করেছেন, (স্ত্রী স্বামীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা) আর ইমাম বুখারী তার স্বীয় সহীহ গ্রন্থে তা'লীক রূপে এনেছেন। অর্থাৎ (নির্জনস্থানে যে ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে গোসল করবে, আর যে ব্যক্তি পর্দা করবে, এ দু' অবস্থার মধ্যে পর্দা উত্তম) অতঃপর তিনি মূসা ও আইউব (আঃ)-এর নির্জন জায়গায় উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার ঘটনা সম্পর্কে আবূ হুরায়রার হাদীস এনেছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ মানুষ হতে লজ্জাবোধ পাওয়ার অধিক হকদার হাদীসের অংশটি দ্বারা ইঙ্গিত করেছে যে, এটা অতি উত্তম ও পরিপূর্ণতার উপর ব্যবহার করা হয়েছে। আর তার বহির্দৃশ্যতে ওয়াজিব বুঝায় না। ইমাম মানাবী বলেন, (শাফিঈরা একে মুসতাহাবের উপর নিয়েছেন। আর তার সাথে ইবনু জারীর ঐকমত্য হয়েছেন। সুতরাং তিনি হাদীসটিকে মুসতাহাবের উপর নিয়েছেন। তিনি বলেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা হতে কোন সৃষ্টি উলঙ্গ বা আবৃত অবস্থায় অদৃশ্য থাকে না। যদি মনে করেন তাহলে ফাতহুল বারী (১/৩০৭) পৃষ্ঠা দেখুন।

৩। বুখারী, মুসলিম ও আবূ আওয়ানা তাদের সহীহতে বর্ণনা করেছেন। আর আমি আমাদের কিতাব সহীহ সুনানে আবূ দাউদ এর ২১৮ নম্বরে বর্ণনা করেছি।

لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ». وَفِيْ أُخْرَى : «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ».

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বললেন, হাঁ যদি সে অযু করে। অন্য বর্ণনায় আছে তুমি অযু কর এবং তোমার লিঙ্গকে ধৌত কর তারপর ঘুমাও। অন্য বর্ণনায় আছে, হাঁ সে যেন অযু করে। অতঃপর যেন সে ঘুমায় আর যখন চাইবে তখন গোসল করবে। অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন ঃ হাঁ আর সে যদি চায় অযু করবে।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

«عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ : جِيْفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ»

আম্মার বিন ইয়াসির থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতাগণ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হয় না। কাফিরের লাশ এবং খালুক জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহারকারী ও অপবিত্র যতক্ষণ না সে অযু করে।(২)

১। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইবনু আসকির (১৩/২২৩/২) পৃষ্ঠা। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি আবূ দাউদের সহীহ সানাদে, যেমন আমি সহীহ আবূ দাউদে (২১৭) নম্বরে বর্ণনা করেছি। আর তৃতীয় বর্ণনাটি মুসলিম, আবূ আওয়ানা ও বাইহাকীর (১/২১০) এবং শেষ বর্ণনাটি ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান এর সহীদ্বয়ে আছে যেমন (التلخيص) এর (২/১৫৬) পৃষ্ঠা। আর তা এ অযু ওয়াজিব না হওয়ার প্রতি বুঝাচ্ছে।

২। হাসান হাদীস, আবূ দাউদ (২/১৯২/১৯৩) পৃষ্ঠা দুই সূত্র থেকে এবং আহমাদ, ত্বহাবী ও বাইহাকী একটি সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী ও অন্যান্যরা তাকে সহীহ বলেছেন। তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে যে, আমি আমার বই (ضعيف سنن أبي داود) এর (২৯) নম্বরে বর্ণনা করেছি। আর এই প্রথম সূত্রের মূলের দু'টি প্রমাণ রয়েছে যা ইমাম হায়সামী (المجمع) এর (৫/১৫৬) পৃষ্ঠা নিয়ে এসেছেন। এজন্য আমি তাকে হাসান বলেছি। তার একটি ইমাম ত্ববরানী এর (الكبير) (৩/১৪৩/২) গ্রন্থে ইবনে আব্বাস-এর হাদীস থেকে রয়েছে।

মাসআলাহ ঃ ১১. সহবাসের অযুর হুকুম।

এটা ওয়াজিব নয়। বরং তা উমার (রাঃ)-এর হাদীসের প্রেক্ষিতে সুন্নাতে মুআক্বাদা।

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ».

উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আর যদি সে চায় অযু করে নিবে।(১)

আর এটাকে আয়িশাহ (রাঃ)-এর হাদীস মজবুত করে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً [حَتَّى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلُ]»

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পানি স্পর্শ করা ছাড়াই অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতেন। এমনকি তিনি পরে ঘুম থেকে উঠতেন এবং গোসল করতেন।(২)

---

(১) ইমাম ইবনু হিব্বান তার উসাতায ইবনে খুযাইমা থেকে স্বীয় (সহীহ) গ্রন্থে (২৩২) পৃষ্ঠা নিয়ে এসেছেন।

(২) ইবনু আবী শাইবাহ (১/৪৫/১), আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (৭৯-৮০) পৃষ্ঠা, ত্বহাবী, ত্বয়ালিসী এবং আহমাদ ও বাগাবী আলী বিন জা'দ এর হাদীস (৯/৮৫/১ ও ১১/১১৪/২) পৃষ্ঠা মুসনাদে আবূ ইয়ালা (২২৪/২) এবং বাইহাকী এবং হাকিম বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন। আমিও (صحيح أبي داود) সহীহ আবূ দাউদ এর (২২৩) নম্বরে বর্ণনা করেছি।

আর আফীফুদ্দীন আবূল মা'আলী ষাট হাদীসের (৬) নম্বরে এই শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন ঃ

যদি তিনি শেষ রাত্রে জাগতেন এবং স্ত্রীর নিকট প্রয়োজন হত তাহলে প্রত্যাবর্তন করতেন তারপর গোসল করতেন। এ সানাদে আবূ হানীফা (রাঃ) রয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ»

আর তার থেকে অন্য বর্ণনায় আছে ঃ

وَعَنْهَا : «كَانَ يَبِيْتُ جُنُباً فَيَأْتِيْهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُوْمُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحْدِرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَظِلُّ صَائِماً. قَالَ مُطَرِّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرٍ : فِيْ رَمَضَانَ؟ قَالَ : نَعَمْ، سَوَاءٌ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرُهُ».

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্রবস্থায় রাত্রী যাপন করতেন, তারপর বেলাল তাঁর নিকট আসত এবং তাঁকে সলাতের সংবাদ দিত। অতঃপর তিনি উঠতেন এবং গোসল করতেন। আর আমি তার মাথা থেকে নির্গত পানির দিকে তাকাতাম। তারপর তিনি মাসজিদে বের হতেন আর আমি ফজরের সলাতে তার আওয়াজ শুনতাম। অতঃপর তিনি রোযা অবস্থায় থাকতেন। রাবী মুতাররাফ বলেছেন, আমি আমির-কে বললাম, রামাযান মাসেও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ রামাযান মাসে বা অন্য মাসে একই রকম হত।(৩)

মাসআলাহ ঃ ১২. অযুর পরিবর্তে অপবিত্র ব্যক্তির তায়াম্মুম করা।

আয়িশার হাদীসের প্রেক্ষিতে তাদের উভয়ের জন্য কখনো অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম বৈধ আছে। তিনি বলেন,

---

আর ইবনু আবী শায়বাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সহবাস করে, অতঃপর পুনরায় ইচ্ছা করে, তাহলে গোসল বিলম্বিত করাতে কোন দোষ নেই।

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : «إِنْ شَاءَ الْجُنُبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».

সাঈদ বিন মুসায়্যাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি অপবিত্র ইচ্ছা করে তাহলে অযু করার পূর্বে ঘুমাবে। এ হাদীসের সানাদ সহীহ। আর এটাই জামহুরের মাযহাব।

৩। ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ শা'বী বর্ণনা থেকে তিনি মাসরুক থেকে, তিনি আয়িশাহ থেকে (২/১৭৩/২) পৃষ্ঠা সানাদ সহীহ। আহমাদ (৬/১০১ ও ২৫৪) পৃষ্ঠা মুসনাদে আবূ ইয়ালা (২২৪/১) পৃষ্ঠা।

«كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ، أَوْ تَيَمَّمَ»

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অপবিত্র হতেন এবং ঘুমার ইচ্ছা করতেন তখন অযু করতেন বা তায়াম্মুম করতেন।(১)

মাসআলাহ ঃ ১৩. ঘুমের পূর্বে গোসল করা উত্তম।

আব্দুল্লাহ বিন কইস-এর হাদীসের প্রেক্ষিতে ঘুমের পূর্বে উভয়ের গোসল করা উত্তম।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : «سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، أَمْ

১। বাইহাকী (১/২০০) পৃঃ, ইসাম বিন আলী হতে তিনি হিশাম হতে, তিনি তার পিতা হতে তিনি আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে (১/৩১৩) পৃষ্ঠা (اسناده حسن) সানাদ হাসান বলেছেন।

আমি বলব, ইবনু আবী শাইবাহ (১/৪৮/১) পৃষ্ঠা ইসাম হতে তিনি আয়িশাহ পর্যন্ত মাওফুকভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে রাত্রে অপবিত্র হয়, অতঃপর সে ঘুমানোর ইচ্ছা করে আয়িশাহ বলেন, অযু করবে অথবা তায়াম্মুম করবে। তার সানাদ সহীহ।

আর ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিশাম বিন উরওয়া থেকে মারফু সূত্রে তার অনুসরণ করেছেন। তার শব্দ হচ্ছে ঃ

«كَانَ إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ فَكَسَلَ أَنْ يَقُوْمَ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمَّمَ»

তিনি যদি তার কোন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতেন অতঃপর উঠতে অলসতা মনে হত তাহলে তার হস্তকে দেয়ালে মারতেন ও তায়াম্মুম করতেন। ইমাম তাবারানী আওসাতে বাকিয়্যাতা বিন ওয়ালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেন, হিশাম থেকে শুধু ইসমাঈলই বর্ণনা করেছেন। আমি বলব, ইসমাঈল দুই হিজাজ থেকে বর্ণনা করাতে যঈফ। আর এটা তার মধ্যে একটি। কিন্তু ইসাম বিন আলী তার অনুসরণ করেছে। আর সে মজবুতরাবী, যেমন অতিবাহিত হয়েছে। আর তার অনুসরণে প্রকাশ্যভাবে ত্ববরানীর প্রতিবাদ করা হচ্ছে।

يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اِغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ الْأَمْرِ سَعَةً»

আবদুল্লাহ বিন কইস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় কিরূপ করতেন? তিনি কি ঘুমের পূর্বে গোসল করতেন, না গোসলের পূর্বে ঘুমাতেন? আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি উভয়টি করতেন। কখনো গোসল করতেন তারপর ঘুমাতেন আবার কখনো অযু করতেন, অতঃপর ঘুমাতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি কর্মে প্রশস্ততা করেছেন।(১)

মাসআলাহ ঃ ১৪. ঋতুবর্তীর সাথে সহবাস করা হারাম।

স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাস করা স্বামীর উপর হারাম।(২) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার বাণীর প্রেক্ষিতে ঃ

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

আর তারা তোমার কাছে হায়িয ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও এটা অশুচি বা কষ্ট।(৩) কাজেই তোমরা হায়িয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকো।

১। মুসলিম (১/১৭১) পৃষ্ঠা, আবূ আওয়ানাহ (১/২৭৮) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৬/৭৩ ও ১৪৯) পৃষ্ঠা।

২। ইমাম শাওকানী ফাতহুল কাদীরে (১/২০০) পৃষ্ঠা বলেছে ঋতুবর্তী মহিলার সঙ্গে সহবাস করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। আর এটা দীনের জরুরী বিষয়রূপে পরিচিত।

৩। অর্থাৎ তা এমন কিছু যা দ্বারা মহিলা কষ্ট পায়। আর কুরতুবী (৩/৮৫) ও অন্যরা তাকে ঋতুর রক্তের গন্ধ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। জনাব রাশীদ রেজা (রঃ) (২/৩৬২) পৃষ্ঠা বলেছেন ঃ

তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়।(৪) যখন তারা উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছে গমন করো যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকে তাদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল-বাকারাহ ২২২)

আর এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে,

প্রথম হাদীস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

«مَنْ أَتٰى حَائِضاً، أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا؛ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ»

যদি কোন ব্যক্তি ঋতুবর্তী মহিলার সাথে বা তার নিতম্বে সহবাস করে অথবা জ্যোতিষীর নিকট আগমন করে ও সে যা বলে তাকে সত্য প্রতিপন্ন করে,

---

«أَخْذُهُ عَلٰى ظَاهِرِهِ مُقَرَّرٌ فِيْ الطِّبِّ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْعُدُوْلِ عَنْهُ»، وَيَعْنِيْ بِهِ الضَّرَرَ الْجِسْمَانِيْ، قَالَ : «لِأَنَّ غَشْيَانَهُنَّ سَبَبٌ لِلْأَذٰى وَالضَّرَرِ، وَإِذَا سَلِمَ الرَّجُلُ مِنْ هٰذَا الْأَذٰى، فَلَا تَكَادُ تَسْلَمُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ، لِأَنَّ الْغَشْيَانَ يَزْعَجُ أَعْضَاءَ النَّسْلِ فِيْهَا إِلٰى مَا لَيْسَتْ مُسْتَعِدَّةً لَهُ، وَلَا قَادِرَةً عَلَيْهِ لِاشْتِغَالِهَا بِوَظِيْفَةٍ طَبِيْعِيَّةٍ أُخْرٰى، وَهِيَ إِفْرَازُ الدَّمِ الْمَعْرُوْفِ»

তাকে তার প্রকাশ্যের উপর গ্রহণ করা চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নাই। আর তার দ্বারা শারীরিক কষ্ট উদ্দেশ্য। তিনি বলেছেন ঃ কেননা তাদের সাথে সহবাস করা হল ব্যথা ও কষ্টের কারণ, এই কষ্ট থেকে যদিও পুরুষ নিরাপদ থাকে, কিন্তু মহিলা তা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। কেননা সহবাস করা তার মধ্যে রেহেমের অঙ্গ প্রতঙ্গের কষ্ট দেয় যার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না এবং অপর প্রাকৃতিক কর্তব্য ব্যস্ততার কারণে তার জন্য সে ক্ষমতাশালী ছিল না। আর তা পরিচিত রক্তকে পৃথক করণ।

৪। তা হায়িযের রক্ত বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ হওয়া। আর এটা মহিলাদের কর্মে সংগঠিত হয় না। কিন্তু আল্লাহর বাণী (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) এ এই পবিত্রতার বিপরীত। কেননা এটা তাদের কর্মে সংগঠিত হয়। আর তা হলো তাদের পানি ব্যবহার করা। আর অচিরেই (১৭) নম্বর মাসয়ালায় তার উদ্দেশ্যের আলোচনা আসছে।

তাহলে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি সে কুফরী করল।(৫)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : «إِنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ
مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُؤَاكِلُوْهَا، وَلَمْ
يُشَارِبُوْهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِيْ الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
عَنْ ذٰلِكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ : ﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ﴾ إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ،
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : جَامِعُوْهُنَّ فِيْ الْبُيُوْتِ، وَاصْنَعُوْا كُلَّ
شَيْءٍ؛ غَيْرَ النِّكَاحِ، فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ : مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَلَّا
يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ
وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ
الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِيْ الْمَحِيْضِ؟ فَتَمَعَّرَ
وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا،
فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَبَعَثَ فِيْ
آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا»

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় ইয়াহুদীদের কোন মহিলা যখন ঋতুবর্তী হত তারা তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতো এবং তার সাথে খেতো না পানও করতো না এবং বাড়ীতে তার সাথে মিলামিশা

৫। হাদীস সহীহ। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, যেমন (৬) নম্বর মাসআলায় চলে গেছে।

করতো না। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল। তারপর আল্লাহর তা‘আলা ﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ﴾ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাদের সাথে বাড়ীতে উঠাবসা করো এবং সহবাস ব্যতীত সব কিছু করো। ইয়াহুদীরা বললো, এই ব্যক্তি আমাদের প্রতিটি কাজে কেবল বিরোধিতা করে, অতঃপর উসাইদ বিন হুযাইর ও আব্বাদ বিন বিশর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদীরা এরূপ এরূপ কথা বলছে, আমরা কি ঋতুবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করবো না? অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেলো। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যে দুধ উপহার দেয়া হয়েছিল তা তাদের সামনে পেশ করেছিলাম। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পদচিহ্নে প্রেরণ করলেন ও তাদেরকে দুধ পান করালেন। অতঃপর আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেননি।(১)

মাসআলাহ ঃ ১৫. ঋতুবর্তীর সঙ্গে সহবাস করলে তার কাফফারা।

যার মনে চাহিদা প্রাধান্য পাবে অতঃপর হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বেই ঋতুবর্তীর সঙ্গে সহবাস করবে তার উপর ওয়াজিব যে, সে ইংরেজী প্রায় অর্ধ পাউন্ড অথবা এক চতুর্থাংশ পাউন্ড স্বর্ণ সাদাকাহ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
فِيْ الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : «يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ
نِصْفِ دِيْنَارٍ».

১। সহীহ মুসলিম, সহীহ আবূ আওয়ানাহ, সহীহ আবূ দাউদ হাদীস নং ২৫০।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হায়িয অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলেন, সে এক দীনার স্বর্ণ মুদ্রা বা অর্ধ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা সাদাকাহ করবে।(১)

মাসআলাহ ঃ ১৬. স্বামীর জন্য ঋতুবর্তীর সাথে যা বৈধ।

স্বামীর জন্য ঋতুবর্তীর গুপ্তাঙ্গ ব্যতীত সব কিছুর সাথে আনন্দ ভোগ করা বৈধ। এই ক্ষেত্রে বহু হাদীস রয়েছে,

প্রথম হাদীস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

« ... وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ »

তোমরা তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত সব কিছু করো।(২)

১। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ, ত্বরানী আল-মু'জামুল কাবীর (৩/১৪/১ ও ১৪৬/১ ও ১৪৮/২) পৃষ্ঠা এবং ইবনুল আরাবী আল-মু'জাম (১৫/১ ও ৪৯/১) পৃষ্ঠা এবং দারেমী, হাকিম ও বাইহাকী বুখারীর শর্তানুপাতে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী, ইবনু দাকীকুল ঈদ, ইবনু তুরকামানী, ইবনুল কাইউম ও ইবনু হাজার আসকালানী তার সাথে ঐকমত্য হয়েছেন। যেমন আমি সহীহ আবূ দাউদে এর ২৫৬ পৃষ্ঠা বর্ণনা করেছি। আবূ দাউদ (اَلْمَسَائِلُ) এর ২৬ নম্বরে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি যে তার স্ত্রীর সাথে হায়িয অবস্থায় সহবাস করে। তিনি উত্তরে বলেন, এই ক্ষেত্রে আবদুল হামিদ এর হাদীস কতই না সুন্দর! আমি বললাম আপনি সেই মতে অনুসরণ করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ কেবল তাই কাফফারা। আমি বললাম, এক স্বর্ণ মুদ্রা না অর্ধ মুদ্রা। তিনি বললেন, যেমন চাইবে।

আর হাদীসটির আমলের প্রতি সালাফীদের অনেক দলই গিয়েছেন যাদের নাম শাওকানী নাইলুল আওতার (১/২৪৪) পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন ও তাকে মজবুত করেছে।

আমি বলব, সম্ভবত এক দিনার ও অর্ধ দিনার নির্বাচনের ব্যাপারটি সাদকাকারীর স্বচ্ছলতা ও সংকীর্ণতার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে যেমন ঐ ব্যাপারে হাদীসের কতিপয় বর্ণনা স্পষ্ট করেছে। যদিও তার সানাদ দুর্বল হয়। আল্লাহই বেশি জানেন। আর তার উদাহরণ ঐ দুর্বল বর্ণনায় আছে যা হায়িযের অবস্থায় ও পবিত্র হওয়ার পর গোসল করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করার বিধানের মাঝে পার্থক্য করে। আর তার দলীল সামনে আসছে।

২। আনাস আজহারী বলেছেন, আরবী ভাষায় اَلنِّكَاحُ (নিকাহ) এর মূল হচ্ছে اَلْوَطْءُ (সহবাস করা) আর বিবাহকে নিকাহ বলা হয়েছে। কেননা তা বৈধ সহবাসের কারণ লিসানুল আরব আর হাদীসটি ১৪ নম্বর মাসয়ালায় আনাসের উল্লেখিত হাদীসের অংশ।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا، وَقَالَتْ مَرَّةً : يُبَاشِرُهَا».

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতু অবস্থায় থাকত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাহবন্দ বা লুঙ্গী পড়ার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর স্ত্রীর সাথে মিলামিশা করতেন। আয়িশাহ কখনো বলেছেন, তিনি তাকে স্পর্শ করতেন।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ : «كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئاً أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْباً [ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ]»

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঋতুবর্তী সাথে কিছু ইচ্ছা করতেন তখন তার লজ্জাস্থানে কাপড় দিতেন অতঃপর যা ইচ্ছা করতেন।(২)

১। নিহায়াহতে রয়েছে (তিনি মুবাশারা দ্বারা স্পর্শ করা ইচ্ছা করেছেন। আর তার আসল হলো, পুরুষের শরীর মহিলার সঙ্গে ছোঁয়া বা মিলানো। আর কখনো লজ্জাস্থানে ও তার বাইরে সহবাস করার অর্থে আসে।)

আমি বলব, এখানে তা থেকে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য যা প্রকাশ্য। আর এটাই আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন। শাহবা বিনতে কারীম বলেন, আমি আয়িশাকে বললাম, স্বামীর জন্য হায়িয অবস্থায় স্ত্রীর কি কি বৈধ? তিনি বললেন, সহবাস ব্যতীত সবকিছু বৈধ। ইবনু সাঈদ (৮/৪৮৫) পৃষ্ঠা। আর আয়িশাহ (রাঃ) থেকে রোযাদারের ক্ষেত্রে অনুরূপ সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর তার আলোচনা আহাদীসুস সহীহাহ এর প্রথম খণ্ডের (২২০ ও ২২১পৃষ্ঠা) নম্বরে রয়েছে। আর বুখারী, মুসলিম ও আবূ আওয়ানা হাদীসটিকে তাদের সহীহসমূহে ও আবূ দাউদ তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং আবূ দাউদের শব্দবিন্যাস (২৬০) নম্বরে সহীহ সূত্রে রয়েছে।

২। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসকে তার সহীহ (২৬২) নম্বরে বর্ণণা করেছেন। আর বর্ণনা প্রসঙ্গ তারই, মুসলিমের শর্তানুযায়ী তার সানাদ সহীহ এবং ইবনু আব্দিল হাদী তাকে সহীহ বলেছেন আর ইবনু হাজার ও বাইহাকী (১/৩১৪) পৃষ্ঠায় তাকে শক্তিশালী করেছেন। আর অতিরিক্ত তাঁরই।

মাসআলাহ ঃ ১৭. যখন স্ত্রী পবিত্র হবে তখন তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ।

স্ত্রী যখন হায়িয হতে পবিত্র হবে এবং রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে তখন শুধু রক্তের স্থানকে ধৌত করার পর অথবা অযু করার পর অথবা গোসল করার পর তার সঙ্গে সহবাস করা স্বামীর জন্য বৈধ। অর্থাৎ কোন একটি করলেই তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ।(১) পূর্বে উল্লেখিত আল্লাহর বাণীর প্রেক্ষিতে-

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

(তারা যখন পবিত্রতা অর্জন করবে তখন তোমরা তাদের নিকট আগমন করো যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীদেরকে ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন)। (সূরা আল-বাকারাহ ২২২)

১। আর তা ইবনু হাযমের মাযহাব যা স্বীয় গ্রন্থে (১০/৮১) পৃষ্ঠা রয়েছে। তিনি আতা ও কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, যখন ঋতুবর্তী পবিত্রতা লক্ষ্য করবে, তখন সে তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং তার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করবে। আর এটাই আওযায়ীর মাযহাব। যেমন বিদায়াতুল মুজতাহিদে (১/৪৪) পৃষ্ঠা রয়েছে। ইবনু হাযম বলেন, আমি আতা থেকে বর্ণনা করেছি যে, যখন মহিলা পবিত্রতা হওয়া দেখে ও অযু করে তাহলে তার স্বামীর জন্য তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ। এটা আবূ সুলাইমান ও আমাদের সকল সাথীদের কথা। আর যা আতা থেকে উল্লেখ করা হয়েছে তা ইবনু আবী শাইবাহ মুসান্নাফে এর (১/৬৬) পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর ইবনুল মুনজির, মুজাহিদ ও আতা থেকে বর্ণনা করেছে তারা বলেন,

«إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَطِيبَ بِالْمَاءِ، وَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ»

(যদি সে পবিত্রতার লক্ষণ দেখে তাহলে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাতে কোন দোষ নেই। আর তার স্বামী তার সঙ্গে গোসল করার পূর্বে সহবাস করতে পারে) শাওকানী তাকে (১/২০২) পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু কাসীর (১/২৬০) পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

«وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ، أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِشَرْطِهِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ فِيمَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَهُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ عِنْدَهُ: أَنَّهَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ، وَلَا تَفْتَقِرُ إِلَى غُسْلٍ» ===

=== [আর উলামাগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, মহিলার যখন হায়িয বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল করার পূর্বে তার সঙ্গে সহবাস করা বৈধ হবে না। অথবা যদি গোসল ক্ষতি করে তাহলে তায়াম্মুম করে নিবে। কিন্তু আবূ হানিফা (রাঃ) বলেন, যদি হায়িযের রক্ত সীমার বেশি সময়ে বন্ধ হয়, আর তার নিকট সময়সীমা হচ্ছে দশদিন, তাহলে শুধুমাত্র রক্ত বন্ধ হওয়াতে সে হালাল হয়ে যাবে এবং সে গোসলের মুখাপেক্ষী না।]

আমি বলব, উল্লেখিত ঐকমত্য সহীহ নয়। যখন আমি তিন বড় প্রসিদ্ধ তাবিঈ আলেম মুজাহিদ, কাতাদাহ ও আতা থেকে জানতে পারলাম যে, তারা স্ত্রীর সাথে গোসল করার পূর্বে সহবাসের বৈধতার কথা বলেছেন। সুতরাং ঐকমত্য কিভাবে ঠিক হবে অথচ তারা তাদের বিপরীত? আর এ ব্যাপারে জ্ঞানীর জন্য উপদেশ রয়েছে, সে যেন কষ্ট পাওয়ার কারণে দ্রুত কোন বস্তুর প্রতি ঐকমত্যের দাবী না করে। আর তাকে যেন দ্রুত সত্য প্রতিপন্ন না করে। বিশেষ করে যখন তা সুন্নাত বা দলীলে শারঈ এর বিপরীত হবে। অতঃপর ইবনু কাসীর আবূ হানিফা থেকে যা বর্ণনা করেছেন অন্যরাও তার কাছ থেকে প্রতিবাদ স্বরূপ তা বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাযম তার গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

«لَا قَوْلَ أَسْقَطُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ تَحَكُّمٌ بِالْبَاطِلِ بِلَا دَلِيلٍ أَصْلاً، وَلَا نَعْلَمُ أَحَداً قَالَهُ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا بَعْدَهُ إِلَّا مِنْ قَلَّدَهُ»

তার কথার চেয়ে কোন কথা অধিক প্রত্যাখ্যাত নয়। কেননা সে মূলত কোন দলীল ছাড়াই বাতিলের প্রতি ফায়সালা করেছেন। আর আমি আবূ হানিফার পূর্বে ও তার পরে এমন কথা কেউ বলেছেন বলে জানি না।

আর ইমাম কুরতবী (৩/৭৯) পৃষ্ঠা বলেছেন ঃ «وَهٰذَا تَحَكُّمٌ لَا وَجْهَ لَهُ»

(এটা এমন এক ফায়সালা যার কোন দলীল নেই)।

এজন্য জনাব রশীদ রেযা বলেছেন, «وَهُوَ تَفْصِيلٌ غَرِيبٌ» এটা দূর্লভ ব্যাখ্যা।

আর তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের পবিত্র হওয়ার জন্য শর্ত করেছেন যে, তারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আর তা হলো পানি ব্যবহার করা। তা তাদের হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি। সুতরাং এই শর্তকে অথবা ১০দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে তাকে খাস করার মাধ্যমে বাতিল করে দেয়া বৈধ নয়। বরং এটা আবূ হানিফার স্বতন্ত্র রায়। সুতরাং মুতলাক আয়াতের বিরোধিতার কারণে আমাদের তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। যেমন সহীহভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন ঃ

«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ، فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَداً»

(কারও জন্য আমাদের মত গ্রহণ করা বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানতে পারে আমরা তা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি। কেননা আমরা এমন মানুষ আজকে এক কথা বলি এবং আগামীকাল তা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।)

=== সুতরাং তার মত গ্রহণ করা আমাদের জন্য কিভাবে বৈধ হবে অথচ আমরা প্রমাণের সাথে তার মতের বিরোধিতা জানতে পেরেছি?

অতঃপর আপনি জেনে রাখুন, আমাদেরকে ইখতেয়ার বা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, (সে রক্ত ধৌত করবে বা অযু করবে, বা গোসল করবে) কেননা التطهر। এর নাম এই তিনটি বস্তু প্রত্যেকটির উপর পতিত হয়। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেছেন ঃ

«وَالْوُضُوْءُ تَطَهُّرٌ بِلَا خِلَافٍ، وَغَسْلُ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ تَطَهُّرٌ كَذٰلِكَ، وَغَسْلُ جَمِيْعِ الْجَسَدِ تَطَهُّرٌ، فَبِأَيِّ هٰذِهِ الْوُجُوْهِ تَطَهَّرَتِ الَّتِي رَأَتِ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ، فَقَدْ حَلَّ بِهِ لَنَا إِتْيَانُهَا وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ»

(অযু মতভেদ ছাড়াই পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং লজ্জাস্থান পানি দ্বারা বৈধ করাও পবিত্রতা অর্থে ব্যবহার হয় ও সমস্ত শরীর ধৌতকরণ পবিত্রতা অর্থে ব্যবহার হয়। সুতরাং যে কোন মাধ্যমে ঐ মহিলা পবিত্রতা দেখার পর পবিত্র অর্জন করে তাহলে আমাদের জন্য তার সঙ্গে সহবাস করার বৈধ হবে।)

আর দ্বিতীয় অর্থের ন্যায় যা লজ্জাস্থানকে পানি দ্বারা বৈধ করা, সেই অর্থে আল্লাহর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে,

﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ، فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

(অবশ্য সে মাসজিদ যার ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহই পবিত্র লোকদের ভালবাসে।) (সূরা আত-তাওবাহ ১০৮)

নিশ্চয় তা থেকে পায়খানা পবিত্রতা অর্জনকারীদের উদ্দেশ্য। অবশ্য সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীকে বলেন,

«إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُوْرِ، فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هٰذَا الطُّهُوْرُ الَّذِي تَطَهَّرُوْنَ بِهِ؟ قَالُوْا: وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْيَهُوْدِ؛ وَكَانُوْا يَغْسِلُوْنَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ، فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوْا. قَالَ: هُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمْ بِهِ»

নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্রতা অর্জন করার ব্যাপারে তোমাদের উত্তম প্রশংসা করেছেন, তোমাদের মাসজিদের ঘটনার মাধ্যমে। সুতরাং এই পবিত্রতা কি যার দ্বারা তোমরা পবিত্রতা অর্জন করো? তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা জানি না, কিন্তু ইয়াহুদীরা আমাদের প্রতিবেশী তারা পায়খানার সময় তাদের নিতম্বসমূহকে পানি দ্বারা বৈধ করতো। অতঃপর আমরাও ধৌত করি তারা যেমন ধৌত করেছে। তিনি বললেন, এটাই তা, সুতরাং তোমরা তাকে ধরে রাখো) হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

=== আর আয়েশার হাদীসের মধ্যে اَلتَّطَهُّرُ শব্দটি হুবহু এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে নিশ্চয় জনৈক মহিলা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হায়িযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল? অতঃপর তাকে আদেশ করলেন, কিভাবে সে গোসল করবে। তিনি বললেন,

«خُذِيْ فِرْصَةً مِّنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا»

قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟

قَالَ: «تَطَهَّرِيْ بِهَا»!

قَالَتْ: كَيْفَ؟

قَالَ: «سُبْحَانَ اللّٰهِ، تَطَهَّرِيْ»!

فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِيْ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

তুমি সুগন্ধির একটি নেকড়া লও এবং তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। সে বলল, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। আবার সে বলল, কেমন ভাবে? নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ তুমি পবিত্রতা অর্জন কর। অতঃপর আমি তাকে আমার কাছে টেনে নিলাম এবং বললাম, তা রক্তের দাগে লাগাও। বুখারী (১/২২৯-২৩০) ও মুসলিম (১/১৮৯) পৃষ্ঠা এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা আল্লাহর বাণী ঃ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾

কে কেবলমাত্র গোসলের সাথে কোন প্রমাণ তাকে খাস করে না। আয়াতটি মুতলাক বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহারিত, তা পূর্বের তিনটি অর্থকে শামিল করে। সুতরাং পবিত্র অর্জনকারিণী যেটিই গ্রহণ করবে সে তার স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। আর আমি এই বিষয় সম্পর্কে হ্যাঁবোধক বা না বোধকভাবে কোন হাদীস দেখি না কেবল ইবনে আব্বাস এর হাদীস ব্যতীত যা মারফু সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

«إِذَا أَتٰى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ، وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ»

যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে হায়েযের রক্তের সময় সহবাস করে, সে যেন এক দিনার বা এক স্বর্ণ মুদ্রা সাদাকাহ করে। আর যদি গোসলের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় সহবাস করে তাহলে যেন অর্ধ দিনার সাদাকাহ করে)।

কিন্তু হাদীসটি যঈফ। তার মধ্যে আবদুল কারীম বিন আবিল মাখারিক আবূ উমাইয়া রয়েছেন। সে ঐকমত্যভাবে যঈফ। আর যে ব্যক্তি তাকে আবদুল কারীম জাযারী আবূ সাঈদ হুররানী মজবুত রাবী মনে করে সে ভুল করল। যেমন তাকে আমি সহীহ সুনানে আবি দাউদ এর ২৫৮ নম্বরে আলোচনা করেছি। অতঃপর হাদীসটির মাতানে এমন মতানৈক্য আছে যা দলীল গ্রহণ করাতে বাধা দেয়, যদিও তার সানাদ সহীহ হয়। সুতরাং কিভাবে হবে অথচ এটা যঈফ?

মাসআলাহ ঃ ১৮. আযলের বৈধতা।

স্বামীর জন্য বৈধ যে, সে তার বীর্যকে তার স্ত্রী হতে দূরে ফেলবে অর্থাৎ আযল করবে। এই বিষয়ে বহু হাদীস আছে,

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ : «كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا».

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কুরআন অবতীর্ণ অবস্থায় আমরা আযল করতাম) অর্থাৎ আমাদের বীর্যকে সহবাসের সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে ফেলতাম।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় আযল করতাম, অতঃপর এই সংবাদটি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছল তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।(১)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ لِيْ وَلِيْدَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ، وَإِنَّ الْيَهُوْدَ زَعَمُوْا : «أَنَّ الْمَوْءُوْدَةَ الصُّغْرٰى الْعَزْلُ»، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كَذَبَتْ يَهُوْدُ، [كَذَبَتْ يَهُوْدُ]، لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ».

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করল এবং বলল আমার এক

১। বুখারী (৯/২৫০) পৃষ্ঠা, মুসলিম (৪/১৬০) পৃষ্ঠা দ্বিতীয় বর্ণনাটি মুসলিমের। ইমাম নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (৮২/১) পৃষ্ঠা এবং তিরমিযী (২/১৯৩), বাগাবী আলী বিন জা'দ এর হাদীস এর (৮/৭৬/২) পৃষ্ঠা।

দাসী আছে, আর আমি তার সাথে আযল করি, আর পুরুষ যা ইচ্ছা করে আমি তা করি, আর ইয়াহুদীরা ধারণা করে যে, ছোট জীবন্ত দাফনকৃত হল আযল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, আল্লাহ যদি কিছু সৃষ্টি করতে চান তাহলে তুমি তাকে তা হতে বাধা দিতে পারবে না।(২)

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ لِيْ جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ : «اِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ! فَقَالَ : «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল এবং বলল, আমার এক দাসী আছে যে, আমাদের সেবিকা ও আমাদের খেজুর বাগানে পানি দেয়। আর আমি তার সঙ্গে সহবাস করি এবং সে গর্ভবতী হবে এটা আমি অপছন্দ করি। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তুমি ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে আযল কর। কেননা তার ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে তা তার গর্ভে আসবে)। লোকটি কিছুকাল অবস্থান করল। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসল এবং বলল, নিশ্চয় দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (আমি অবশ্যই তোমাকে সংবাদ দিয়েছিলাম যে, সে অচিরেই গর্ভধারণ করবে যা তার ভাগ্যে আছে।)(৩)

২। নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (৮১/১-২) পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ (১/২৩৮ পৃষ্ঠা), ত্বহাবী আল-মুশকিল-এর (২/৩৭১ পৃষ্ঠা), তিরমিযী (২/১৯৩) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৩/৩৩ ও ৫১ ও ৫৩) পৃষ্ঠা সহীহ সনদে।

আর আবূ হুরাইরা এর হাদীস থেকে তার প্রমাণ রয়েছে, যা আবূ ইয়ালা (২৮৪/১) পৃষ্ঠা এবং বায়হাকী (৭/২৩০) পৃষ্ঠা হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন।

৩। মুসলিম (৪/১৬০) পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ (১/৩৩৯) পৃষ্ঠা, বায়হাকী (৭/২২৯) পৃষ্ঠা এবং আহমাদ (৩/৩১২/৩৮৬) পৃষ্ঠা।

মাসআলাহ ঃ ১৯. আযল পরিত্যাগ করা উত্তম।

কিন্তু অনেক কারণে আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম।

১ম ঃ মহিলার আনন্দ ছুটে যাওয়ার কারণে, তার থেকে মহিলাকে কষ্ট দেয়া হয়। আর সে যদি তার উপর মতপোষণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে সামনে যা আসছে তা হবে। আর তা হলো,

২য় ঃ নিশ্চয় আযলে বিবাহ এর কতিপয় উদ্দেশ্য ছুটে যায়। আর তা হলো আমাদের নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের বংশধর বৃদ্ধি করণ। এ ব্যাপারে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ»

তোমরা স্নেহপরায়ণা ও অধিক সন্তান দানকারিণী মহিলাকে বিবাহ করো।[১] কেননা আমি তোমাদের দ্বারা পূর্ববর্তীদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠতা গর্ববোধক করবো।[২]

এজন্য নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোপন হত্যার সাথে গুণ বর্ণনা করেছেন, যখন তারা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। অতঃপর তিনি বললেন,

---

১। আমি তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মাতদের উপর বিজয় লাভ করব। আর এটা স্নেহপরায়ণা ও অধিক সন্তান দানকারিণীকে বিবাহ করার নির্দেশের কারণ। আর দু'টি শর্ত শুধুমাত্র এনেছেন। কেননা স্নেহপরায়ণ যদি অধিক সন্তান দানকারী না হয় তাহলে পুরুষ তার প্রতি উৎসাহিত হবে না। আর অধিক সন্তান দানকারী স্নেহপরায়ণ না হয় তাহলে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। এরূপই ফায়যুল কাদীরে রয়েছে।

২। হাদীস সহীহ। আবূ দাউদ (১/৩২০) পৃষ্ঠা নাসাঈ (২/৭১) পৃষ্ঠা মুহামেলী আল-আমালী এর ২১ নম্বরে মা'কাল বিন ইয়াসের এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম (২/১৬২) পৃষ্ঠা সহীহ বলেছেন। আর যাহাবী ঐকমত্য হয়েছেন, আহমাদ (৩/১৫৮) পৃষ্ঠা, সাঈদ বিন মানসুর, ত্ববরানী আওসাত যেমন যাওয়ায়েদাহ এর ৯১৬২/১) পৃষ্ঠা, বাইহাকী (৭/৮১) পৃষ্ঠা আনাসের হাদীস থেকে, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন (১২২৮), হায়সামী (৪/২৫৮), তার সানাদ হাসান। কিন্তু তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে যেমন আমি তাকে ইরওয়াউল গালীল এর (১৮১১) নম্বরে বর্ণনা করেছি। আর তার শব্দ বিন্যাস (১৬) পৃষ্ঠা চলে গেছে। আর আবূ মুহাম্মাদ বিন মারুফ এর (১৩১/২) পৃষ্ঠা এবং খাতীব তারীখ এর (১২/৩৭৭) পৃষ্ঠা ইবনে উমারের হাদীস থেকে তাকে বর্ণনা করেছেন। আর তার সানাদ উত্তম যেমন সুয়ূতী জামিউল কাবীর এর (৩/১৫১) পৃষ্ঠায় বলেছেন এবং আহমাদের (৬৫৯৮) নম্বরে ইবনু উমারের হাদীস থেকে অনুরূপ আছে। আর তার সানাদ সমর্থক হাদীস থাকায় হাসান।

«ذَٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» এটা হলো গোপন জীবন্ত হত্যা।[১]

১। মুসলিম (৪/১৬১) পৃষ্ঠা এবং ত্বহাবী মুশকিলুল আসার এর (২/৩৭০-৩৭১) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৬/৩৬১ ও ৪৩৪) পৃষ্ঠা, বাইহাকী (৭/২৩১) পৃষ্ঠা সাঈদ বিন আবূ আইউব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবূল আসওয়াদ উরআহ থেকে তিনি আয়িশাহ থেকে এবং তিনি খুযামাহ বিনতে ওয়াহাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

জেনে রাখুন! ইমাম শাওকানী (৬/১৬৯) পৃষ্ঠা কথা নিশ্চয় এই হাদীসটি বর্ণনা করতে সাঈদ বিন আবূ আইউব একক হয়ে গেছে তা বাতিল ধারণা। কেননা হাইওয়াহ বিন শুরাইহ এবং ইয়াহইয়া বিন আইউব তার অনুসরণ করেছেন, ইমাম ত্বহাবীর নিকট এবং ইবনু লাহিয়াহ তার অনুসরণ করেছে যা ইমাম আহমাদের নিকট আছে। তাদের তিনজন আবূল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এজন্য হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে (৯/২৫৪) পৃষ্ঠা বলেছেন (হাদীসটি সহীহ তাতে কোন সন্দেহ নেই।)

আর কতিপয় আলেম ধারণা করেছেন যে, এই হাদীসটি (৫৬) পৃষ্ঠা আবূ সাঈদের উল্লেখিত হাদীসের বিরোধমুখী যা এই শব্দ দ্বারা এসেছে,

وَأَنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْمَوْءُودَةَ الصُّغْرَى الْعَزْلُ، فَقَالَ ﷺ : «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ».

(নিশ্চয় ইয়াহুদীরা ধারণা করে যে, আযল হল ছোট জীবন্ত হত্যা। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, যদি আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তাহলে তুমি তাকে বাধা দিতে পার না।)

আর উক্ত হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, যেমন মুহাক্কিক উলামাগণ তা বর্ণনা করেছেন। আর উভয় হাদীসের সমঝোতা ক্ষেত্রে উত্তম কথা হল ইবনে হাজার (৯/২৫৪) পৃষ্ঠা এর কথা,

(ওলামাগণ ইয়াহুদীদের মিথ্যা কথার জীবন্ত ছোট হত্যার মাঝে ও জাযামার হাদীসের মধ্যে গোপন হত্যার সাব্যস্তর মাঝে একত্রিত করেছে যে, তা প্রকাশ্য হত্যা। কিন্তু তাকে জীবন্ত প্রসাব করার পর নবজাতকে দাফন করার দিক দিয়ে তা ছোট। সুতরাং তা আযল গোপন হত্যার বিপরীত নয়। তাতে বুঝা যায় যে, সেটা মূলত প্রকাশ্য হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার উপর হুকুম সাব্যস্ত হবে না। কেবলমাত্র তাকে উভয়ের সন্তান কর্তনের মধ্যে অংশগ্রহণের দিক দিয়ে জীবন্ত হত্যার মধ্যে করেছে। কেউ বলেছে যে, গোপন হত্যা, বাক্যটি তুলনা দেয়ার ভিত্তিতে এসেছে। কেননা তা গর্ভে আসার পূর্বে জন্মের পদ্ধতিকে কর্তন করা হয়। সুতরাং গর্ভে সন্তান আসার পর হত্যা করার সাথে তাকে তুলনা করা হয়েছে।)

এবং ইবনুল কাইউম তাহযীর (৩/৮৫) পৃষ্ঠা বলেছেন যে, (ইয়াহুদীরা ধারণা করেছে যে, সৃষ্টির কারণে যা সংগঠিত হয়েছে তা দূরীভূত করার দিক দিয়ে আযল জীবন্ত হত্যার

আর এজন্যই নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন যে তাকে ছেড়ে দেয়া উত্তম।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَيْضاً، قَالَ : «ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : وَلِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ؟! وَلَمْ يَقُلْ : فَلاَ يَفْعَلْ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ-فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا. (وَفِيْ رِوَايَةٍ)، فَقَالَ : وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ».

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আযলের আলোচনা করা হল। তিনি বলেন, কেন তা তোমাদের কেউ করে? আর তিনি এ কথা বলেননি তোমাদের কেউ যেন তা না করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন না এ রকম কোন সৃষ্ট আত্মা নাই।

স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং এক্ষেত্রে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ যদি সৃষ্টি করতে চান তাহলে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। আর তাকে গোপন হত্যার সাথে নামকরণের কারণ, পুরুষ সন্তান থেকে পলায়ন করার ভিত্তিতে অর্থাৎ সন্তান নিবে না এজন্য স্ত্রী থেকে বীর্য দূরে ফেলে এবং সন্তান যেন না হয় এর প্রতি প্রত্যাশা করে। সুতরাং তার ইচ্ছা, নিয়্যাত ও তার প্রতি প্রত্যাশা সন্তান জীবন্ত দাফন করে মেরে ফেলার স্থলাভিষিক্ত চলমান। কিন্তু এটা কর্ম ও ইচ্ছার ভিত্তিতে বান্দার স্পষ্ট জীবন্ত হত্যা। আর এটা তার পক্ষ হতে ছোট হত্যা। শুধুমাত্র সে তাকে ইচ্ছা করেছে এবং দৃঢ়ভাবে তার কামনা করেছে তাই তা গোপন হত্যা।

সুতরাং হাদীসের উল্লেখিত তুলনা আযল মাকরুহ হওয়ার তথ্য প্রদান করে। আর তার দ্বারা হারাম হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করা যেমন ইবনে হাযম করেছেন, অবশ্য তারপরে ওলামাগণ বলেছেন যে, তা নিষেধের ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। তাই উপমার ভিত্তিতে গোপন হত্যার সাথে নামকরণ অপরিহার্য করে না যে, তা হারাম। যেমন ফাতহুল বারীতেও রয়েছে। আর ইমাম ইবনু খুযাইমাহ আলী বিন হুজরের হাদীস এর (৩/৩৩) আলা হতে তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (আমি ইবনে আব্বাসকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সে ব্যাপারে কোন ত্রুটি বা পাপ দেখেন না। সানাদ সহীহ।

(অন্য বর্ণনায় আছে) অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি অবশ্যই তা করো, তোমরা কি অবশ্যই তা করো, তোমরা কি অবশ্যই তা করো কিয়ামত পর্যন্ত যে সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করার আছে অবশ্যই তা অস্তিত্ব লাভ করবে।(১)

মাসআলাহ ঃ ২০. উভয়ে বিবাহর দ্বারা কি ইচ্ছা করবে?

উভয়ের জন্য উচিত যে, তারা বিবাহের মাধ্যমে তাদের আত্মাদ্বয়কে পবিত্র রাখা এবং হারাম কাজে পতিত হওয়া থেকে বাঁচার ইচ্ছা করবে। কেননা, তাদের উভয়ের মিলনকে সাদকারূপে লেখা হয়। আবূ যার এর হাদীস তার প্রমাণ-

---

১। মুসলিম (৪/১৫৮ ও ১৫৯) পৃঃ দু' বর্ণনাসহ, নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (৮২/১) পৃঃ, ইবনু মানদাহ আত-তাওহীদ (৬০/২) পৃঃ প্রথম বর্ণনাটি দ্বারা এবং বুখারী (৯/২৫১/২৫২) পৃঃ দ্বিতীয় বর্ণনাটির সহিত বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার প্রথম বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেছেন (তিনি এক্ষেত্রে নিষেধকে তাদের জন্য অস্পষ্ট করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন। বরং তিনি ইশারা করেছেন যে, উত্তম হল তাকে পরিত্যাগ করা। কেননা আযল করা হয় সন্তানাদি উপস্থিতির ভয়ে। তাই তার মধ্যে কোন উপকার নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি সন্তান সৃষ্টির ভাগ্যে লিখে রাখেন তাহলে আযল তাকে বাধা দিতে পারবে না। কখন বীর্য আগে প্রবেশ করে ফেলে অথচ আযলকারী জানে না। সুতরাং রক্তপিণ্ড অর্জিত হয় এবং তার সাথে সন্তান মিলিত হয়। আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

আমি বলবো, এই ইশারা কেবলমাত্র সেই যুগের পরিচিত আযলের ক্ষেত্রে। কিন্তু আজকের দিনে, অবশ্য এমন কিছু মাধ্যম পাওয়া গেছে যার সাহায্যে স্বামী, স্ত্রী থেকে নিশ্চিত বীর্য বিরত রাখে, যেমন এই যুগে اَلْمَوَاسِيْرُ বাধা এবং কনডম নামে নাম রাখা হয়েছে যা সহবাসের সময় লিঙ্গের উপর রাখা হয় এবং অন্যান্য পদ্ধতি। সুতরাং তার উপর ও তার হুবহুর উপর এই হাদীস পরে না। বরং পূর্বের দু' বিষয়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে পতিত হয়। বিশেষ করে তার মধ্যে থেকে দ্বিতীয়টি সুতরাং আপনি চিন্তা করুন।

মোট কথা তা আমার নিকট ঐ সময় মাকরুহ যখন উক্ত দু' বিষয়ের বা একটির সাথে কাফেরদের আযল করার উদ্দেশ্যের কোন বিষয় মিলিত হবে না। যেমন বেশি সন্তানের কারণে দরিদ্রতার ভয়, তাদের লালন-পালনের কষ্টের ভয়। সুতরাং এই অবস্থায় মাকরুহ হারামের স্থানে উঠে যাবে। আযলকারীর নিয়্যাতের দিক দিয়ে ঐ সমস্ত কাফিরদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কারণে যারা তাদের সন্তানদের অভাব-অনটনে ভয়ে হত্যা করত, যেমন তা পরিচিতি। কিন্তু এর বিপরীত যদি মহিলা অসুস্থ হয়, চিকিৎসক ভয় করছে যে, তার রোগ গর্ভ ধারণের কারণে বেশি হয়ে যাবে। সে সময় তার জন্য অস্থায়ীভাবে প্রতিরোধক গ্রহণ করা বৈধ। আর যদি তার রোগ এমন মারাত্মক হয় যে, তার কারণে মৃতের ভয় হয় তাহলে এ সময় কেবলমাত্র বৈধ। বরং তার জীবন রক্ষার জন্য (اَلْمَوَاسِيْرُ) বাধা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহই বেশি জানেন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : «أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، [وَبِكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ]، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ! قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟! قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ؟ [قَالُوْا : بَلٰى، قَالَ :] فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ [فِيْهَا] أَجْرٌ، [وَذَكَرَ أَشْيَاءَ : صَدَقَةٌ، صَدَقَةٌ، ثُمَّ قَالَ : وَيُجْزِئُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحٰى]».

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের কতিপয় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! সম্পদশালীরা সমস্ত নেকী নিয়ে গেছে। তারা সলাত পড়ে আমরা যেমন পড়ি এবং আমরা যেমন রোযা করি তারাও তেমনি রোযা করে এবং তারা অতিরিক্ত মাল দ্বারা সাদাকাহ করে। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের জন্য এমন কিছু করেননি যা দ্বারা তোমরা সাদাকাহ করবে? নিশ্চয় প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ)-তে সাদাকাহ রয়েছে, প্রত্যেক তাকবীরে (আল্লাহু আকবার) এ সাদাকাহ রয়েছে, প্রত্যেক তাহলীলে সাদাকাহ রয়েছে এবং প্রত্যেক হাম্‌দে (আল-হামদুলিল্লাহ) সাদাকাহ রয়েছে, সৎকাজের আদেশ সাদাকাহ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধে সাদাকাহ এবং তোমাদের প্রত্যেকের যৌনাঙ্গে সাদাকাহ রয়েছে। তারা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ তার মনষ্কামনা পূরণ করবে আর এজন্য কি তার নেকী হবে? নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করোনি

যদি সে তা হারাম কাজে ব্যবহার করত তাহলে কি তার গুনাহ হত না? তাঁরা বললো ঃ হ্যাঁ। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অনুরূপ সে যদি তা হালাল কাজে ব্যবহার করে তাহলে তার নেকী হবে। তিনি আরও বহু জিনিসের সাদাকাহর কথা উল্লেখ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আর এ সমস্ত থেকে দু'রাক'আত সলাতুয যুহা আদায়ে সওয়াব বেশী পাওয়া যাবে।(১)

মাসআলাহ ঃ ২১. বাসর রাতের সকালে কি করবে?

বাসর রাতের সকালে তার জন্য মুস্তাহাব হল যে, সে তার ঐ সকল আত্মীয়-স্বজনদের নিকট আসবে যা তার বাড়ীতে এসেছে এবং তাদেরকে সালাম দিবে এবং তাদের জন্য দু'আ করবে। আর তাদের সাথে যেন আদর্শের সহিত সাক্ষাৎ করবে। আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে ঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذْ بَنٰى بِزَيْنَبَ، فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزاً وَلَحْماً، ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ، وَدَعَا لَهُنَّ، وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ وَدَعَوْنَ لَهُ، فَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ صَبِيْحَةَ بِنَائِهِ».

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, যায়নাবের সাথে যেদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর করলেন সেদিন ওলীমাহ করলেন। মুসলমানদের তিনি রুটি ও গোশ্‌ত পরিতৃপ্ত সহকারে খাওয়ালেন। অতঃপর উম্মাতুল মু'মিনদের নিকট গেলেন এবং সালাম দিলেন আর তাদের জন্য দু'আ

১। মুসলিম (৩/৮২) পৃষ্ঠা বর্ণনা প্রসঙ্গ তারই, ইমাম নাসাঈ ইশরাতুন-নিসা (৭৮/২) পৃষ্ঠা এবং আহমাদ (৫/১৬৭, ১৬৮ ও ১৭৮) পৃষ্ঠা অতিরিক্ত সমস্তই তার বর্ণনা থেকে, আর ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সানাদ সহীহ। শেষাংশ ইমাম নাসাঈর।

আল্লামা সুয়ূতী ইযকারুল আযকারে বলেছেন ঃ আর হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সহবাস করা সাদাকাহ, যদিও সে কিছু ইচ্ছা না করে।

আমি বলব ঃ সম্ভবত এটা প্রত্যেক সহবাসের সময়। নতুবা আমি যা ধারণ করি যে, বিবাহ সংগঠিত হওয়ার সময় অবশ্যই নিয়্যাতের প্রয়োজন যা আমি উচুঁতে অর্থাৎ পূর্বে উল্লেখ করেছি। আল্লাহই বেশি জানেন।

করলেন। আর তাঁরাও তাঁকে সালাম দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তিনি তা বাসর রাতের সকালে করতেন।(২)

মাসআলাহ ঃ ২২. বাড়ীর মধ্যে গোসলখানা গ্রহণ করা ওয়াজিব।

উভয়ের উপর ওয়াজিব যে, তারা বাড়ীর মধ্যে গোসলখানা গ্রহণ করবে। আর বাজারের হাম্মামে স্ত্রীকে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে না। কেননা, এটা হারাম। এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে ঃ

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ».

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে হাম্মাম বা গোসলখানায় প্রবেশ না করায় এবং যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে তার স্ত্রীকে যেন লুঙ্গী ব্যতীত হাম্মামে প্রবেশ না করায় এবং যে আল্লাহ পরকালের প্রতি বিশ্বাসী সে যেন এমন দস্তরখানায় না বসে যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।(৩)

২। ইবনু সা'দ (৮/১০৭) পৃষ্ঠা এবং ইমাম নাসায়ী ওলীমাহ এর (৬৬/২) পৃষ্ঠা। সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।

৩। হাকিম (৪/২৮৮) পৃষ্ঠা আর শব্দ বিন্যাস তারই, তিরমিযী, নাসায়ীর কিছু অংশ, আহমাদ (৩/৩৩৯) পৃষ্ঠা এবং জুরজানী (১৫০ পৃষ্ঠা) আবুয যুবাইর হতে, তিনি জাবির হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন ঃ

মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য হয়েছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ হাসান হাদীস। আর তার অনেক প্রমাণাদি রয়েছে যা তারগীবুত তারহীবে দেখবেন ১/৮৯-৯১ পৃষ্ঠা, ত্ববরানী আওসাত এর (১০-১১ পৃষ্ঠা) এবং বাগেনদী মুসনাদে উমার ১৩ পৃষ্ঠা ও ইবনু আসাকীর (৪/৩০৩/২) পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ : خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَلَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ : مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ».

উম্মে দারদা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হাম্মাম বা গোসলখানা থেকে বের হলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন ঃ কোথা থেকে এসেছ হে উম্মে দারদা? তিনি বললেন ঃ হাম্মাম থেকে। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। এমন কোন মহিলা নেই যে আপন বাড়ী ব্যতীত অন্যের বাড়ীতে তার পোশাক খুলবে, কিন্তু সে আল্লাহ ও তার মধ্যেকার সমস্ত পর্দাকে বিনষ্ট করে ফেলে।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ قَالَ : دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُوْرَةِ الَّتِيْ تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَ؟ قُلْنَ : نَعَمْ، قَالَتْ : أَمَا إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى».

১। মুসনাদে আহমাদ (৬/৩৬১-৩৬২) পৃষ্ঠা এবং দুলাবী তাঁর দু'সানাদে (২/১৩৪) পৃষ্ঠা। একটি সানাদ সহীহ। আল্লামা মুনযেরী তাকে মজবুত করেছেন। এ হাদীসে প্রমাণ করে যে, হিজাজ নগরসমূহে হাম্মাম পরিচিত ছিল। আর কতিপয় হাদীসে যা এসেছে ঃ অচিরেই তোমাদের জন্য অনারবদের দেশসমূহ বিজীত হবে। আর তার মধ্যে এমন কতগুলো ঘর পাবে যাকে হাম্মাম বলা হয়। এর সানাদ সহীহ নয়। যেমন তাখরীজুল হালাল ওয়াল হারাম এর (১৯২) পৃষ্ঠা। যা প্রমাণ করে যে, তা নিষেধের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়, সুতরাং আপনি চিন্তা করুন।

আবুল মালীহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ শামবাসীদের কতিপয় মহিলা আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর আয়িশাহ (রাঃ) বললেন ঃ তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা বলল ঃ শাম এলাকা থেকে। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তোমরা আল-কূরাহ শহরের, যার মহিলারা হাম্মামে প্রবেশ করে? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ঃ এমন কোন মহিলা যে তার পোশাককে অন্যের বাড়ীতে খুলে সে আল্লাহ ও তার মাঝে যা আছে তাকে ছিড়ে ফেলে।(২)

মাসআলাহ ঃ ২৩. উপভোগের গোপনসমূহ ফাঁস করা হারাম।

সহবাস সম্পর্কীয় সমস্ত গোপনসমূহ ফাঁস করা উভয়ের উপর হারাম। এ সম্পর্কে দু'টি হাদীস ঃ

প্রথম হাদীস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

«إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتَفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»

কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঐ ব্যক্তি ও ঐ মহিলা খারাপ, যারা উভয়ে মেলামেশা করে, অতঃপর মানুষের নিকট তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে।(৩)

২। আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, ত্বয়ালেসী, আহমাদ এবং ইবনুল আরাবী মু'জাম এর (৭১/১), হাকিম (৪/২৮৮), বাগাবী শরহুস সুন্নাহ (৩/২১৬/২) পৃষ্ঠা, বাগাবী ও তিরমিযী তাকে হাসান বলেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য হয়েছেন। তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। শব্দ বিন্যাস আবূ দাউদের (২/১৭০) পৃষ্ঠা। আর এ হাদীসে ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে দলীল রয়েছে যে ব্যক্তি বলেন ঃ হাম্মাম সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই। যেমন ইবনুল কাইউম যাদুল মা'আদ এর (১/৬২) পৃষ্ঠা। আর তারা এ ব্যাপারে কতিপয় দুর্বল হাদীসের সূত্রের উপর ভরসা করে এবং অন্য সূত্রের খোঁজ করা ছাড়াই আলোচনা করেন।

৩। ইবনু আবী শাইবাহ (৭/৬৭/১) পৃষ্ঠা, তার সূত্রে ধরে ইমাম মুসলিম (৪/১৫৭) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৩/৬৯) পৃষ্ঠা, আবূ নাঈম (১০/২৩৬-২৩৭) পৃষ্ঠা, ইবনুস সুন্নী ৯৬০৮ নম্বরে এবং বাইহাকী (৭/১৯৩-১৯৪) পৃষ্ঠা আবূ সাঈদের হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُوْدٌ، فَقَالَ : «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُوْلُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا؟! فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ : إِيْ وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُوْنَ. قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوْا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِيْ طَرِيْقٍ، فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ».

আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলেন এবং পুরুষ ও মহিলারা বসা অবস্থায় ছিল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবত পুরুষ স্ত্রীর সাথে যা করে অপরকে বলে দেয় এবং স্ত্রী, স্বামীর সাথে যা করে তা বলে দেয়?

অতঃপর সবাই চুপ থাকলো, উত্তর দিল না। আমি বললাম ঃ আল্লাহর শপথ, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় মহিলা ও পুরুষগণ অবশ্যই তা করে। তিনি বললেন ঃ সুতরাং তোমরা এরূপ কখনোই করবে না। কেননা, তা সেই

অতঃপর আমি সংশোধন করে বলব ঃ এই হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হওয়া শর্তেও সানাদের দিক দিয়ে যঈফ। কেননা, তার মধ্যে উমার বিন হামজা উমারী রয়েছে সে দুর্বল, যেমন তাকরীবে এবং যাহাবী মীযানে বলেছেন ঃ তাকে ইয়াহইয়া বিন মাঈন এবং নাসায়ী যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ (তার সমস্ত হাদীস মুনকার)।

অতঃপর ইমাম যাহাবী তার এ হাদীসটি নিয়ে এসে বলেছেন ঃ এটা উমারের মুনকার হাদীসসমূহের একটি। আমি বলব ঃ ইমামগণের এ মতামত থেকে এটাই রেজাল্ট হচ্ছে যে, হাদীসটি দুর্বল, সহীহ নয়। আল্লামা ইবনুল কাত্তান মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। যেমন আলফাইযে বলেছেন ঃ আর রাবী উমারকে ইবনু মুঈন যঈফ বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ তার সমস্ত হাদীসকে মুনকার বলেছেন। কিন্তু তার হাদীস হাসান, সহীহ নয়। আমি বলব ঃ তিনি (ইবনুল কাত্তান) নিজে উমারের দুর্বল হওয়া বর্ণনা করা সত্ত্বেও কিভাবে তাকে হাসান বললেন, আমি তা জানি না। সম্ভবত সে তা আস্‌সহীহ এর প্রভাবের কারণে গ্রহণ করেছেন। আমি এ যাবৎ এমন কিছু পায়নি যার সাহায্যে এ হাদীসটি গ্রহণ করব। কিন্তু সামনের হাদীস তার বিপরীত। আর আল্লাহ তা'আলা বেশি জানেন।

পুরুষ শাইতনের ন্যায় যে মহিলা শাইতনের সাথে রাস্তায় সাক্ষাৎ করল। অতঃপর তার সাথে সহবাস করল এমতাবস্থায় যে, মানুষেরা তা দেখছে।(১)

মাসআলাহ ঃ ২৪. ওলিমাহ বা বিবাহ উপলক্ষে খাবার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।

অবশ্যই সহবাসের পর ওলিমাহ করতে হবে। আব্দুর রহমান বিন আওফকে ওলিমার ক্ষেত্রে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের কারণে, যা সামনে আসছে এবং বুরাইদাহ বিন হুসাইব-এর হাদীসের বাস্তব দলীল।

عَنْ بُرَيْدَةَ ابْنِ الْحُصَيْبِ، قَالَ: لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ (وَفِي رِوَايَةٍ لِلْعَرُوسِ) مِنْ وَلِيمَةٍ».

قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْشٌ، وَقَالَ فُلَانٌ: عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ. وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: «وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَصْوُعاً ذُرَةٍ».

বুরাইদাহ বিন হুসাইব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী (রাঃ) যখন ফাতিমাহ (রাঃ)-কে বিবাহের পায়গাম পাঠালেন। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "অবশ্যই নববধুর জন্য ওলিমা হতে হবে"। রাবী বলেন ঃ সা'দ বললেন, আমার একটি মেষ বা ভেড়া আছে, অমুক

১। মুসনাদে ইমাম আহমাদ, আবূ শাইবার নিকট আবূ হুরাইরার হাদীস এর সমর্থক, আবু দাউদ (১/৩৩৯) পৃষ্ঠা, বাইহাকী, ইবনুস সুন্নীর (২০৯) নম্বর, তার দ্বিতীয় প্রমাণ রয়েছে যাকে বায্যার আবূ সাঈদ থেকে (১৪৫০) নম্বরে বর্ণনা করেছেন এবং তার তৃতীয় প্রমাণ সালমান থেকে আল-হিলিয়্যাহ এর (১/১৮৬) পৃষ্ঠা রয়েছে। সুতরাং এ সকল প্রমাণাদি দ্বারা হাদীসটি সহীহ অথবা কমপক্ষে হাসান।

ব্যক্তি বলল ঃ আমার ভুট্টার অমুক অমুক বস্তু আছে। অন্য বর্ণনায় আছে- আনসারদের ভুট্টার পিশা ছাতু তার ওলীমার জন্য একত্র করলেন।(১)

মাসআলাহ ঃ ২৫. ওলীমার সুন্নাত বিষয়াদি।

উচিত হবে যে, তার মধ্যে কিছু বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি রাখা।

প্রথম বিষয় ঃ মেলামেশার পর তিনদিন পর্যন্ত ওলীমাহ স্থায়ী থাকবে। কেননা, এটা আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «بَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالاً عَلَى الطَّعَامِ».

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলেন। অতঃপর আমাকে সাহাবাদের নিকট প্রেরণ করলেন। আমি কতিপয় সাহাবীকে ওলীমাহ খাদ্যের জন্য দাওয়াত দিলাম।(২)

আনাস তার থেকে আরও বর্ণিত আছে ঃ

وَعَنْهُ قَالَ: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

১। মুসনাদে ইমাম আহমাদ (৫/৩৫৯) পৃষ্ঠা, ত্ববরানী (১/১১২/১) পৃষ্ঠা, ইমাম ত্বহাবী মুশকিলুল আসার এর (৪/১৪৪-১৪৫) পৃষ্ঠা, ইবনু আসাকির (১২/৮৮/২ ও ১৫/১২৪/২) পৃষ্ঠা তা পূর্ণরূপে (১৭৩-১৭৪) পৃষ্ঠা আসছে। তার সানাদে কোন অসুবিধা নেই। যেমন হাফিয ফাতহুল বারী এর (৯/১৮৮) পৃষ্ঠা বলেছেন। আর তার রাবীগণ মজবুত, ইমাম মুসলিমের রাবী। কিন্তু আবদুল কারীম বিন সালীত, তার থেকে অনেক মজবুত রাবী বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বান আসসিকাত এর (২/১৮৩) পৃষ্ঠা নিয়ে এসেছেন। ইবনু হাজার তাকরীবে বলেন ঃ সে মাকবুল।

২। বুখারী (৯/১৮৯-১৯৪) পৃষ্ঠা, বাইহাকী (৭/২৬০) পৃষ্ঠা, অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন। আর শব্দ বিন্যাস বাইহাকীর।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ তার মোহর নির্ধারণ করলেন এবং তিনদিন ওলীমাহ খাওয়ালেন।(১)

দ্বিতীয় বিষয় ঃ ওলীমাহর জন্য সৎ ব্যক্তিদের যেন দাওয়াত দেয়া হয়। চাই তারা গরীব হোক বা ধনী হোক। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর ভিত্তিতে–

«لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»

তুমি শুধুমাত্র মু'মিন ব্যক্তির সাথী হবে, আর শুধুমাত্র আল্লাহভীরু তোমার খাদ্য খাবে।(২)

তৃতীয় বিষয় ঃ একটি ছাগল বা তার বেশি ছাগল দ্বারা ওলীমাহ দিবে যদি সক্ষমতা হয়। এর প্রমাণ নিম্নের হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَآخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِيِّ [فَانْطَلَقَ بِهِ سَعْدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَا]، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيْ أَخِيْ! أَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ) مَالاً، فَانْظُرْ شَطْرَ مَالِيْ فَخُذْهُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : هَلُمَّ إِلَى حَدِيْقَتِيْ أُشَاطِرُكَهَا)، وَتَحْتِيْ امْرَأَتَانِ [وَأَنْتَ أَخِيْ فِي اللّٰهِ، لَا امْرَأَةَ لَكَ]، فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَعْجَبُ إِلَيْكَ [فَسَمِّهَا لِيْ]

১। আবূ ইয়ালা তাকে হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন। যেমন ফাতহুল বারী এর (৯/১৯৯) পৃষ্ঠা। আর তা (صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ) এর (৭/৩৮৭) পৃষ্ঠা অর্থ সহকারে আছে এবং ২৬ নং মাসআলাতে কিছুক্ষণ পরেই তার শব্দ আসবে।

২। আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং হাকিম (৪/১২৮) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৩/৩৮) পৃষ্ঠা, আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীস থেকে তাকে বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম বলেছেন ঃ সানাদ সহীহ। আর ইমাম যাহাবী তার সঙ্গে ঐকমত্য হয়েছেন।

حَتَّى أُطَلِّقَهَا [لَكَ] [فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا]، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : [لَا وَاللّٰهِ]، بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ، فَدَلُّوْهُ عَلَى السُّوْقِ، فَذَهَبَ، فَاشْتَرَى وَبَاعَ، وَرَبِحَ، [ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ] فَجَاءَ بِشَيْءٍ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ [قَدْ أَفْضَلَهُ] [فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ]، ثُمَّ لَبِثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَلْبَثَ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَضَرٌ مِنْ خَلُوْقٍ)، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْيَمْ؟ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً [مِنَ الْأَنْصَارِ]، فَقَالَ : مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ، قَالَ : [فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ] أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، [فَأَجَازَ ذٰلِكَ]. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَراً لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيْبَ [تَحْتَهُ] [ذَهَباً أَوْ فِضَّةً]، [قَالَ أَنَسٌ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْ نِّسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِيْنَارٍ]».

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আব্দুর রহমান বিন আওফ মদিনায় আগমন করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মধ্যে এবং সা'দ বিন রাবী আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। সা'দ তাঁকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন এবং খানা নিয়ে ডাকলেন এবং তাঁরা উভয়ে খাইলেন। সা'দ তাকে বললেন ঃ হে আমার ভাই! আমি মদিনার এক বড় ধনী। অন্য বর্ণনায় আছে, আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। সুতরাং আমার অর্ধেক মাল দেখ এবং তা নিয়ে নাও। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার বাগানে এস আমি তোমাকে তার অর্ধেক দিয়ে দিব। আমার দু' স্ত্রী আছে, আর তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় আমার দীনী ভাই, তোমার কোন স্ত্রী নেই। সুতরাং তুমি লক্ষ্য কর কোন স্ত্রী তোমার কাছে প্রিয়, তার নাম আমার কাছে বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। অতঃপর তার যখন ইদ্দত শেষ হবে তখন তুমি তাকে বিবাহ করবে। অতঃপর আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন ঃ কখনো না আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দিন, তুমি আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও।

অতঃপর সে তাকে বাজার দেখিয়ে দিল। সে বাজারে গেল এবং ক্রয় বিক্রয় করল এবং লাভবান হল। অতঃপর পরের দিন বাজারে গেল এবং কিছু পনির ও ঘি নিয়ে আসল যা বিক্রয়ের পর অতিরিক্ত হয়েছে এবং বাড়ীর মালিকের নিকট তা নিয়ে আসল। এভাবে সে কিছুদিন অবস্থান করল। অতঃপর সে একদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁর কাপড়ে জাফরানের দাগ সহকারে আসল। অন্য বর্ণনায় আছে, এক জাতীয় সুগন্ধী খালুকের দাগ নিয়ে আসল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, কি ব্যাপার তোমার কাছে এটা কি দেখছি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আনসারী এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কি মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, আঁটি পরিমাণ সোনা।(১) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি বরকত দান করুন। ওলীমাহ দাও যদিও একটি ছাগল হয়। তিনি তা অনুমতি দিলে আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, অবশ্য আমাকে লক্ষ্য করেছি আমি যদি পাথরও উঠাতাম তাহলেই সোনা ও রূপা পাওয়ার আশা করতাম। আনাস বলেন, আমি তাঁর মৃত্যুর পর দেখেছি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক লক্ষ দিনার করে বণ্টন করা হয়েছিল।(২)

১। ইবনুল আসীর (রাঃ) আন-নিহায়্যাতে বলেন ঃ (পাঁচ দিরহামের নাম হচ্ছে নাওয়াত বা (বিচী)। আল্লামা আযহারী বলেছেন, হাদীসের শব্দে বুঝা যাচ্ছে যে, সে পাঁচ দিরহাম যা সোনার মূল্যে মহিলাকে বিবাহ করেছেন। কেননা তিনি বলেছেন এক বীচি পরিমাণ সোনা। আর এই মতের অনুরূপ অধিকাংশ ওলামাহ থেকে হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারী এর (৯/১৯২) পৃঃ বর্ণনা করেছে।

(সর্তকীকরণ) আনাস হতে বর্ণিত হাদীসের কিছু সূত্রে এসেছে নাওয়াত এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এক দিনারের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ করেছি। ইমাম ত্ববরানী আওসাত (১/১৩১/২) পৃঃ।

২। বুখারী (৪/২৩২ ও ৯/৯৫ ও ১৯০/১৯২), নাসাঈ (২/৯৩), ইবনু সাদ (৩/২/৭৭), বাইহাকী (৭/২৫৮), আহমাদ (৩/১৬৫/১৯০/২০৪/২২৬/২৭১) পৃঃ, আবুল হাসান আত তুসীর মুখতাছার ১/১১০/১ উভয়ের ধারাবাহিকতা এবং উভয়ের সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং উভয়ের কিছু অতিরিক্ত রয়েছে। এ সমস্ত সাথে অন্য বর্ণনাসমূহ বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনু সা'দের। মুসলিম ৪/১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১/৩২৯, তিরমিযী ২/১৭২-১৭৩ এবং তিনি সহীহ বলেছেন। দারেমী ৩/১০৪ ও ১৪৩, ইবনে মাজাহ ১/৫৮৯-৫৯০, মালিক ২/৭৬-৭৭, তাহাবীর মুশকিল ৪/১৪৫, ইবনু জারুদের মুনতাকা ৭১৫, তয়ালিসী ১/৩০৬ সংক্ষিপ্তভাবে সা'দ এর সাথে আব্দুর রহমানের ঘটনা ব্যতীত। আমি আনাস (রাঃ) হতে চার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছি এবং তার শাহেদ (সাক্ষ্য) হাদীস আব্দুর রহমান হতে আমার কিতাব ইরওয়াউল গালীলে ১৯৮ নম্বরে উল্লেখ করেছি।

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً : «مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلٰى امْرَأَةٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، [قَالَ : أَطْعَمَهُمْ خُبْزاً وَلَحْماً حَتّٰى تَرَكُوْهُ]».

আনাস (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাবের জন্য যা ওলীমাহ করেছেন আমি তাঁর স্ত্রীদের কোন স্ত্রীর ওলীমাহ হতে তা করতে দেখিনি। তিনি একটি বকরী যাবাহ করলেন এবং তাঁদেরকে রুটি গোস্ত খাওয়ালেন এমনকি তাঁরা তাঁকে ছেড়ে গেলেন।(১)

মাসআলাহ ঃ ২৬. গোস্ত ছাড়াই ওলীমাহ করা জায়িয।

যে কোন সাধারণ খাদ্য দ্বারা ওলীমাহ অনুষ্ঠান পালন করা জায়িয আছে। যদিও তাতে গোস্তের কোন ব্যবস্থা না থাকে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلٰى وَلِيْمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسَطْتُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَحَصَتُّ الْأَرْضَ أَفَاحِيْصَ، وَجِيْءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوَضَعْتُ فِيْهَا)، فَأَلْقِي عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ [فَشَبِعَ النَّاسُ]».

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "মাদীনাহ ও খাইবারের মাঝখানে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন অবস্থান করলেন, তখন তাঁর জন্য বিবি সফীয়াকে দিয়ে বাসর ঘর তৈরী করা হয়েছিল। আমি মুসলমানদেরকে তাঁর ওলীমাহতে দাওয়াত দিলাম। সে ওলীমাহতে রুটি এবং গোস্ত ছিল না। চামড়ার দস্তখানে যা জমা করতে বলেছিলেন তা ব্যতীত। তা

১। বুখারী ৭/১৯২, মুসলিম ৪/১৪৯ শব্দ তার বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে। আবূ দাউদ ২/১৩৭, ইবনু মাজাহ ১/৫৯০, আহমাদ ৩ / ৯৮ / ৯৯/ ১০৫ / ১৬৩ / ১৭২ / ১৯৫ / ২০০ / ২২৭ / ২৩৬ / ২৪১ / ২৪৬ / ২৬৩ তার বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে।

আমি বিছিয়ে ছিলাম। (অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি একটু সমতল জায়গা খুঁজলাম, একটি চামড়ার দস্তরখান আনা হল আর তা আমি সে সমতল ভূমিতে রাখলাম, লোকজন তাতে খেজুর, পনির, ঘি নিক্ষেপ করল (অতঃপর মানুষ তৃপ্তি করে খেল)।(১)

মাসআলাহ ঃ ২৭. ধনীদের নিজস্ব মাল দ্বারা ওলীমাতে শরীক হওয়া।

ওলীমাহ অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য লোকেরা তাদের মাল দ্বারা শরীক হওয়া মুস্তাহাব। সফীয়ার সাথে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহের ঘটনা সংক্রান্ত আনাসের হাদীস দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়,

عَنْ أَنَسٍ فِيْ قِصَّةِ زَوَاجِهِ ﷺ بِصَفِيَّةَ قَالَ : «حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوْساً، فَقَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيْءْ بِهِ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ)، قَالَ : وَبَسَطَ نِطْعاً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوْا حَيْساً [فَجَعَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ الْحَيْسِ، وَيَشْرَبُوْنَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ]، فَكَانَتْ وَلِيْمَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ».

আনাস (রাঃ) হতে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী সফীয়াহ এর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন তিনি রাস্তায় ছিলেন সফীয়াহকে তার জন্য উম্মে সুলাইম প্রস্তুত করলেন অর্থাৎ সাজালেন এবং তাঁকে রাতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর ঘরেই সকাল

১। বুখারী (৭/৩৮৭) বর্ণনা প্রসঙ্গও তাঁর, মুসলিম (৪/১৪৭), বাইহাকী (৪/১৪৮), নাসাঈ (২/৯৩), আহমাদ (৩/২৫৯,২৬৪) এবং মুসনাদে আহমাদে আরও বর্ধিত আকারে অপর একটি বর্ণনা আছে।

করলেন। এরপর তিনি বললেন, যার কাছে কিছু খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অপর বর্ণনায় আছে যার কাছে অতিরিক্ত খাবার আছে সে যেন তা আমাদের নিকট নিয়ে আসে। আনাস বলেন, তিনি একটি দস্তরখানা বিছালেন। তখন কোন লোকজন পনির নিয়ে আসল, কোন লোক খেজুর নিয়ে আসল, আবার কোন লোক ঘি নিয়ে আসল। সব দিয়ে তারা হাইস তৈরী করল।(১) (তারা সে হাইস খেতে লাগল এবং তাদের পাশের বৃষ্টির পানি হাউজ থেকে পান করতে লাগলেন) আর এটাই ছিল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমাহ।(২)

মাসআলাহ ঃ ২৮. শুধু ধনীদেরকে ওলীমায় দাওয়াত দেয়া হারাম।

গরীব মানুষ বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে ওলীমায় দাওয়াত দেয়া নাজায়িয। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হলো ঃ

«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُهَا الْمَسَاكِيْنَ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ»

"খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওলীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। এবং তাতে দরিদ্রদেরকে বাধা দেয়া হয়। আর ওলীমার দাওয়াত যে কবুল করল না সে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধিতা করল।"(৩)

১। খেজুর পনির ও ঘি মিশিয়ে যে খাবার তৈরী করা হত তার নাম হাইস।

২। বুখারী ও মুসলিম, আহমাদ (৩/১০৩, ১৯৫), ইবনু সা'দ (৮/১২২, ১২৩), বাইহাকী (৭/২৫৯) বর্ণনা প্রসঙ্গত তার এবং বর্ধিত আকারে মুসলিম (৪/১৪৮)-তে রয়েছে।

৩। মুসলিম (৪/১৫৪), বাইহাকী (৭/২৬২), আবূ হুরাইরাহ হতে মারফু সূত্রে। আর তা বুখারী (৯/২০১)-তে মাওকুফভাবে। এটা মারফুর হুকুমে আছে যেমন ইবনে হাজার বুখারী ব্যাখ্যাতে বর্ণনা করেছেন তিনি শুধু ধনীদেরকে ওলীমায় দাওয়াত দেয়ায় ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মোট কথা ওলীমাহ খাবার স্থানে দাওয়াত দানকারী যদি সাধারণভাবে সকলকে দাওয়াত দেয় তাহলে তা নিকৃষ্ট খাবার হবে না ।

মাসআলাহ ঃ ২৯. ওলীমাহর দাওয়াতে যাওয়া ওয়াজিব।

যাকে ওলীমাতে দাওয়াত দেয়া হবে তার ওলীমাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। এ সম্পর্কে দু'টি হাদীস।

প্রথম হাদীস ঃ

«فَكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ»

তোমরা দাস মুক্ত করো। মেযবানের (দাওয়াত দানকারীর) দাওয়াতে সাড়া দাও এবং রোগী ব্যক্তিকে দেখতে যাও।(১)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا [عُرْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ]، [وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ]»

তোমাদের কাউকে যদি ওলীমাতে দাওয়াত দেয়া হয় সে যেন তাতে আসে (চাই বিবাহ অনুষ্ঠান হোক বা অন্য কোন অনুষ্ঠান) যে ব্যক্তি দাওয়াতে গেল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হল।(২)

মাসআলাহ ঃ ৩০. রোযাদার হলেও দাওয়াতে যেতে হবে।

রোযাদার হলেও দাওয়াতে যাওয়া উচিত। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ يَعْنِي : الدُّعَاءَ»

১। বুখারী (৯/১৯৮) আব্‌দ বিন হুমাইদির মুনতাখাব মুসনাদ (১/৬৫) আবু মূসা আশআরীর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।

২। বুখারী (৯/১৯৮), মুসলিম (৪/১৫২), আহমাদ, বাইহাকী ইবনে উমারের হাদীস থেকে, আবূ ইয়ালাও সহীহ সনদে অতিরিক্ত সহ বর্ণনা করেছেন। এবং আবূ আওয়ানা তার সহীহ গ্রন্থে। আবু হুরাইরার হাদীস থেকে এর একটি শাহেদ আছে। এর দ্বারা দাওয়াতে যাওয়া ওয়াজিব প্রমাণিত। কেননা ওয়াজিব পরিত্যাগ না করলে অবাধ্য বলা হয় না।

"যখন তোমাদের কাউকে কোন খাদ্যের জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে যেন তাতে যায়। যদি রোযাদার না হয় তাহলে যেন খায়। আর যদি রোযাদার হয় তাহলে যেন দু'আ করে।"(১)

মাসআলাহ ঃ ৩১. মেযবানের জন্য ইফতার করা।

দাওয়াতকৃত ব্যক্তি যে কোন নফল রোযা রাখলে ইফতার করতে পারে। বিশেষ করে যখন মেযবান পিড়াপিড়ি বা অনুনয় করে তখন রোযা ভাঙ্গা বৈধ। এ ব্যাপারে বহু হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস ঃ

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

যখন তোমাদের কাউকে কোন খাবারের দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে যেন তাতে যায়। যদি ইচ্ছা হয় খাবে, আর যদি ইচ্ছা না হয় পরিত্যাগ করবে।(২)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

«اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

নফল রোযা পালনকারী নিজের প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে আর ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গবে।(৩)

১। মুসলিম (৪/১৫৩), নাসাঈ (৬৩/২), আহমাদ (২/৫০৭), বাইহাকী (৭/২৬৩), শব্দগুলি তারই আবূ হুরাইরার মারফু হাদীস থেকে।

২। মুসলিম, আহমাদ (৩/৩৯২), আব্‌দ বিন হুমাইদ, মুন্তাখাবে (১১৬/১) ও তাহাবী "মুশকিলে" (৩/৩৯২) ইমাম নববী বলেছেন "যদি মেহমানের রোযা নফল হয়। আর মেযবানের কাছে তার রোযা কষ্টকর মনে হয় তাহলে উত্তম হলো রোযা ভাঙ্গা" অনুরূপভাবে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ (৪/১৪৩)।

৩। নাসাঈ (৬৪/৪), হাকিম (১/৪৩৯), বাইহাকী (৪/২৭৬), সিমাক বিন হারব, আবূ সালিহ, উম্মে হানীর সূত্রে মারফুভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী (২/৩০, ৩১) আহমাদ (৬/৩৪১) ইবনু আদী কামিল (৫৯/২) অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْماً فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ : لَا. قَالَ : فَإِنِّيْ صَائِمٌ. ثُمَّ مَرَّبِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَيَّ حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ، قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ. قَالَ : أَدْنِيْهِ، أَمَا إِنِّيْ قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا».

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তাহলে আমি রোযা রাখলাম। পুনরায় ঐ দিনের পর আমার নিকট দিয়ে তিনি অতিক্রম করলেন। আর আমাকে হাইস হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তা হতে কিছু তার জন্য লুকিয়ে রাখলাম। আর তিনি হাইস পছন্দ করতেন। আয়িশাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে হাইস হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তা থেকে আপনার জন্য কিছু লুকিয়ে রেখেছি। তিনি বললেন, আমার নিকটে নিয়ে আস, আমি কিন্তু রোযা অবস্থায় সকাল করেছি। অতঃপর তিনি তা থেকে খেলেন, এরপর বললেন, নফল রোযা পালনকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি তার মাল থেকে সাদাকাহ বের করে। যদি ইচ্ছা হয় তা সম্পাদন করবে (দান করবে) আর যদি ইচ্ছা হয় তার কাছেই রেখে দিবে তাহলে রাখতে পারবে।(১)

মাসআলাহ ঃ ৩২. নফল রোযা কাযা করা ওয়াজিব নয়।

দাওয়াতের জন্য ভঙ্গকৃত ঐ দিনের নফল রোযা পরবর্তীতে আদায় করা ওয়াজিব নয়, এ সম্পর্কে দু'টি হাদীস।

১। ইমাম নাসাঈ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যাহা স্পষ্টভাবে ইরওয়াউল গালীলে (৪/১৩৫/৬৩৬) আছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : «صَنَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَاماً، فَأَتَانِيْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ الطَّعَامَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنِّيْ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : دَعَاكُمْ أَخُوْكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ! ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْماً إِنْ شِئْتَ».

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাদ্য তৈরী করলাম। এরপর তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ আমার কাছে আসলেন। যখন তিনি খাদ্যে হাত রাখলেন। তখন দলের একজন বলল আমি রোযাদার। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাই তোমাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য কষ্ট ক্লেশ করেছেন। এরপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, রোযা ভেঙ্গে দাও এবং পরিবর্তে যদি চাও একদিন রোযা রাখবে।(১)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُخِي بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : فَجَاءَهُ سَلْمَانُ يَزُوْرُهُ، فَإِذَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةٌ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قَالَتْ : إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ، وَلَيْسَ لَهُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا حَاجَةٌ! فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَحَّبَ بِهِ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : اِطْعَمْ، قَالَ : إِنِّيْ صَائِمٌ، قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُفْطِرَنَّهُ، مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ بَاتَ عِنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ أَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُوْمَ،

১। বাইহাকী (৪/২৭৯), হাসান সনদে। যেমন ফাতহুল বারীতে (৪/১৭০)। হাদীসটি ত্ববরানী "আওসাতে" (১/১৩২/১) ও ইরওয়াতে তাখরীজ হিসাবে আমি বর্ণনা করেছি।

فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ وَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، [وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا]، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ، وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ، وَائْتِ أَهْلَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ، قَالَ : قُمِ الآنَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ : فَقَامَا فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَا، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلاَةِ، فَدَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيُخْبِرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي أَمَرَهُ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ (وَفِي رِوَايَةٍ : صَدَقَ سَلْمَانُ).

আবু জুহাইফাহ হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবূ দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দিলেন। তিনি বলেন, সালমান তার কাছে বেড়াতে আসল। তখন উম্মে দারদা সাধারণ বেশে ছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে উম্মে দারদা! তোমার এ অবস্থা কেন? সে বলল, আপনার ভাই আবূ দারদা রাতে তাহাজ্জুদ সলাত পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে। দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি তার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর আবূ দারদা আসল এবং সালমানকে স্বাগত জানাল এবং তার কাছে খাবার আনল। সালমান তাকে বলল খাও? সে বলল, আমি রোযাদার; সালমান বলল, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি অবশ্যই তুমি ইফতার করবে। তুমি যতক্ষণ না খাবে আমি খাব না। তখন সে তার সাথে খেল। এরপর তিনি তাঁর কাছে রাত্রি যাপন করলেন। যখন রাত হল আবূ দারদা নফল সলাত পড়তে চাইলেন। সালমান তাকে নিষেধ করলেন এবং তাকে বললেন, হে আবূ দারদা! নিশ্চয় তোমার উপর শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার রবের হক আছে (তোমার মেহমানের তোমার উপর হক আছে) তোমার স্ত্রীর তোমার উপর হক আছে। রোযা রাখ, ভাঙ্গ, সলাত পড়, স্ত্রীর কাছে যাও এবং প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দাও। যখন সে সুবহে সাদিকে অপেক্ষিত হল তখন সালমান তাঁকে বললেন যদি চাও তো এখন সলাত পড়তে পার। রাবী বললেন, তাঁরা উভয়ে উঠলেন এবং অযু করলেন, অতঃপর সলাত পড়লেন। এরপর ফজর সলাত পড়তে বের হলেন। সালমান আবূ

দারদাকে যে আদেশ করেছিল তা খবর দেয়ার জন্য আবূ দারদা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী হলেন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে আবূ দারদা! নিশ্চয় তোমার শরীরের তোমার উপর হক আছে। যেরূপ সালমান বলেছেন সেরূপ বললেন, অপর বর্ণনাতে আছে সালমান সত্যই বলেছে।(১)

মাসআলাহ ঃ ৩৩. যে দাওয়াতে পাপের কাজ হয় তাতে উপস্থিত না হওয়া।

ঐ দাওয়াতে উপস্থিত হওয়া জায়িয নয় যা পাপের ও অবাধ্যচারিতার সহিত জড়িত। যদি সেটাকে অপছন্দ করে এবং তা প্রতিহত করার ইচ্ছা করে থাকে তাহলে যেতে পারে। যদি সম্ভব হয় সে পাপ কাজ বিদূরিত করবে। যদি না পারে তাহলে ফিরে আসা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে বহু হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : «صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ، فَرَجَعَ [قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَرْجَعَكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ]».

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি খাদ্য তৈরী করলাম। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি আসলেন, এসে তিনি বাড়ীতে ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি ফিরে গেলেন। আলী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক কোন জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছে? রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাড়ীতে এখন একটি পর্দা লাগিয়েছ যাতে ছবি

১। বুখারী (৪/১৭০/১৭১), তিরমিযী (৩/২৯০), বাইহাকী (৪/২৭৬) বর্ণনা প্রসঙ্গ তাঁর। ইবনু আসাকীর (১৩/৩৭১/2) এবং তিরমিযী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

আছে। নিশ্চয় ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কোন ছবি থাকে।(১)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ ﷺ: مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقُلْتُ: اِشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ ﷺ:

«إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ) يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ [مِثْلُ هٰذِهِ] الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ [قَالَتْ: فَمَا دَخَلَ حَتّٰى أَخْرَجْتُهَا]».

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একটি গদি কিনে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। যখন তা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরে ঢুকলেন না। অতএব আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি ভাব বুঝতে পারলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ ও রসূলের কাছে তাওবা করছি, আমি কি পাপ করেছি? তখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ গদিটির কি হল? আমি বললাম, আপনার বসা এবং বালিশ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আমি এটা ক্রয় করেছি। তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

"নিশ্চয় এ ছবির মালিক, [অপর বর্ণনায় আছে যারা এ ছবি তৈরী করে] কিয়ামাতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছে তাদেরকে জীবিত করো। নিশ্চয় যে ঘরে (এরূপ) ছবি থাকে সে

১। ইবনু মাজাহ (২/৩২৩), মুসনাদে আবূ ই'য়ালা (৩১/১, ৩৮/১, ৩৯/২) বর্ধিত অংশও তার সহীহ সানাদে।

ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না [আয়িশা (রাঃ)] বলেন ঃ আমি ছবি বের না করা পর্যন্ত তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন না।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

قَالَ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ».

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এমন দস্তরখানে না বসে যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।(২)

আমরা যা বর্ণনা করলাম এর উপরই সলাফ সলিহীনদের (রাঃ) আমল চলছে। এর উপমা বহু। আমার এখন যা উপস্থিতভাবে মনে পড়ছে তা থেকে কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

عَنْ أَسْلَمَ - مَوْلٰى عُمَرَ - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ، فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارٰى، فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ تَجِيْئَنِيْ وَتُكْرِمَنِيْ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ - فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِيْ فِيْهَا».

১। বুখারী (৯/২০৪) (১০/৩১৯, ৩২০), মুসলিম (৬১/১৬০), মুসনাদে ত্বয়ালিসী (১/৩৫৮, ৩৫৯), আবু বকর শাফেয়ীর ফাওয়ায়েদ (৬১/২, ৬৭, ৬৮) বাইহাকী (৭/২৬৭) ও বাগাবী (৩/২৩/২)।

"ইমাম বাগাবী বলেন ঃ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এমন ওলীমাতে দাওয়াত দেয়া হল যাতে অপছন্দনীয় ও প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে তাহলে না যাওয়া ওয়াজিব। হ্যাঁ যদি এমন ব্যক্তি হয় যার উপস্থিতির কারণে তা পরিত্যাগ করবে অথবা তার উপস্থিতির জন্য বন্ধ রাখবে অথবা সে নিষেধ করবে তাহলে যেতে পারে।"

২। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, হাকিম হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলেছেন, ত্ববরানী ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। যা ইরওয়াতে ১৯৪৯ নম্বরে বর্ণনা করা হয়েছে।

(ক) উমারের গোলাম আসলাম হতে বর্ণিত যে, উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) যখন সিরিয়াতে আসলেন তার জন্য এক খ্রীষ্টান লোক খাদ্য তৈরী করল। সে উমার (রাঃ)-কে বলল,আমি পছন্দ করি আপনি আমার বাড়ীতে আসবেন এবং আপনিও আপনার সাথীরা আমাকে সম্মানিত করবেন। এ লোক ছিল সিরিয়ার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন। উমার (রাঃ) তাকে বললেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছবি থাকার কারণে প্রবেশ করি না।(১)

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ – عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو – أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لَهُ طَعَاماً، فَدَعَاهُ، فَقَالَ : أَفِي الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّوْرَةَ، ثُمَّ دَخَلَ.

(খ) আবু মাসউদ 'উকবাহ বিন আমর হতে বর্ণিত, এক লোক তার জন্য খাদ্য তৈরী করল। এরপর তাকে দাওয়াত দিল। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন এমনকি ছবি ভেঙ্গে ফেলা হল। এরপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন।(২)

قَالَ الْإِمَامُ الْأَوْزَاعِيُّ : «لَا نَدْخُلُ وَلِيْمَةً فِيْهَا طَبْلٌ وَلَا مِعْزَافٌ».

ইমাম আওযায়ী বলেছেন, আমরা ঐ ওলীমাতে যাই না যাতে তবলা ও বাদ্য যন্ত্র থাকে।(৩)

মাসআলাহ ঃ ৩৪. যে ব্যক্তি দাওয়াতে উপস্থিত হবে তার জন্য যা করা মুস্তাহাব।

যে ব্যক্তি দাওয়াতে উপস্থিত হবে তার জন্য দু'টি কাজ করা মুস্তাহাব।

প্রথম কাজ ঃ মেযবানের জন্য খাওয়া শেষে দু'আ করা যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রচলন এসেছে। তা আবার কয়েক রকম।

১। বাইহাকী (৭/২৬৮) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

২। হাদীসটি বাইহাকী সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন, ফাতহুল বারী (৯/২০৪)।

৩। আবুল হাসান হারবী আল ফাওয়ায়িদুল মুনতাকাহ (৪/৩ /১) সহীহ সনদে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ أَنَّ أَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً، فَدَعَاهُ، فَأَجَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : «اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ».

আব্দুল্লাহ বিন বিসর হতে বর্ণিত যে, তার পিতা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাদ্য তৈরী করলেন এবং তাকে দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন। অতঃপর যখন খাওয়া শেষ করলেন তখন বললেন,

«اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ – وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ»

হে আল্লাহ! তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদেরকে রহম কর । তাদের যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকাত দাও।(১)

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ، فَتَعَرَّضْنَا لِلنَّاسِ، فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ، فَانْطَلَقَ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ لِي : يَا مِقْدَادُ جَزِّئْ أَلْبَانَهَا بَيْنَنَا أَرْبَاعاً، فَكُنْتُ أُجَزِّئُهُ بَيْنَنَا أَرْبَاعاً، [فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ نَصِيْبَهُ، وَنَرْفَعُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَصِيْبَهُ]، فَاحْتَبَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَحَدَّثَتْ نَفْسِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَتَى بَعْضَ الْأَنْصَارِ، فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، وَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، فَلَوْ شَرِبْتُ نَصِيْبَهُ (!) فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُمْتُ إِلَى نَصِيْبِهِ فَشَرِبْتُهُ (!) ثُمَّ غَطَّيْتُ الْقَدَحَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَخَذَنِي ما قدم وما حدث، فقلت

১। ইবনু আবী শাইবাহ (১২/১৫৮/১-২), মুসলিম (৬/১২২), আবু দাউদ (২/১৩৫), নাসাঈ (৬৬/৩), তিরমিযী (৪/২৮১) তিনি সহীহ বলেছেন। বাইহাকী (৭/২৭৪), আহমাদ (৪/১৮৭, ১৮৮, ১৯০) শব্দ তারই। ত্বাবারানী (১/১১৬/১), ইবনু আসাকীর (৮/১৭১, ২/৭, ৩/১-২)।

: يَجِيءُ رَسُولُ اللهِ جَائِعاً وَلاَ يَجِدُ شَيْئاً، فَتَسَجَّيْتُ، [قَالَ : وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ مِنْ صُوفٍ كُلَّمَا رَفَعْتُ عَلَى رَأْسِي خَرَجَتْ قَدَمَايَ، وَإِذَا أَرْسَلْتُ عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، قَالَ :] [وَجَعَلَ لاَ يَجِيئُنِي النَّوْمُ]، وَجَعَلْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي، [قَالَ : وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا]، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ؛ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، وَلاَ يُوقِظُ النَّائِمَ، [ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى]، ثُمَّ أَتَى الْقَدَحَ فَكَشَفَهُ، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَقَالَ :

«اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي»، وَاغْتَنَمْتُ الدَّعْوَةَ، [فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ]، فَقُمْتُ إِلَى الشَّفْرَةِ فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ الأَعْنُزَ، فَجَعَلْتُ أَجْتَسُّهَا أَيُّهَا أَسْمَنُ؛ [فَأَذْبَحُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ] فَلاَ تَمُرُّ يَدِي عَلَى ضَرْعِ وَاحِدَةٍ إِلاَّ وَجَدْتُهَا حَافِلاً، [فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْلِبُوا فِيهِ]، فَحَلَبْتُ حَتَّى مَلَأْتُ الْقَدَحَ، ثُمَّ أَتَيْتُ [بِهِ] رَسُولَ اللهِ ﷺ، [فَقَالَ : أَمَا شَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ يَا مِقْدَادُ؟ قَالَ :] فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ : بَعْضُ سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ، مَا الْخَبَرُ؟ قُلْتُ : اشْرَبْ ثُمَّ الْخَبَرُ، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَابَتْنِي دَعْوَتُهُ، ضَحِكْتُ، حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ : مَا الْخَبَرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : هَذِهِ بَرَكَةٌ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَلاَّ أَعْلَمْتَنِي حَتَّى نَسْقِيَ صَاحِبَيْنَا؟

فَقُلْتُ : [وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ]، إِذَا أَصَابَتْنِي وَإِيَّاكَ الْبَرَكَةُ، فَمَا أُبَالِي مَنْ أَخْطَأَتْ!

(খ) মিকদাদ বিন আসওয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার অপর দুই সাথী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম। আমাদেরকে প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল। আমরা মানুষের নিকট বললাম। আমাদেরকে কেউ মেহমানরূপে গ্রহণ করল না। আমাদের নিয়ে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাড়ীতে গেলেন। তাঁর চারটি ছাগল ছিল। আমাকে বললেন, হে মিকদাদ! এর দুধগুলি আমাদের মাঝে চার ভাগে ভাগ করে দাও, অতঃপর আমি আমাদের মাঝে চার ভাগে ভাগ করেছিলাম। আর প্রত্যেক লোক তার ভাগ পান করতে ছিল এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অংশ রেখে দিলাম। একরাতে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসতে দেরী করলেন। আমি মনে মনে বললাম, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আনসারীর কাছে গিয়েছেন। তিনি তৃপ্তি সহকারে সেখানে খাবেন আর পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। আমি যদি তার ভাগ পান করে ফেলতাম! আমি সর্বদা এমনিভাবে ভাবতে লাগলাম এমনকি তাঁর অংশের নিকট গিয়ে তা পান করে পাত্রটি ঢেকে দিলাম! যখন আমি অবসর হলাম আমাকে আঁকড়ে ধরল যা আগে পরে ঘটেছে। আমি বললাম, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার্ত অবস্থায় আসবেন আর কিছুই পাবেন না। ঘুমানোর জন্য শরীর ঢাকলাম। তিনি বললেন, আমার উপর পশমের একটি চাদর ছিল। যখন সেটা আমার মাথার উপর দিতাম আমার পা বের হয়ে যেত। আর যখন আমার পায়ের উপর দিতাম তখন আমার মাথা বের হয়ে যেত। তিনি বলেন, {আর আমার ঘুম আসতে চাইল না} আমি মনে মনে বলতে লাগলাম। (তিনি বলেন, আর আমার অপর দুই সাথী ঘুমিয়ে পড়েছে। অতএব আমি যখন এ অবস্থায় ছিলাম। তখনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন এবং এমনভাবে সালাম দিলেন যা মাত্র জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পাবে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করবে না। (অতঃপর তিনি মসজিদে আসলেন এবং সলাত পড়লেন) এরপর পাত্রটির নিকট আসলেন এবং তা খুলে কিছুই দেখতে পেলেন না। অতঃপর বললেন ঃ

«اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي»

(হে আল্লাহ! তাকে তুমি খেতে দাও যে আমাকে খেতে দিয়েছে, তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছে। দু'আটি আমি গনিমত মনে করলাম।

আমি চাদরের ইচ্ছা করলাম বা আমার উপর আরও মজবুত করে জড়িয়ে ধরলাম। এরপর আমি একটি ছুরির দিকে গেলাম এবং তা হাতে নিলাম। এরপর ছাগলের কাছে গেলাম। কোনটা মোটা তা খুঁজছিলাম। [রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য যবেহ করব] তখন আমার হাত একটি দুধেলা ছাগলের উপর পড়ল সেটাকে পূর্ণদুধওয়ালা পেলাম। [মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের এমন একটি পাত্রের প্রয়োজন মনে করলাম যাতে তারা দুধ দহন করে।] আমি পাত্র পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দুধ দহন করলাম। এরপর দুধ নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম। (তিনি বললেন, হে মিকদাদ! তোমরা কি রাত্রে পানিয় পান করনি? তিনি বলেছেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি পান করুন। তিনি আমার দিকে মাথা উঠালেন ও বললেন তোমাকে কিছুটা লজ্জিত মনে হচ্ছে? মিকদাদ বলত খবর কি? আমি বললাম, আগে পান করুন তারপর খবর। তখন তিনি পান করলেন এবং তৃপ্ত হলেন। এরপর বাকী অংশ আমার দিকে দিলেন। আমি পান করলাম। যখন আমি বুঝতে পারলাম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর বাকী অংশের দাওয়াত পেলাম তখন আমি হেসে দিলাম। এমনকি জমিনে পড়ে গেলাম। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খবর কি? আমি তাকে সে খবর দিলাম। তখন তিনি বললেন, এ হচ্ছে বরকত যা আকাশ থেকে নাযিল হয়েছে। আমাকে কেন জানালে না আমাদের সাথীদেরকেও পান করাতাম। আমি বললাম (যে আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন) যখন আমাকে ও আপনাকে বরকত মিলেছে আমি মনে কিছু করি না যা ভুল করেছি।(১)

عَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ [كَانَ يَزُوْرُ الْأَنْصَارَ، فَإِذَا جَاءَ إِلٰى دُوْرِ الْأَنْصَارِ جَاءَ صِبْيَانُ الْأَنْصَارِ يَدُوْرُوْنَ حَوْلَهُ، فَيَدْعُوْلَهُمْ، وَيَمْسَحُ رُؤُوْسَهُمْ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، فَأَتٰى إِلٰى بَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَـ] اسْتَأْذَنَ عَلٰى سَعْدٍ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ

১। মুসলিম (৬/১২৮-১২৯), আহমাদ (৬/২, ৩/৪/৫), বর্ণনা প্রসঙ্গ তাঁরই, ইবনু সা'দ (১/১৮৩-১৮৪), কিছু অংশ তিরমিযী বর্ণনা করেছেন (৩/৩৯৪) এবং তিনি সহীহ বলেছেন এবং হারবী "গরীবে" (৫/১৮৯/১) বর্ণনা করেছেন।

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيَّ ﷺ حَتّٰى سَلَّمَ ثَلَاثاً، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثاً، وَلَمْ يُسْمِعْهُ، [وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزِيْدُ فَوْقَ ثَلَاثَ تَسْلِيْمَاتٍ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ، وَإِلَّا انْصَرَفَ]، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَاتْبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيْمَةً إِلَّا هِيَ بِأُذُنِيْ، وَلَقَدْ رَدَدْتُّ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثَرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ، [فَادْخُلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ]، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ، فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيْباً، فَأَكَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ :

«أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ»

(গ) আনাস অথবা অপর কেউ হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। যখন তিনি আনসারদের বাড়ীর নিকটে আসলেন। আনসারদের বালকেরা এসে তাঁর পাশে ঘুরতে লাগল। তিনি তাদের জন্য দু'আ করলেন। আর তাদের মাথায় হাত বুলালেন এবং শান্তি কামনা করলেন। তিনি সা'দ বিন ওবাদার ঘরের কাছে আসলেন (তিনি সা'দের নিকট ঘরের প্রবেশের অনুমতি চাইলেন।) আর বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ। সা'দ বললেন, ওয়া'আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়ারহমাতুল্লাহ তিনবার সালাম না দেয়া পর্যন্ত সা'দ সালামের উত্তর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুনালেন না। সা'দ তিনবার উত্তর দিলেন কিন্তু তাকে শুনালেন না। আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সালামের বেশি সালাম দিতেন না। যদি তাকে অনুমতি দেয়া হত প্রবেশ করতেন, তা না হলে ফিরে যেতেন। অতএব নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসছিলেন, সা'দ তাঁর পিছু নিলেন। অতঃপর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য আমার মা, বাপ কুরবান হোক।

আপনি যে ক'বার সালাম দিয়েছেন তা আমার কাছে পৌঁছেছে আর আমিও তার উত্তর দিয়েছি কিন্তু আপনাকে শুনাইনি। আমি চেয়েছিলাম আপনার সালাম ও বরকতের আধিক্য। (হে আল্লাহর রসূল! আপনি প্রবেশ করুন) এরপর তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর নিকট কিসমিস হাজির করলেন, আল্লাহর নাবী খেলেন। যখন খাওয়া শেষ করলেন তখন বললেন, তোমাদের সৎ লোকেরা খানা খেয়েছে, তোমাদের জন্য ফেরেশতা দু'আ করেছে, আর তোমাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করেছে।[১]

দ্বিতীয় কাজ ঃ মেযবান ও তার স্ত্রীর জন্য কল্যাণ ও বারকাতের দু'আ করা- এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে ঃ

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : هَلَكَ أَبِيْ، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ إِمْرَأَةً ثَيِّباً، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَزَوَّجْتَ يَاجَابِر؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : أَبِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّباً، قَالَ : فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ [تِسْعَ أَوْ سَبْعَ] بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ إِمْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وتصلحهن، فَقَالَ :

«بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ»، أَوْ قَالَ لِيْ خَيْراً.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার আব্বা মৃত্যু বরণ করলেন। সাতজন বা নয়জন কন্যা রেখে গেলেন। আমি একজন বিধবা মহিলা বিবাহ করলাম। আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ? আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেন কুমারী

১। আহমাদ (৩/১৩৮) তাহাবী মুশকিলুল আসার (১/৪৯৮-৪৯৯) ইবনু আসাকীর (৭/৫৯-৬০) তাদের সানাদ সহীহ, বাইহাকী (৭/২৮৭), আবূ দাউদ (২/১৫০), ত্ববরানী (৬৯/২০৪/২)।

না বিধবা? আমি বললাম বিধবা। তিনি বললেন, যদি তুমি কুমারী বিবাহ করতে তুমি তার সাথে খেলা করতে সেও তোমার সাথে খেলা করত। তুমি তাকে হাসাতে সেও তোমাকে হাসাত তাহলে কি ভাল হত না? আমি তাঁকে বললাম, নিশ্চয় আব্দুল্লাহ মারা গেছেন এবং (নয় বা সাতজন মেয়ে রেখে গেছেন) আমি অপছন্দ করলাম তাদের মত কাউকে ঘরে আনতে। সেজন্য এমন একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি যে তাদের দেখাশুনা করার মত সামর্থ রাখে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, «بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ» আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা আমাকে তিনি বললেন ঃ তোমার কল্যাণ হোক।[১]

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِعَلِيٍّ : عِنْدَكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَا حَاجَةُ ابْنَ أَبِيْ طَالِب؟ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَ عَلِيُّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَلٰى أُوْلٰئِكَ الرَّهْطَ مِنَ الْأَنْصَارِ يَنْتَظِرُوْنَهُ، قَالُوْا : مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ : مَا أَدْرِيْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لِيْ : مَرْحَباً وَأَهْلاً، فَقَالُوْا : يَكْفِيْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِحْدَاهُمَا، أَعْطَاكَ الْأَهْلَ وَالْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ، بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ قَالَ، يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرُوْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ، فَقَالَ سَعْدٌ : عِنْدِيْ كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَصْوعاً مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ، قَالَ : لَا تُحَدِّثْ شَيْئاً حَتَّى تَلْقَانِيْ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فِيْهِ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلٰى عَلِيٍّ، فَقَالَ : «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا».

১। বুখারী (৯/৪২৩) বর্ণনা প্রসঙ্গ তারই ও মুসলিম (৪/১৭৬) বর্ধিত অংশ তাঁরই।

বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আনসারদের একটি দল আলীকে বলল ঃ ফাতিমাকে তোমার কাছে বিবাহ দিবেন। তখন আলী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং সালাম দিলেন। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আবূ তালিবের ছেলের আবার কি দরকার হল? তিনি বললেন ঃ ফাতিমাহ বিনতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা স্মরণ করেছি। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধন্যবাদ স্বাগতম! এর চেয়ে বেশি কিছু বললেন না। এরপর আলী (রাঃ) অপেক্ষমান সেই আনসার দলের নিকট গেলেন, তাঁরা বললেন, তোমার খবর কি? তিনি বললেন ঃ আমি এ কথা ছাড়া আর কিছু জানি না তিনি বলেছেন, মারহাবা আহ্‌লান ধন্যবাদ স্বাগতম। তারা বলল দু'টির একটিই রসূলের পক্ষ থেকে তোমার জন্য রাযী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর তোমাকে ধন্যবাদ ও স্বাগতম উভয় দিয়েছেন। এরপরের ঘটনা, যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবাহ দিলেন, তিনি বললেন ঃ হে আলী! বাসর করতে হলে তো ওলীমাহ করা দরকার। তখন সা'দ বললেন, আমার কাছে মেষ আছে। তার জন্য আনসারী একদল লোক কয়েক সা ভুট্টা সংগ্রহ করলেন। যেদিন বাসর রাত্রি ছিল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে কিছু করো না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন, তা দ্বারা অযু করলেন। এরপর বাকী পানি আলীর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন,

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ بِنَائِهِمَا»

হে আল্লাহ! তাদের উভয়েরই মাঝে বরকত দাও এবং তাদের জন্য বাসরে বরকত দাও।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّيْ، فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ : «عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ».

১। ইবনু সা'দ (৮/২০-২১), ত্বরানী কাবীর (১/১২১/১) সানাদ হাসান। ইবনু আসাকির (১২/৮৮/২)।

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করলেন, আমার কাছে আমার মা আসলেন এবং আমাকে ঘরে ঢুকালেন, তখন ঘরে আনসারী কিছু মহিলা ছিল। তারা বলল,

«عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ»

তোমার বিবাহ কল্যাণ ও বরকতময় এবং মঙ্গলময় ভাগ্য হোক।(১)

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ : «بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : عَلَى) خَيْرٍ».

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লোক বিবাহ করত তার জন্য দোয়া করে বলতেন ঃ

«بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ»

আল্লাহ তোমাকে ও তোমার উপর বরকত দিন আর তোমাদের মাঝে আরও উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠুক।(২)

মাসআলাহ ঃ ৩৫. রিফা ও বানীন জাহিলী যুগের অভিনন্দন।

স্বাগত জানানোর জন্য রিফা ও বানীন বলবে না, যেমন যারা না জানে তারা করে থাকে। কেননা এটা জাহিলী যুগের কাজ, এ সম্পর্কে বহু হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন ঃ

১। বুখারী (৯/১৮২), মুসলিম (৪/১৪১) ও বাইহাকী (৭/১৪৯)।

২। সুনানে সাঈদ বিন মানসুর (৫২২), আবূ দাউদ (১/৩৩২), তিরমিযী (২/১৭১), আবূ আলী আততুসী তাঁরা সহীহ বলেছেন। দারেমী (২/১৩৪), ইবনু মাজাহ (১/২৮৯), আহমাদ (২/৩৮), হাকিম (২/১৮৩), বাইহাকী (৭/১৪৮), খাত্তাবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيْلَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ جُشَمٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالُوْا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ، فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُوْا ذٰلِكَ [فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ]، قَالُوْا : فَمَا نَقُوْلُ يَا أَبَا زَيْدٍ؟ قَالَ : قُوْلُوْا : بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذٰلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ.

হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আকীল বিন আবূ তালিব জাশামের এক মহিলাকে বিবাহ করলেন। তার লোকজন ঘরে ঢুকলেন। তারা বলল ঃ রিফা ওয়াল বানীন। তিনি তখন বললেন, এ কাজ করো না। কেননা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তারা বলল ঃ তাহলে আমরা কি বলব, হে আবূ যায়িদ? তিনি বললেন, তোমরা বলো ঃ

بارك الله لكم، وبارك عليكم

আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের উপর বরকত দিন। আমাদেরকে এরূপই আদেশ করা হত।(১)

মাসআলাহ ঃ ৩৬. নববধু অন্যান্য পুরুষদের সেবা করতে পারবে।

স্বয়ং নববধু দাওয়াত কৃত অন্যান্য লোকদের খিদমত করতে পারবে, এতে কোন অসুবিধা নেই। যখন সে পর্দানশীলা(২) ও ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যা সাহাল বিন সা'দ এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১। ইবনু আবী শাইবাহ (৭/৫২/২), মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক (৬/১৮৯/১০৪৫৭), ইবনু মাজাহ (১/৫৮৯), নাসাঈ (২/৯১), দারেমী (২/১৩৪), ইবনু আবি আসিম আল আহাদ (ক ৩৭/২), ইবনুল আরাবীর, মু'জাম (২/২৭), বাইহাকী (৭/১৪৮), আহমাদ (৭৩৯ নং ৩/৪৫১), ইবনে আসাকীর (১১/৩৬১/১)।

২। অর্থাৎ শরীয়ত সম্মত পর্দা এতে আটটি বিষয়ের শর্ত রয়েছে ঃ

(১) মুখমণ্ডল ও কব্জিদ্বয় ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকা। (২) কোন সাজসজ্জা অলঙ্কার পরা থাকবে না। (৩) পরিহীত কাপড় পুরু হবে ও স্বচ্ছ (পাতলা) না হওয়া। (৪) সঙ্কীর্ণতার কারণে তার দেহের কোন বর্ণনা না দেয়া। (৫) সুগন্ধি লাগানো হবে না। (৬) পুরুষদের পোষাকের

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : «لَمَّا عَرَّسَ أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَاماً، وَلاَ قَدَّمَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنْقَعَتْ) تَمَرَاتٍ فِيْ تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذٰلِكَ، [فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ]».

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ উসাইদ আস সায়াদী বিবাহ করলেন, তখন তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদের জন্য কোন খাদ্য তৈরী করলেন না এবং তাদের কাছে তিনি কিছু এগিয়ে দিলেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী উম্মে উসাইদ যা কিছু করলেন। তিনি রাতে পাথরের এক পাত্রে খেজুর ভিজিয়ে ছিলেন। যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়া শেষ করলেন তখন অনুষ্ঠানে নিজ হাতে তিনি তাঁকে পরিবেশন করেন এবং তিনি তাঁকে পান করান। (তার স্ত্রী উম্মে উসাইদ সেদিন তাদের সেবিকা ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন নববধূ)।(৩)

সাদৃশ্য পোশাক পরিধান করা যাবে না। (৭) কাফির মহিলাদের পোশাকের ন্যায় পোশাক পরা চলবে না। (৮) প্রসিদ্ধ কোন পোশাক পরে খেদমত করা যাবে না।

আমি এ ব্যাপারে একটি আলাদা বই লিখেছি কুরআন ও হাদীসের দলীলসহ নাম 'হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাতি ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ'।

৩। বুখারী (৯/২০০, ২০৫, ২০৬) আদাবুল মুফরাদ (৭৪৬ নং), মুসলিম (৬/১০৩), আবু আওয়ানাহ (৮/১৩১/১-২), ইবনু মাজাহ (৫৯০-৫৯১), বাগাবী (১২/১৩৪/২/১৩৫/২), ত্বরানী (১/১৩২/১) প্রমুখ। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন, নববধূ নিজ স্বামী ও দাওয়াতকৃত লোকদের খেদমত করতে পারবে তা জায়িয প্রমাণিত হল। এ কথা গোপন নয় যে, ঐ স্থানটি ছিল ফেতনা মুক্ত। কিন্তু তার উপর ওয়াজিবকৃত পর্দার প্রতি যত্নবান হতে হবে। এমন অবস্থায় মহিলা পুরুষের সেবা করা বৈধ। আর যা নেশাগ্রস্ত করে না ওলীমাতে এমন পানীয় পান করা বৈধ। আর সমাজের বড়দেরকে ওলীমার দাওয়াতে অন্যান্য সাধারণ লোক হতে প্রাধান্য দেয়া জায়িয প্রমাণিত হয়।

মাসআলাহ ঃ ৩৭. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান করা ও দফ বাজানো।

শুধুমাত্র দফ বা তবলা বাজিয়ে বিবাহের ঘোষণা করার জন্য মহিলাদেরকে অনুমতি দেয়া জায়িয এবং ঐ সমস্ত গান করা বৈধ যাতে সৌন্দর্যের বিবরণ ও নির্লজ্জকর কোন কথা নেই। এ ব্যাপারে বহু হাদীস আছে।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : «جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، (الْخِطَابُ لِلرَّاوِي عَنْهَا)، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ : دَعِي هٰذِهِ وَقُوْلِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ».

রুবাই বিনতে মু'আওবিয হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার জন্য যখন বাসর তৈরী করা হল নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন। তিনি আমার বিছানায় বসলেন। তুমি যেভাবে আমার কাছে বসেছ (উদ্দেশ্য তার কাছ থেকে বর্ণনাকারীর) আমাদের বাচ্চারা দফ বা তবলা বাজাতে লাগল। আমাদের যে বাপদাদারা উহুদে মারা গেছেন তাদের শোকগাথা গুণকীর্তন করতে লাগল। এর মধ্যে তাদের একজন বলল ঃ আমাদের মাঝে এমন নাবী আছেন, যিনি আগামীকাল কি হবে তা জানেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কথা ছাড় এবং যা আগে বলতে ছিলে তা বল।(৪)

আমার মত হল এ ঘটনা পর্দার বিধান নাযিলের পূর্বের যে দাবী করা হয়, তার কোন দলীল নেই। আর হাদীসটিতে এমন কোন সামান্যতম ইঙ্গিত নেই যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, মহিলা চাদর পরিহিতা ছিল না, যাতে হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে বলে দাবী করা যেত। আমরা আগেও মনে করতাম আজও করি পর্দানশীল মহিলারা খিদমত করতে পারবে। হাদীসটি মুহকাম এতে এমন কিছু নেই যদ্দারা মানসুখ হওয়ার দাবী করা যায়। এদিকেই ইমাম বুখারী ইশারা করেছেন। এ কারণে হাদীসটির জন্য বহুবার (অধ্যায়) রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন। নববধূ পুরুষদের এবং অন্যান্যদের খিদমত করতে পারবে।

৪। বুখারী (২/৩৫২,৯/১৬৬-১৬৭), বাইহাকী (৭/২৮৮), আহমাদ (৬/৩৫৯-৩৬০), মুহামিলী (১৩৯ নং) ও অন্যান্যরা।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ : «يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ؟».

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি এক মহিলাকে আনসারী এক ব্যক্তির বাসর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়িশাহ! তোমাদের কি বিনোদন করার মত কিছু নেই, কেননা আমোদ প্রমোদ বিনোদন আনসারীদেরকে প্রফুল্ল করে।(১)

وَفِيْ رِوَايَةٍ بِلَفْظٍ : «فَقَالَ : فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ قُلْتُ : تَقُوْلُ مَاذَا؟ قَالَ : تَقُوْلُ :

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ

فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ

لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَـ ـرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيْكُمْ

لَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَا ءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيْكُمْ».

অপর বর্ণনায় আছে এ শব্দে ঃ "তখন তিনি বললেন তুমি কি তার সাথে বালিকা পাঠিয়েছ যারা দফ বাজাবে ও গান করবে? আমি বললাম, সে কি বলবে? তিনি বললেন, সে বলবে ঃ

আমরা তোমাদের নিকট এসেছি,	আমরা তোমাদের নিকট এসেছি,
অতএব আমরা অভিবাদন জানাচ্ছি,	আমরা তোমাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি।
যদি লাল স্বর্ণ না হত	তাহলে তোমাদের নিকট বেদুঈন মহিলাগণ অবতরণ করত না।
আর যদি পিঙ্গল বর্ণ গম না হত	তোমাদের নিকট কুমারী মহিলাগণ মোটা হত না।(২)

১। বুখারী (৯/১৮৪-১৮৬), হাকিম (২/১৮৪) এবং বাইহাকী (৭/২৮৮)।

২। ত্বারানী যাওয়ায়িদাহ (১/১৬৭/১) ফাতহুল বারীতে নীরবতা পালন করা হয়েছে, এতে দুর্বলতা আছে। এরপর হাদীসটির আর একটি সনদ পেয়েছি যা এটাকে শক্তিশালী করে। যেমন আমি ইরওয়াউল গালীলে (১৯৯৫) বর্ণনা করেছি।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْهَا أَيْضًا : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ نَاسًا يُغَنُّوْنَ فِيْ عُرْسٍ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ :

وَأَهْدَيْ لَهَا أَكْبُشٌ يُبَحْبِحْنَ فِيْ الْمِرْبَدِ

وَحِبُّكِ فِيْ النَّادِيْ وَيَعْلَمُ مَا فِيْ غَدِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَزَوْجُكِ فِيْ النَّادِيْ وَيَعْلَمُ مَا فِيْ غَدِ

قَالَتْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَا يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ».

অন্য বর্ণনায় আছে- আয়িশাহ (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনকে বিবাহ অনুষ্ঠানে গান গাইতে শুনলেন তারা বলছিল ঃ তাকে বহু সংখ্যক ভেড়া উপহার দেয়া হয়েছে যে সব ভেড়া প্রশস্ত বাথানে বাস করে। তোমার প্রেমিক মাজলিসে যিনি আগামীকালের খবর রাখেন।

অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ তোমার স্বামী মাজলিসে যিনি আগামীকালের খবর রাখেন।

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীকাল কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।(১)

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ : «دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بْنَ كَعْبٍ وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ، وَذَكَرَ ثَالِثًا - ذَهَبَ عَلِيٌّ - وَجَوَارِيْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيُغَنِّيْنَ، فَقُلْتُ : تُقِرُّوْنَ عَلَى هٰذَا وَأَنْتُمْ

১। তৃবরানী ছগীর (৬৯ পৃষ্ঠা), হাকিম (২/১৮৪-৪৮৫) ও বাইহাকী (৭/২৮৯)। হাকিম বলেছেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্ত মতে সহীহ-এর সাথে যাহাবী ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالُوْا : إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِيْ الْعُرُسَاتِ، وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ»، وَفِيْ رِوَايَةٍ : «وَفِيْ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِيْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ».

আমির বিন সা’দ বাজালী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কুরযাহ বিন কা’ব ও আবূ মাসউদের নিকট গেলাম এবং তিনি তৃতীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আলী (রাঃ) চলে গেল এবং বালিকারা গেল দফ বাজানো এবং গান করার জন্য। আমি বললাম, আপনারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও এগুলিকে সমর্থন করেন? তাঁরা বললেন, নিশ্চয় তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিপদের সময় কান্নাকাটি করার অনুমতি দিয়েছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ “মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ না করে কান্নাকাটি করার অনুমতি দিয়েছেন।”(১)

পঞ্চম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ بَلْجٍ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : (قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ مَا كَانَ فِيْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَوْتٌ، يَعْنِيْ دُفًّا، فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ».

আবূ বালজ ইয়াহইয়া বিন সুলাইম বলেছেন ঃ আমি মুহাম্মাদ বিন হাতিবকে বললাম, আমি দু’জন মহিলাকে বিবাহ করেছি তাদের কোন একটিতে কোন শব্দ ছিল না। অতঃপর মুহাম্মাদ (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দফ বা তবলা বাজানোর শব্দ হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করে।(২)

১। হাকিম ও বাইহাকী বর্ণনা প্রসঙ্গও তার এবং নাসাঈ (২/৯৩), আবূ দাউদ আত-তয়ালিসী (১২২১ নং)।

২। নাসাঈ (২/৯১), তিরমিযী (২/১৭০)। তিনি বলেছেন হাসান হাদীস, ইবনু মাজাহ, হাকিম বর্ণনা তারই। বাইহাকী (৭/২৮৯), আহমাদ (৩/৪১৮), আবূ আলী তুসী মুখতাসারুল আহকাম (১/১০৯-১১০), হাকিম বলেছেন সনদ সহীহ। যাহাবী ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেছেন আমার মতে সনদটি হাসান। যা আমি ইরওয়াহ (১৯৯৪ সং)-তে বর্ণনা করেছি।

ষষ্ঠ হাদীস ঃ

«أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ».

তোমরা বিবাহ অনুষ্ঠান প্রচার করো।(১)

মাসআলাহ ঃ ৩৮. শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা।

শরীয়ত বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে মানুষ সীমালঙ্ঘন করে তা থেকে। আলেমদের নিরব থাকার কারণে অনেকেই মনে করে এতে কোন অসুবিধা নাই। আমি এখানে গুরুত্ব পূর্ণ কিছু ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি যেমন,

১। ছবি টাঙ্গানো ঃ

প্রথমতঃ দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো।

শরীর বিশিষ্ট (মুর্তির ন্যায়) বা শরীর বিহীন যার ছায়া আছে অথবা ছায়া নেই। অথবা সেটা আর্ট করা হোক বা ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে করা হোক সকলই সমান এবং কেননা এগুলি সবই নাজায়িয। যে সক্ষম তার কর্তব্য হলো ছবিগুলি অপসারণ করা। যদি সক্ষম না হয় তাহলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা ওয়াজিব। এসম্পর্কে বহু হাদীস আছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِّيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ : فِيْهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ)، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ، [فَقَدْ رَأَيْتُهُ مُتَّكِئاً عَلٰى إِحْدَاهُمَا وَفِيْهَا صُوْرَةٌ]».

১। [ইবনু হিব্বান (১২৮৫) ও ত্বরানী (৬৯/১/১)]

১। আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার সাহ্ওয়াহ বা ছোট বাড়ীতে ছবি ওয়ালা একটি পাতলা পর্দার দ্বারা পর্দা করলাম। অপর বর্ণনায় আছে, এতে পাখা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করলেন। আর যখন তিনি তা দেখলেন তখন সেটা ছিড়ে ফেললেন এবং তার চেহারা রঙিন হয়ে গেল। আর তিনি বললেন, হে আয়িশাহ! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে ঐ সমস্ত লোকদের যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরী করে।

অপর বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় এর ছবির মালিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত করো। এরপর বললেন যে বাড়ীতে ছবি টাঙ্গানো থাকে সে বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি তা কেটে ফেললাম। আর সেটা দিয়ে একটি অথবা দু'টি বালিশ তৈরী করলাম।

(আমি তার একটিতে হেলানরত অবস্থায় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি আর তাতে ছবি ছিল)।(১)

১। বুখারী (১০/৩১৭-৩১৮), মুসলিম (৬/১৫৮-১৬০), বাইহাকী, বাগাবী শরহুস সুন্নাহ (৩/২১৭/১১), আহমাদ (৬/২২৯, ২৮১) ও তাঁর অতিরিক্ত সানাদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

আমি বলব, হাদীসটিতে দু'টি উপকারিতা আছে ঃ

প্রথম ঃ ছবি টাঙ্গানো অথবা যে জিনিসে ছবি আছে তা হারাম।

দ্বিতীয় ঃ শরীর বিশিষ্ট হোক বা শরীর ছাড়া হোক সকল প্রকার ছবি বানানো নিষেধ, অপর বাক্যে বলা যায়, যার ছায়া আছে আর যার ছায়া নেই সকল প্রকার ছবি নিষিদ্ধ এটা জমহুর বা অধিকাংশ আলিমদের মত।

ইমাম নাববী বলেছেন কিছু সংখ্যক সালাফ ঐ ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার অভিমত দিয়েছেন যার ছায়া আছে। আর যার ছায়া নেই তাতে কোন অসুবিধা নেই এটা বাতিল মত। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পর্দাকে অপছন্দ করেছিলেন তাতে যে ছবি ছিল তার ছায়া ছিল না। এ সত্ত্বে তিনি তা অপসারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইদানিংকালে উক্ত মাসয়ালা সম্পর্কে যারা লেখালিখি করেছেন তারা আয়িশার হাদীস সম্পর্কে এ উত্তর দিয়েছেন যে, এ ছবি বাস্তবতা বিরোধী, মিথ্যা, বর্ণনাকারী। যেহেতু বাস্তবেব পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া নেই। সে জন্যই রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অংকনকে অপছন্দ করেছেন।

আমি বলব ঃ এ জবাব বিভিন্ন দিক দিয়ে বাতিল।

প্রথম ঃ হাদীসে সামান্যতমও ইশারা নেই যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবিটিকে বাস্তবতার বিরোধী হওয়ার জন্য অপছন্দ করেছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে,

وَعَنْهَا قَالَتْ: «حَشَوْتُ وِسَادَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ، فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ [أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ]، قَالَ: مَا بَالُ هٰذِهِ الْوِسَادَةِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا، قَالَ: أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قَالَتْ: فَمَا دَخَلَ حَتَّى أَخْرَجْتُهَا]».

কারণ অন্য কিছু। আর তা হল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা। নিশ্চয় যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা। তিনি সকল ছবিকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাকে নির্দিষ্ট কোন প্রকারে উল্লেখ করেননি। সে জন্যই তিনি পর্দা ছিড়ে ফেলেছেন। এবং ছবি সরানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন। নিষিদ্ধকারীর নিষেধের কারণ তা হল ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করা, আর এটা খুবই স্পষ্ট।

দ্বিতীয় ঃ যদিও নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপছন্দ করার কারণে বৈপরীত্য হওয়া যা সম্মানিত লেখক লিখেছেন। তাহলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশার খেলনার মধ্যে ঐ ঘোড়াকে রাখতে সম্মতি দিতেন না যারও দু'টি ডানা ছিল। যা অপর এক ঘটনাতে বর্ণিত হয়েছে। আর তা ৪০তম মাস'আলায় পঞ্চম হাদীসে আসবে। এর দ্বারাই সম্মানিত লেখকের কথা বাদ পড়ে যায়। ছায়ার হাদীসটি মুহকাম তার বিরোধী কোন হাদীস নেই।

আবূ তালহাব হাদীস ঃ "ফেরেশতা ঐ ঘরে ঢুকে না যাতে ছবি থাকে। যদি কাপড় ছাপ দেয়া ছবি হয় তাহলে প্রবেশ করে।"

এ হাদীসের অর্থ হল কাপড় ঝুলিয়ে রাখা ব্যতীত নিচে রাখা। যেমনভাবে আয়িশার হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। তাতে স্পষ্ট যে, যে ঘরে সর্বদা ছবি ঝুলানো থাকে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তবে এর বিপরীত হল যখন তা নিচে থাকে। যেমন আয়িশাহ (রাঃ)-এর কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছবি বিশিষ্ট বালিশে হেলান দিতে দেখেছি। এ ছবি যা ফেরেশতাদেরকে ঘরে প্রবেশে বাধা দেয় না। অতএব আয়িশাহ (রাঃ)-এর হাদীস সুস্পষ্ট যেটা আবূ তালহার হাদীসকে খাছ বা স্বতন্ত্র করে দেয় বিধায় ব্যাপককে গ্রহণ করা বৈধ নয় যেভাবে লেখকগণ লিখেছেন।

২। আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য একটি বালিশ তৈরী করলাম তাতে ছবি ছিল। সেটা গদির মত মনে হত, তিনি দু' দরজার মাঝে দাঁড়ালেন এবং তার চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল। আমি বললাম, আমাদের কি হল হে আল্লাহর রসূল! আমি যে গুনাহ করেছি তার জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করছি, তিনি বললেন ঃ এ বালিশটির কি হল? আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, আমি আপনার জন্য বালিশটি তৈরী করেছি যাতে আপনি ওটার উপর হেলান দিতে পারেন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান না যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর যে ছবি তৈরী করে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তা জীবিত করো? অপর বর্ণনায় আছে এই ছবি মালিকদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। [আয়িশা (রাঃ) আমি তা বাহির না করা পর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন না।(১)

৩। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ঃ

«أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تِمْثَالُ [الرِّجَالِ]، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ [فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ]، وَإِذَا الْكَلْبُ [جَرْوٌ] لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ، كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَحْتَ سَرِيرِهِ)، [فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! مَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ؟ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا دَرَيْتُ]، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، [ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ]».

১। বুখারী (২/১১, ৪/১০৫), আবু বকর শাফিয়ী আল ফাওয়ায়িদ (৬/৬৮) বর্ধিত অংশ তারই। সানাদ সহীহ।

আমার কাছে জিবরীল (আঃ) আসলেন। এসে আমাকে বললেন, আমি গতরাতে আপনার কাছে এসেছিলাম। দরজার ঝুলানো ছবি ব্যতীত অন্য কোন কিছু ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেনি। তখন বাড়ীতে হালকা কাপড়ের পর্দা ছিল যাতে ছবি ছিল। এবং ঘরের ভিতর কুকুর ছিল। তাই ঘরের মধ্যে যে ছবি আছে তার মাথা নষ্ট করতে বলুন। অতঃপর তা গাছের ন্যায় হয়ে যাবে(ক) এবং পর্দাটিকে কেটে টুকরা করতে নির্দেশ দিন, এর দ্বারা দু'টি গদি বানাতে বলুন। এবং কুকুরটি বাহির করতে বলুন। (যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে তাতে আমরা ঢুকিনা) যখন দেখা গেল কুকুরটি হাসান ও হোসাইনের। যা তাদের নীচের সাড়িতে ছিল (অন্য বর্ণনায় খাটের নীচে) তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়িশাহ! এ কুকুর কখন ঢুকল। আয়িশাহ বললেন আল্লাহর শপথ আমি জানি না। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা বের করার নির্দেশ দিলে বের করা হল। (এরপর হাতে পানি নিলেন কুকুরের স্থানে ছিটিয়ে দিলেন।(১)

---

(১) হাদীসটি সহীহ, এটা পাঁচজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

প্রথম ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত প্রসঙ্গ তাঁরই, আবূ দাউদ (২/১৮৯), নাসাঈ (২/৩০২), তিরমিযী (৪/২১), ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন (১৪৮৭), আহমাদ (২/৩০৫-৩০৮, ৪৭৮), আবদুর রায্যাক আল জামে' (৬৮ নং), ইবনু কুতাইবাহ গরীবুল হাদীস (১/১০০/১), বাগাবী শরহুস সুন্নাহ (৩/২১৮/১), রিয়া আল-মুখতার (১০/১০৮১) তাঁদের সানাদ সহীহ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঃ আয়িশাহ ও মাইমুনাহ (রাঃ)। মুসলিম (৬/১৫৬), আবূ আওয়ানাহ (৮/২৪৯-২৫০, ২৫৩/২), আহমাদ (৬/১৪২-১৪৩, ৩৩০), বাগাবী (৩/২১৭/১), তাহাবী মুশকিল (১/৩৭৬-৩৭৭), আবূ ইয়ালা (৩৩/২, ৩৩৫/২)।

চতুর্থ ঃ আবূ রাফে' (রাঃ)। আর রুইয়ানী (২৫/১৩৯/২), অতিরিক্তের দ্বিতীয় অংশ তারই বর্ণনা, আর শেষ অতিরিক্ত মাইমুনাহ (রাঃ)-এর বর্ণনা যা আয়িশাহ (রাঃ)-এর অন্য বর্ণনার সাথে পূর্বে গত হয়েছে। আর সমস্ত বর্ণনা আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) করেছেন তা আহমাদ ও অন্যান্যদের গ্রন্থে রয়েছে।

পঞ্চম ঃ উসামাহ বিন যায়েদ (রাঃ) যা তাহাবী হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন।

(ক) এটা সুস্পষ্ট দলীল যে, ছবি আসল আকৃতি থেকে পরিবর্তন করে দিলে তা ব্যবহার করা বৈধ হয়ে যায়। এটা ঐ ব্যাপারে আসছে যে ছবির চিহ্ন পরিবর্তনের কারণে অন্য আকৃতি তৈরী হয়। কিছু সংখ্যক ফুকাহা এটা দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন তার জীবন থাকবে না তখন ঐ ছবি ব্যবহার করা যায়।

২। দেয়াল কার্পেট বা গালিচা দ্বারা ঢেকে দেয়া ঃ

দ্বিতীয় কাজটি পরিত্যাগ করা উচিত। কার্পেট বা অন্য কিছু দিয়ে দেয়াল ঢেকে দেয়া। যদিও রেশমের না হয়। কেননা এটা অপচয়। শরীয়ত অসমর্থিত সৌন্দর্য। এটা আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঃ

এ ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা প্রকাশ্য। আমরা এ কথার দিকেই যাবো যে, দৃঢ়ভাবেই ছবির সমস্ত প্রকার হারাম। তবে আমরা যে ছবিতে প্রকৃত উপকারিতা আছে তা তৈরীর ব্যাপারে নিষেধ দেখি না। যা ক্ষতির সাথে সম্পৃক্ত করে তা ব্যতীত। আর এ উপকারিতাসমূহ প্রত্যাখ্যন করা সহজন নয় যার পদ্ধতি মূলত বৈধ। যেমন ঐ ছবি যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। ভূগোলবিদদের প্রয়োজন হয় এবং শিকার সংগ্রহকারীদের সহযোগিতায় ও তাদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনে ইত্যাদি। কেননা এতে বৈধতা রয়েছে বরং কোন সময়ে কখনো তা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে দু'টি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ لِيْ بِصَوَاحِبِيْ يَلْعَبْنَ مَعِيْ.

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি দূহিতা বা কন্যাদের নিয়ে খেলতেন আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বান্ধবীদের নিয়ে আসতেন, তারা আমার সাথে খেলতেন।

বুখারী (১০/৪৩৩), মুসলিম (৭/১৩৫), আহমাদ (৬/১৬৬, ২৩৩, ২৩৪) শব্দবিন্যাস তারই, ইবনু সা'দ (৮/৬৬)।

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا بَنَاتٌ - تَعْنِيْ اللَّعَبُ - فَكَانَ إِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ مِنْهَا.

অন্য বর্ণনায় আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর জন্য কন্যা অর্থাৎ খেলনা বা পুতুল কন্যা ছিল। অতঃপর যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করতেন তখন তিনি তা তাঁর কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতেন।

আবূ আওয়ানাহ বলেন ঃ যাতে তিনি নিষেধ না করেন। [ইবনু সা'দ (৮/৬৫) সানাদ সহীহ]

অতি সত্বর অন্য হাদীস আসছে তাতে আছে আয়িশাহ (রাঃ) ঘোড়া বানিয়েছিলেন তার কাপড়ের দু'টি পাখা ছিল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কন্যাদের খেলার জন্য কন্যার ছবি, পুতুল তৈরী করা বৈধ। আর এটা সাধারণভাবে ছবি নিষেধের থেকে স্বতন্ত্র। আর তিনি জামহুর বা বেশীর ভাগ আলিমদের থেকে সংকলন করেছেন যে, তাঁরা ছোট কন্যাদের অনুশীলনের জন্য খেলনা বা পুতুল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَائِباً فِيْ غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَلَمَّا تَحَيَّنْتُ قُفُوْلَهُ، أَخَذْتُ نَمَطاً [فِيْهِ صُوْرَةٌ] كَانَتْ لِيْ، فَسَتَرْتُ بِهِ عَلَى الْعُرْضِ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلَقَّيْتُهُ فِيْ الْحُجْرَةِ، فَقُلْتُ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلٰى قُرَى الْأَنْصَارِ [الَّتِيْ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ]، مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ، قَالَتْ : فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا [الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ]، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، [فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا]، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَإِذَا سَأَلُوْنَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيْهِمْ حَتّٰى يُتِمُّوْا صَوْمَهُمْ).

রুবাই' বিনতে মু'আওবিয হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিবসে সকালে এক ব্যক্তিকে মাদীনার আশপাশের প্রান্ত বস্তুগুলিতে পাঠালেন, এজন্য যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে সকাল করেছে সে যেন দিনের বাকী সময় রোযা রাখে এবং যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় সকাল করেছে সে যেন রোযা পূর্ণ করে। রুবাই' বলেন ঃ এরপরে আমরা রোযা করেছিলাম এবং আমাদের বালকদেরকে রোযা রাখাতাম। [তাদের ছোটরাও রোযা রাখত এবং আমরা মাসজিদে যেতাম] এবং তাদেরকে রঙিন পশমের খেলনা বা পুতুল দিতাম। [আর আমাদের সাথে তাদেরকে নিয়ে যেতাম।] অতঃপর যখন তাদের কেউ খানার জন্য কাঁদত তখন আমরা তাকে খেলনা দিতাম। এমনকি ইফতারের সময় হয়ে যেত। অপর বর্ণনায় আছে, যখন তারা আমাদের নিকট খাদ্য চাইত আমরা তাদেরকে পুতুল দিতাম তাতে তারা মত্ত হয়ে থাকত, এমনকি তারা তাদের রোযা পূর্ণ করে ফেলত। বুখারী (৪/১৬৩ শব্দ বিন্যাস তারই মুসলিম (৩/১৫২) অতিরিক্ত ও অন্য বর্ণনাটি তাঁরই।

এ দু'টি হাদীস দ্বারা ছবি তৈরী করা ও সঞ্চয় করে রাখা বৈধ যখন তা সঠিক লালন পালন সংস্কৃতি সভ্যতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে ছবি সুরাত হতে হবে। এছাড়া অবশিষ্ট সকল মূল ছবি হারাম। যেমনভাবে উলমা মাশাইখদের, সম্মানিত ব্যক্তিদের, বন্ধু-বান্ধবদের অন্যান্য ছবি তোলা যাতে কোন উপকারিতা নেই। তাই হারাম। বরং তা কাফিরদের ইবাদাতের মূর্তির সাদৃশ্যতা রাখে। আল্লাহই অধিক ভাল জানেন।

اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَعَزَّ [كَ] فَنَصَرَكَ، وَأَقَرَّ عَيْنَيْكَ وَأَكْرَمَكَ. قَالَتْ : فَلَمْ يُكَلِّمْنِيْ! وَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبَ، وَدَخَلَ الْبَيْتَ مُسْرِعاً، وَأَخَذَ النَّمَطَ بِيَدِهِ، فَجَبَذَهُ حَتّٰى هَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ : [أَتَسْتُرِيْنَ الْجِدَارَ ؟!] [بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ ؟!] إِن اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيْمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ [وَالطِّيْنَ. قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيْفاً، فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَيَّ] [قَالَتْ : فَكَانَ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا]».

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জিহাদ করার জন্য বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন। যখন তার ফিরে আসার সময় হয়েছে বলে আমি মনে করলাম। আমি একটি বিছানার চাদর কিনলাম। (যাতে ছবি ছিল) যা আমার জন্য ছিল। তা দিয়ে একপাশে পর্দা করলাম। যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা করার জন্য ঘরে ঢুকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ- সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি বিজয় দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আপনার চক্ষুদ্বয়কে শীতল করেছেন ও সম্মানিত করেছেন। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি আমার সাথে কথা বললেন না। আমি তার চেহারায় রাগ দেখতে পেলাম এবং তিনি দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। আর চাদরটি হাতে নিলেন। সেটাকে নষ্ট না করা পর্যন্ত ঘষাঘষি করলেন। এরপর বললেন, (তুমি কি দেয়ালে পর্দা কর?) এমন পর্দা দিয়ে যাতে ছবি আছে? আল্লাহ আমাদের যা দান করেছেন তা দিয়ে পাথরকে পর্দা করতে বলেননি এবং মাটিকে(১) আয়িশাহ

১। ইমাম বাইহাকী বলেন ঃ মাটিকে পর্দা করা শব্দটি প্রমাণ করে শরীয়তের দৃষ্টিতে দেয়ালে পর্দা করা অপছন্দনীয়। যদিও শব্দটি বলার উদ্দেশ্য হল মূর্তির ছবি থাকার কারণে।

আলবানী বলেন, আমার মতে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো দু'টি যা বাইহাকী বর্ণনা করেছেন। দেয়ালে পর্দা করার ব্যাপারে স্পষ্ট দু'টি অতিরিক্ত বর্ণনা এসেছে প্রথমতঃ তাতে ছবি ছিল। দ্বিতীয়তঃ তুমি কি দেয়ালে পর্দা লাগাও। এর মধ্যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাইহাকী বলেছেন এ সমস্যা না থাকলেও ও পর্দা করা যাবে না।

(রাঃ) বলেন, সে পর্দা কেটে দু'টি বালিশ বানালাম। এবং এ দু'টির মধ্যে সূতা বা আশ ভরলাম। এ কাজের জন্য নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খারাপ মনে করেননি। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টির উপর হেলান দিতেন।[২]

এজন্য কোন কোন সালাফগণ দেয়ালে পর্দা করা বাড়ীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।

قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : «أَعْرَسْتُ فِيْ عَهْدِ أَبِيْ، فَآذَنَ أَبِيْ النَّاسَ، وَكَانَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فِيْمَنْ آذَنَّا، وَقَدْ سَتَرُوْا بَيْتِيْ بِنِجَادٍ أَخْضَرَ، فَأَقْبَلَ أَبُوْ أَيُّوبَ فَدَخَلَ، فَرَآنِيْ قَائِماً، وَاطَّلَعَ فَرَأَى الْبَيْتَ مُسْتَتِراً بِنِجَادٍ أَخْضَرَ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ! أَتَسْتُرُوْنَ الْجُدُرَ؟! قَالَ أَبِيْ : - وَاسْتَحْيَى - غَلَبَنَا النِّسَاءُ أَبَا أَيُّوْبَ! فَقَالَ : مَنْ [كُنْتُ] أَخْشَى [عَلَيْهِ] أَنْ تَغْلِبْنَهُ النِّسَاءَ فَلَمْ [أَكُنْ] أَخْشَى [عَلَيْكَ] أَنْ تَغْلِبْنَكَ! ثُمَّ قَالَ : لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَاماً، وَلَا أَدْخُلُ لَكُمْ بَيْتاً. ثُمَّ خَرَجَ رَحِمَهُ اللهُ».

পর্দা করা অপছন্দীয় হাদীস থেকে যা বুঝা গেল। শাফিয়ীগণ সে কথা গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে যেমন বাগাবী শারহুস সুন্নাহ (৩/২১৮/২) বলেছেন ঃ দেয়াল পর্দা করা হারাম হওয়া সম্পর্কে আবু নসর মাকদেসী স্পষ্ট করে এ হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন। আর মতপার্থক্য ঐ ক্ষেত্রে যখন পর্দা রেশমী বা স্বর্ণযুক্ত না হয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ আল-ইখতিয়ারাত ১৪৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ রেশম ও সোনা হারাম। তেমনি ভাবে রেশমের কাজ বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরা পুরুষ ও দেয়ালের জন্য হারাম এবং মহিলাদের নির্দিষ্ট পোশাক পরাও পুরুষদের জন্য হারাম। দেয়ালে পর্দা করা, বা কাপড় লাগানো বিছানোর মতই। এতে চিন্তাভাবনার বিষয় আছে। কেননা এটা পোশাকের অর্ন্তভূক্ত নয়। তিনি বলেন, প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন দরজা দ্বারা তা বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকলে দরজায় পর্দা লাগানো অনুচিত। তেমনিভাবে বারান্দা বা করিডোরে ও প্রয়োজন ছাড়া পর্দা লাগানো উচিত নয়। কেননা প্রয়োজনের চাইতে যাই বেশী করা হয় তাই অপচয়ের শামীল। এটা কি হারামের পন্থায় পড়ে? এতে চিন্তাভাবনার ব্যাপার আছে।

২। মুসলিম (৬/১৫৮), আবু আওয়ানা (৮/১৫৩/১), দ্বিতীয় বর্ধিত সহ তার বর্ণনা। ইবনু সা'দ (৮/৩৪৪), আহমাদ (৬/২৪৭), আবু বকর শাফিয়ী আল যাওয়ায়িদ (৬৮/২) প্রমুখ।

সালিম বিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমি আমার পিতা বেঁচে থাকাকালীন অবস্থায় বিবাহ করলাম, আমার পিতা লোকজনকে দাওয়াত দিলেন। যাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আবূ আইয়ুব ছিলেন। লোকজন আমার ঘর সবুজ রংয়ের বিভিন্ন কাপড় দ্বারা সাজিয়েছে। আবূ আইয়ুব আসলেন এবং ঘরে ঢুকলেন। তিনি আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন সবুজ কাপড় দ্বারা বাড়ী ঘর পর্দা করা হয়েছে, তখন তিনি বললেন ঃ হে আব্দুল্লাহ! তোমরা কি দেয়ালে পর্দা লাগাও? আমার পিতা লজ্জিত হয়ে বললেন, হে আবূ আইউব! মহিলারা এ কাজে আমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। তখন আবু আইউব বললেন ঃ যাদের উপর মহিলারা প্রাধান্য বিস্তার করেছে বলে এমন ভয় করতাম তোমার উপরও প্রাধান্য পাবে বলে আমি পূর্বে এরূপ মনে করতাম না। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের খানাও খাব না। তোমাদের ঘরেও প্রবেশ করব না। অতঃপর তিনি (রহঃ) বের হয়ে গেলেন।[১]

৩। পর্দা ও অন্যকিছু উৎপাটন করা?

তৃতীয় ঃ কিছু সংখ্যক মহিলারা কিছু কাজ তাদের পর্দা উঠিয়ে করে থাকে। যেমন কপালে মেকআপ করে, ধনুক বা চাঁদের মত করে কাজল লাগায়। তাদের ধারণা মতে এটা তারা সৌন্দর্যের জন্য করে থাকে। এটা ঐ কাজের অর্ন্তভুক্ত যা করতে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ও লানত করেছেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

«لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، [وَالْوَاصِلَاتِ]، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ؛ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ».

উলকি চিহ্নিতা, উলকি অনুসন্ধানকারিণী, নকল চুল লাগানো মহিলা চেহারার লোম (ভ্রু) উৎপাটনকারী আর যে ভ্রু উৎপাটন করতে চায় এমন নারী এবং সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ঘষে বিদীর্ণকারিণী আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনকারিণীদেরকে আল্লাহ লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন।[২]

১। ত্বরানী (১/১৯২/২), ইবনু আসাকীর (৫/২১৮/২), বাগাবী শারহুস সুন্নাহ (৩/২৪১)।

২। বুখারী (১০/৩০৬, ৩১০, ৩১১, ৩১২), মুসলিম (৬/১৬৬, ১৬৭), আবু দাউদ (২/১৯১), তিরমিযী (৩/১২), দারেমী (২/২৭৯), আহমাদ (৪১২৯ নং), ইবনু বাত্তা আল ইবানাহ (১/১৩৬, ২-১৩৭/১), ইবনু আসাকীর, ত্বরানী, হাইসাম বিন কুলাইব।

৪। নেল পালিশ মাখা ও নখ লম্বা করা ঃ

চতুর্থ ঃ নখে নেল পালিশ মাখা ও লম্বা করা নিকৃষ্টতম অভ্যাস, যা ইউরোপীয় চরিত্রহীনা ব্যাভিচারিণীদের অভ্যাস। আজকাল অনেক মুসলিম নারীদের মাঝেও তা প্রবেশ করেছে এবং যা কিছু কিছু যুবকরাও করে থাকে। এতে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন ও এর কর্তার উপর আল্লাহর লা'নত হয়। আবার কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। যা বহু হাদীসে আছে। তার মধ্যে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ঃ

« ... وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »

যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ (সাদৃশ্য) করবে সে তাদেরই অর্ন্তভুক্ত।(১)

এটা ফিতরাতেরও ও পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

এটাই আল্লাহর ফিতরাত বা প্রকৃতি যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর-রুম ৩০ আয়াত)

আর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ : اَلْاِخْتِتَانُ، وَالْاِسْتِحْدَادُ، (وَفِي رِوَايَةٍ : حَلْقُ الْعَانَةِ)، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ».

ফিতরাতী কাজ (প্রকৃতি স্বভাবজাত কাজ) পাঁচটি। খাৎনা করা, (ক্ষৌর কার্য করা) অপর বর্ণনায় নাভীর নিচের লোম মুণ্ডানো। মোচ খাটো করা, নখ কর্তন করা, বগলের লোম তুলে ফেলা।(২)

وَقَالَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وُقِّتَ لَنَا (وَفِي رِوَايَةٍ : وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ) فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا تَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً».

১। আবূ দাউদ, আহমাদ, হামীদের আল মুনতাখাব (৯২/২১)।

২। বুখারী (১০/২৭৬-৩৭৮), মুসলিম (১/১৫৩), আবূ দাউদ (২/১৯৪), নাসাঈ (১/৭), আহমাদ (২/২২৯, ২৩৯, ২৮৩, ৪১০, ৪৮৯, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত।

আনাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন অপর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য মোচ খাট করা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ান, নাভীর নিচের লোম মুণ্ডানোর সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। চল্লিশ রাতের অধিক সময় যেন ছেড়ে রাখা না হয়।(১)

৫। দাড়ি মুণ্ডানো ঃ

পঞ্চম ঃ দাড়ি কামানো পূর্বের কাজের মতই নিকৃষ্ট কাজ। সুস্থ রুচিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট তার চাইতে অধিক নিকৃষ্ট কাজ নেই। অনেক পুরুষকেই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তারা দাড়ি মুণ্ডায় সৌন্দর্যের জন্য। যা ইউরোপীয় কাফিরদের অনুকরণ করার মতই। এমনকি আজকাল নতুন বর তার নববধূর কাছে দাড়ি না মুণ্ডিয়ে প্রবেশ করা লজ্জাকর ও অসম্মানজনক কাজে পরিণত হয়েছে।

এতে বিভিন্ন রকম বৈপরীত্য রয়েছে ঃ

(ক) আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন ঃ আল্লাহ তা'আলা শাইতন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا﴾

"যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শাইতন বলল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দিব, তাদেরকে পশুর কর্ণ ছিদ্র করতে নির্দেশ দিব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দিব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শাইতনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হবে।" (সূরা আন-নিসা ১১৯)

১। মুসলিম (১/১৫৩), আবু আওয়ানা (১/১৯০), আবূ দাউদ (১/১৯০), নাসাঈ (১/৭১), তিরমিযী (৪/৭), আহমাদ (৩/১২২, ২০৩, ৩৫৫), ইবনুল আরাবী আল-মু'জাম (৪১/১), ইবনু আদী (২০১/২), ও ইবনু আসাকীর (৮/১৪২/১) প্রমুখ।

এটা স্পষ্ট দলীল যে, আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন আল্লাহর অনুমতির অন্তর্গত নয়। শাইতনের কাজের অনুসরণ করা। দয়াময় আল্লাহর কাজের বিরোধিতা করা। নিশ্চয় সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনকারিণীদের উপর আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নৎ করেছেন, যা কিছু পূর্বে গত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সৌন্দর্যের জন্য দাড়ি মুণ্ডানো বর্ণিত সকল দিক দিয়ে এটা লা'নতের অর্ন্তভুক্ত। আর আমি বলব, (আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত যে কাজ করা হয়) যাতে কেউ ধারণা না করে এটা উল্লেখিত পরিবর্তনের মত যেমন নাভীর নীচের লোম মুণ্ডানো অনুরূপ যা করার জন্য শরীয়ত প্রনেতা অনুমতি দিয়েছেন। বরং তিনি এটাকে মুস্তাব অথবা ওয়াজিব করেছেন।

(খ) রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের বিরোধিতা করা ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

«أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللُّحَى»

মোচ একেবারে খাটো কর(১) এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।(২)

১। অর্থাৎ মোচ (গোফ) একেবারে খাটো কর। যা ঠোটের উপর ঝুলে থাকে। একবারে সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডানো চলবে না। কেননা এটা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আমলের পরিপন্থী। এজন্য ইমাম মালিককে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে ব্যক্তি মোচকে মুন্ডায় তার বিধান কি? তিনি বললেন, আমি মনে করি এটা মার দিয়ে কষ্ট দেয়া। আর যে ব্যক্তি মোচ মুন্ডায় তার সম্পর্কে বলেন ঃ মোচ মুণ্ডানো বিদ'আত যা মানুষের মাঝে আজকাল প্রকাশ পেয়েছে। বাইহাকী (১/১৫১) দেখুন ফাতহুল বারী ১০/২৮৫/২৮৬ এজন্য ইমাম মালিক মোচ সমৃদ্ধ ছিলেন। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়েদ বিন আসলাম, তিনি আমির হতে।

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه كَانَ إِذَا غَضِبَ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ،

আমির বিন আবদিল্লাহ বিন যুবাইর হতে বর্ণিত যে, উমার (রাঃ) যখন রেগে যেতেন তখন মুচ পাক দিতেন ও গর্ববোধ করতেন।

তাবরানী মু'জামুল কাবীর (১/৪১) সহীহ সনদে। আবূ যুরয়াহ তার তারীখ ১/৪৬ বাইহাকী বর্ণনা করেন ঃ নিশ্চয় পাঁচজন সাহাবী তাঁদের মোচ লম্বা রাখতেন। তাঁরা ঠোটের কোনের মোচ বড় করে রাখতেন এর সনদ হাসান। ইবনু আসাকির (৮/৫২০/২)

জ্ঞাতব্য যে, নির্দেশ কারণ থাকলে ওয়াজিবের উপকারিতা দেয়। আর এখানে কারণ রয়েছে তা হল তাকীদ বা গুরুত্ব, যা ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। বুখারী(১০/২৮৯) শব্দ বিন্যাস তারই, মুসলিম (১/১৫৩), আবু আওয়ানাহ (১/১৮৯) প্রমুখ।

(গ) কাফিরদের সাদৃশ্যের অনুকরণ ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«جَزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللُّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ»

তোমরা গোঁফ খাটো করো, দাড়ি লম্বা করো। অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।(১)

এটাও ওয়াজিবের গুরুত্ব বুঝায়।

(ঘ) মহিলাদের সাদৃশ্য হওয়া ঃ

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের সাদৃশ্য ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।(২)

১। মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ তাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে আবূ হুরাইরাহ হতে।

২। বুখারী (১০/২৭৪), তিরমিযী (২/১২৯), বাগাবী (৫/১৪৫/২), ইবনু হিব্বান (২/৮৯), আবূ নাঈম আখবারে আসবাহান (১/১২০), ইবনু আসাকির (১৬৬/১)।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন ঃ দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। (আল কাওয়াকিবুদ দুরারী ১/১০১/২) উমর বিন 'আবদুল 'আযীয হতে বর্ণিত, দাড়ি মুণ্ডানো অঙ্গহানীর অন্তর্গত। আর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গহানী করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু আসাকির (১৩/১০১/২)

আল্লামা আলবানী বলেন, হে মুসলিম ভ্রাতৃবর্গ! অধিকাংশ লোক এ বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধোঁকায় পড়বেন না। যদিও তাদেরকে আহলে 'ইলম' বলা হয়। জেনে রাখুন, যে ইলম (জ্ঞান) আমলে পরিণত হয় না সে সম্পর্কে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হেদায়াত ও কুরআনে যা এসেছে তাহলো ঐ জ্ঞানের চাইতে মূর্খতা ভাল। আর এ কথা বলার অবকাশ রাখে না যে ব্যক্তি স্পষ্ট দলীলগুলিকে অপব্যাখ্যা করে খিয়ানত করে। এটা এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে হিদায়াতকে প্রত্যাখ্যান করে আর এটা কিছু লোকের এরূপ কথার ঝোকে পরে করে থাকে।

যেমন বলে দাড়ি লম্বা করা দীনী কোন কাজ নয়। বরং মুসলমানদের পছন্দনীয় দুনিয়াদারীর ব্যাপার।

তারা একথা বলে থাকে অথচ তারা জানে দাড়ি (লম্বা করা) একটি প্রকৃত স্বভাব জাত কাজ। যেমন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যা ইমাম মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। বস্তুত পক্ষে শরীয়াত ফিতরাতী কাজ পরিবর্তনকে গ্রহণ করে না। যেমন আল্লাহ

ষষ্ঠ ঃ প্রস্তাবের আংটি ঃ

কিছু সংখ্যক পুরুষের সোনার আংটি পরা, যাকে প্রস্তাবের আংটি বলে এটাও কাফিরদের অনুকরণ। কেননা এটা খ্রীষ্টানদের হতে মুসলমানদের মাঝে ঢুকেছে। এটা কুরআন হাদীসের স্পষ্ট বর্ণিত দলীলের বিরোধী যা পুরুষদের উপর সোনার আংটি পরা হারাম করে এমনকি মহিলাদের উপরও যা অচিরেই জানতে পারবেন। কিছু দলীল আপনার জ্ঞাতার্থে পেশ করা হলো।(৩)

তায়ালা বলেছেন,

﴿فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা আর-রুম ৩০ আয়াত)

হে আল্লাহ! তোমার প্রতিষ্ঠিত কথার উপর আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত রাখ।

এ কথা আর গোপন নেই যে, পুরুষের দাড়ি মুণ্ডানো এমন একটি অপরাধ যে দাড়ি দ্বারা আল্লাহ মহিলা হতে পুরুষদেরকে পৃথক করেছেন ও মহিলার উপর সম্মান দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় সাদৃশ্য আমরা যে দলীল পেশ করলাম এগুলি দ্বারাও বিরোধীদের পেট ভরবে না। অর্থাৎ সন্তুষ্ট হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করুন ঐ সমস্ত বিষয় যা অপছন্দ ও অসন্তুষ্টনীয়।

৩। এটা খ্রীষ্টানদের প্রাচীন রীতির দিকে ফিরে যাওয়া। যখন বর আংটি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর রাখত এবং পিতার নাম ধরে বলত। এরপর তা শাহাদাত আঙ্গুলির উপর রাখার জন্য পরিবর্তন করত এবং বলল, ছেলে; এরপর সেটা মধ্যমা আঙ্গুলির উপর রাখত এবং বলত রুহুল কুদুস (জিবরীল)। যখন বলত আমীন (কবূল) শেষে আংটি অনামিকাতে রাখত এবং থেকেই যেত।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত মহিলা ম্যাগাজিন নামে ১৯তম সংখ্যা ১৯৬০ সালে ৮ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করা হয়েছিল।

এর উত্তর দিয়েছিলেন (এ্যাঞ্জেল টানবোট) সে পত্রিকার প্রশ্নগুলি লিখে দেয়া হলো

وَالسُّؤَالُ هُوَ : «لِمَاذَا يُوْضَعُ خَاتَمُ الزَّوَاجِ فِيْ بِنْصَرِ الْيَدِ الْيُسْرٰى؟»

Why is the wedding ring placed on the third finger of the left hand?

বরের বাম হাতের অনামিকাতে কেন আংটি দেয়া হয়?

وَالْجَوَابُ : «يُقَالُ : إِنَّهُ يُوْجَدُ عِرْقٌ فِيْ هٰذِهِ الْإِصْبَعِ يَتَّصِلُ مُبَاشَرَةً بِالْقَلْبِ.

প্রথম হাদীস ঃ

«نَهٰى ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ»

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি পড়তে নিষেধ করেছেন।(৪)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ : «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلٰى جَمْرَةٍ مِّنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ؟!».

وَهُنَاكَ أَيْضاً الْأَصْلُ الْقَدِيْمُ، عِنْدَمَا كَانَ يَضَعُ الْعَرُوْسُ الْخَاتَمَ عَلٰى رَأْسِ إِبْهَامِ الْعَرُوْسَةِ الْيُسْرٰى ، وَيَقُوْلُ : بِاسْمِ الْأَبِ ، فَعَلٰى رَأْسِ السَّبَّابَةِ ، وَيَقُوْلُ : بِاسْمِ الْإِبْنِ ، فَعَلٰى رَأْسِ الْوُسْطٰى ، وَيَقُوْلُ : وَبِاسْمِ رُوْحِ الْقُدُسِ ، وَأَخِيْراً يَضَعُهُ فِيْ الْبِنْصَرِ - حَيْثُ يَسْتَقِرُّ - وَيَقُوْلُ : أٰمِيْنَ»

It is said there is a vein that runs directly from the finger to the heart.

Also, there is the ancient origin whereby the bridegroom placed the ring on the tip of birde's left thumb, saying : "In the name of the father" on the first finger, saying : "In the name of the son" on the second finger, saying : "And of the Holy Ghost", on the word "Amen", the ring was finally placed on the third finger where it remained.

বলা হয় এ আঙ্গুলে এমন একটি রগ আছে যা সরাসরি অন্তর হতে প্রবাহিত হয়। এতে করে প্রাচীন রীতি পালিত হয়। যখন বর কনের বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর আংটি রাখত এবং বলত পিতার নাম। তর্জনীর উপর রাখার সময় বলত ছেলেন নাম। মধ্যমা আঙ্গুলির উপর রাখার সময় বলত রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরীলের নামে বা ঐ ঈসার নামে। শেষে অনামিকা আঙ্গুলের উপর রাখত এভাবেই থাকত এবং বলত আমীন, কবুল কর।

৪। বুখারী (১০/২৫৯, ২৬০), মুসলিম (৬/১৩৫, ১৪৯), আহমাদ (৪/২৮৭), নাসাঈ (২/২৮৮), ইবনু সাঈদ (১/২/১৬১), আবূ হুরাইরাহ হতে এ অধ্যায়ে আলী এবং ইমরান হতে হাদীস বর্ণিত আছে।

فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خُذْ خَاتَمَكَ وَانْتَفِعْ بِهِ، قَالَ : لَا وَاللّٰهِ لَا آخُذُهُ أَبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকের হাতে সোনার একটি আংটি দেখতে পেলেন। তিনি সেটা খুলে ফেললেন এবং নিক্ষেপ করলেন। আর বললেন, তোমাদের কেউ কি তার হাতে আগুনের টুকরা (আংরা) রাখতে চায়? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হল তোমার আংটি নিয়ে নাও এবং এর দ্বারা উপকার গ্রহণ কর। সে বলল ঃ আল্লাহর শপথ! যে বস্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলে দিয়েছেন তা আমি কখনো নিব না।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ فِيْ يَدِهِ خَاتَماً مَنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْقَاهُ، [فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرَهُ فِيْ يَدِهِ فَـ] قَالَ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ.

আবূ সালাবাহ আল-খাশানী হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখলেন। তার হাতের দণ্ড দিয়ে তা আঘাত করতে লাগলেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্যমনস্ক হলেন তখন তা ফেলে দিল। এরপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন তার হাতে আর তা দেখতে পেলেন না, তিনি বললেন ঃ আবার তা দেখলে আমরা তোমাকে কষ্ট দিব ও জরিমানা করব।(২)

১। মুসলিম (৬/১৪৯), ইবনু হিব্বান (১/১৫০), তাবরানী (৩/১৫০/১-২) ও ইবনু দিবাজী আল-যাওয়ায়িদুল মুনতাকাহ (২/৮০/১-২)।

২। নাসাঈ (২/১৮৮), আহমাদ (৪/১৯৫), ইবনু সা'দ (৭/১৪৬), আবু নু'ঈম, আসবাহান (১/৪০০), নুমান বিন রাশিদ হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আতা বিন ইয়াযিদ হতে, তিনি আবূ সা'লাবাহ হতে। হাদীসটির বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু নু'মানের মুখস্থ বিদ্যায় গড়বড় ছিল। আলবানী বলেন, মুরসাল সূত্রে সহীহ সানাদ।

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلٰى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتماً مِنْ حَدِيْدٍ، فَقَالَ : هٰذَا شَرٌّ، هٰذَا حَلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ، فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتِماً مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীর হাতে স্বর্ণের আংটি দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আংটি ফেলে দিলেন। এরপর লোহার একটি আংটি বানালেন এরপর বললেন, এটা নিকৃষ্ট, এটা জাহান্নামীদের অলংকার। তিনি তা ফেলে দিলেন। এরপর রূপার একটি আংটি বানালেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে চুপ থাকলেন।(১)

১। আহমাদ (৬৫১৮, ৬৬৮০ নং), বুখারী আদাবুল মুফরাদ (১০২১ নং), আমর বিন শুয়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, এর সানাদ হাসান।

আকর্ষণীয় বিষয় ঃ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, লোহার আংটি ব্যবহার করা হারাম। কেননা এটাকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটির চাইতে খারাপ মনে করেছেন। কিছু সম্মানিত মুফতীদের বৈধ হওয়ার ফতোয়াতে যেন কেউ ধোকায় না পরেন। বুখারী মুসলিমের হাদীসের উপর নির্ভর করে তারা বলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে প্রস্তাব দানকারী ঐ ব্যক্তিকে বলেছেন যার কাছে মোহর দেয়ার মত কিছু ছিল না, যদি একটি লোহার আংটি হয় তাও খোঁজ করে দেখ, যা আমি ইরওয়াউল গালীলে (১৯৮৩) বর্ণনা করেছি। এ হাদীসটি লোহার আংটি বৈধ হওয়ার দলীল নয়। এজন্যই হাফেয ইবনু হাজার ফতুহুলবারীতে (১০/২৬৬) বর্ণনা করেছেন। অনেকেই হাদীসটি দ্বারা লোহার আংটি পরা বৈধ হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন এতে কোন দলীল নেই। কেননা মোহর গ্রহণ করা থেকে আংটি ব্যবহার করার বৈধতা গ্রহণ করা যায় না। সম্ভাবনা রাখে যে, আংটির বিক্রী লব্ধ টাকা দিয়া উপকার গ্রহণ উদ্দেশ্য করেছেন।

আল বানী বলেন, যদি ধরে নেয়া হয় যে, হাদীসটি লোহার আংটি পড়া বৈধ হওয়ার দলীল। তাহলে উচিত হলো পূর্বের হারাম ঘোষণাকারী হাদীস ও মুবাহ করার হাদীসের মধ্যে একত্রিকরণ পদ্ধতির কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা। যা পরস্পর বিরোধপূর্ণ দুটি হাদীসের মাঝে সমন্বয় করার পদ্ধতি। এটা স্পষ্ট যে, যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়।

এ মত গ্রহণ করেছেন আহমাদ, ইবনু রাহওয়াই (রহঃ), ইসহাক বিন মানসুর মারুযী ইমাম আহমাদকে বললেন ঃ লোহার আংটি না স্বর্ণের আংটি মাকরুহ। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, উভয়টিই মাসায়িল আল-মারুযী ২২৪ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম হাদীস ঃ

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيْراً وَلَا ذَهَباً »

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করবে না।(২)

ষষ্ঠ হাদীস ঃ

« مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي، فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ »

আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি স্বর্ণ পরিধান করে, অতঃপর সে স্বর্ণ পরিধান অবস্থায় মারা যায়। আল্লাহ তার উপর জান্নাতে স্বর্ণ পরিধান করা হারাম করে দিবেন।(৩)

এ কথা ইমাম মালেকও বলেছেন। যেমন ইবনু ওহাব বর্ণনা করেছেন আল জা'মে ১০১ পৃষ্ঠায়, এটা উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর কথা, যেমন তবাকাতে ইবনু সা'দ ৪/১১৪ পৃষ্ঠায় আছে। জামে' ইবনু ওহাব ১০০ পৃষ্ঠা, আব্দুর রায্যাক ও বাইহাকী শু'বুল ঈমান, 'আল জামে'উল কাবীর (১৩/১৯১/১)।

মুয়াইকিব যা বর্ণনা করেছেন তার বর্ণনা ও এ হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেছেন,

«كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيداً مَلْوِيّاً عَلَيْهِ فِضَّةً، قَالَ : وَرُبَّمَا كَانَ فِيْ يَدِي، فَكَانَ مُعَيْقِيْبٌ عَلَي خَاتَمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লোহার আংটি ছিল তা রোপ্য দ্বারা কাজ করা ছিল। কখনো তা তার হাতে থাকত। মুয়াইকীব রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীল মোহরের দায়িত্বে ছিলেন।

আবূ দাউদ (২/১৯৮), নাসাঈ (২/২৯০), সহীহ সানাদে। এর তিনটি মুরসাল সমর্থবোধক হাদীস আছে। তবাকাতে ইবনু সা'দ (১/২/১৬৩-১৬৪), ইবনু হাজার ফাতহুল বারী (১০/২৬৫), ত্ববারানী (১/২০৬/২)।

২। আহমাদ (৫/২৬১), আবূ উমামাহ হতে মারফু' সূত্রে, সানাদ হাসান।

৩। আহমাদ (৬৫৫৬, ৬৯৪৭ নং), আবদুল্লাহ বিন আমর হতে মারফু' সূত্রে সানাদ সহীহ।

মাসআলাহ ঃ ৩৯. নারীদের উপর স্বর্ণের আংটি ও এ জাতীয় অলঙ্কার ব্যবহার হারাম প্রসঙ্গে।

নারীদের স্বর্ণালংকার ব্যবহার সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, স্বর্ণ দ্বারা বানানো আংটি ও এ জাতীয় অন্যান্য বস্তু যেমন, গলার হার, হাতের বালা ব্যবহারের নাজায়িয হওয়ার ক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষদের মাঝে শামিল। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত হাদীসে নারী-পুরুষের উল্লেখ না করে বরং স্বতন্ত্রভাবে স্বর্ণালংকার হারাম হওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে নারীগণ অবশ্যই তাতে অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইতিপূর্বে প্রথম হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠক! এখন আপনাদের সম্মুখে ইঙ্গিতকৃত বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত কতিপয় হাদীসসমূহ উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রথম হাদীস ঃ

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ بِحَلْقَةٍ مِّنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقاً مِن نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقاً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيْبَهُ سِوَاراً مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقاً (وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَاراً) مِنْ ذَهَبٍ، وَلٰكِنَّ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوْا بِهَا [الْعَبُوْا بِهَا، الْعَبُوْا بِهَا] »

যে ব্যক্তি তাঁর প্রিয়জনকে(১) জাহান্নামের অগ্নির আংটি পরিধান করাতে চায় সে যেন তাকে স্বর্ণের আংটি(২) পরিধান করায়। আর যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনের গলায় জাহান্নামের আগুনের হার পরাতে চায় সে যেন তাকে স্বর্ণের হার পরিয়ে দেয়।

১। এখানে حَبِيْبٌ শব্দটি فَعِيْلٌ শব্দের গঠনে ক্রিয়া বিশেষ্য হিসাবে এসেছে, যা অত্র স্থানে মাফউলের অর্থে ব্যবহারিত। সে হিসাবে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই حَبِيْبٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। আরবী ভাষায় এ ধরনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন বলা হয় رَجُلٌ قَتِيْلٌ ।وَامْرَأَةٌ قَتِيْلٌ। অতিসত্বর আবূ মূসার হাদীসে স্ত্রীলিঙ্গে حَبِيْبَة শব্দ আসবে ইনশাআল্লাহ।

২। নিহায়াহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে পাথর বিহীন আংটিকে হালকা বলা হয়।

আর যে ব্যক্তি তার আপনজনকে জাহান্নামের আগুনের বালা পরাতে চায় সে যেন তাকে স্বর্ণের বালা পরিয়ে দেয়। তবে তোমরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রূপাকে অবলম্বন করো এবং সেটা নিয়ে আনন্দ উৎসব করো তা নিয়ে খেলা করো, তা নিয়ে খেলা করো।(৩)

আমার মন্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেক গোলাকৃতির বস্তুকে হালকা বলা হয়ে থাকে। যখন তাকে কানে পরা হয় তখন তাকে কানের দুল বলা হয়। সুতরাং এতে করে বুঝা যাচ্ছে যে, অত্র হাদীস আংটিকে অবৈধ বলে সাব্যস্ত করে না। কিন্তু আমি এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছি যার মধ্যে অবৈধতা সাব্যস্ত হয়, তবে তার মধ্যে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে।

৩। আবূ দাউদ ২য় খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, আহমদ (২য় খণ্ড ৩৭৮ পৃঃ) আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি উসাইদ বিন আবূ উসাইদ আল বারাদ থেকে, তিনি নাফে' বিন আব্বাস থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই বর্ণনা সূত্রটি জাইয়্যেদ বা উত্তম এবং সমস্ত বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু ইবনু হিব্বান উসাইদ বিন আবূ উসাইদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাকে বিশ্বস্ত রাবী বলে প্রত্যায়ন করেছেন। আর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে একটি সম্প্রদায় তার থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম তিরমিযী কিতাবুল জানায়িযে (১০০৩) তাকে হাসান পর্যায়ের রাবী বলে বর্ণনা করেছেন এবং অন্য একদল সহীহ বলেছেন। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লামা যাহাবী ও হাফিয ইবনু হাজার তাকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী রাবী বলে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লামা শাওকানী তার নাইলুন আওতার (২য় খণ্ড, ৭০ নং পৃঃ) এ কথাটিকে প্রমাণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু হাযম এ কথা (১০নং খণ্ডে) ৮৩-৮৪ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা মুনযিরী তারগীব ১ম/২৭৩ পৃষ্ঠায় সানাদ সহীহ বলেছেন, সিরিয়ার দামেশ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস শাস্ত্র বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে হতে হানাফী মাযহাবের অনুসারী এক শিক্ষকের রচীত গ্রন্থ (দারাসাতুত তাত্‌বীকিয়াহ ফিল হাদীসিন নাবাবীয়্যাহ) সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। তিনি তথায় অধিকাংশ মাস'আলার ক্ষেত্রে অন্যমত ও মাযহাবকে উপেক্ষা করে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং আপন মাযহাব ও বিশ্বাসকে অটুট রাখার জন্য তার প্রতিকূলে বর্ণিত হাদীস সমূহকে প্রত্যাখান ও অপব্যাখ্যার অপচেষ্টা করেছেন।

শুধু তাই নয়, বরং তিনি এ ক্ষেত্রে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করা থেকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার ভাব ধরেছেন।

আর মাযহাবের পক্ষে বর্ণিত অনেক যঈফ হাদীসের দুর্বলতা কে প্রকাশ করা থেকে নিরবতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তথাপি আমরা তাকে এবং তার লিখনীকে সমালোচনার পাত্র বানাতে চাচ্ছিনা।

তবে হাদীস ও ফিকহর সমন্বয়ে সাব্যস্ত এ মাস'আলার উপর আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগের উত্তর দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যাতে করে এ বিভ্রান্তিকর ও ===

=== অসামঞ্জস্যজনক আলোচনা দ্বারা জ্ঞানপিপাসু যে সব ছাত্ররা তা উপলব্ধি করতে অক্ষম, তারা যেন প্রতারিত না হয়। এবং যেন এ মাস'আলার ক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত মত প্রাধান্য বিস্তার করে।

সম্মানিত পাঠক! তিনি আমাদের এ পুস্তিকার উদ্ধৃতি না দিয়ে এরই কতিপয় দলীল ও প্রমাণের উত্তর দিতে গিয়ে এ কিতাবের শেষ অংশে বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীসটি নিখুঁত নয়, কেননা এ হাদীসের সূত্রে উসাইদ বিন আবূ উসাইদ রাবী রয়েছে। যার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার মন্তব্য করতে গিয়ে 'সদুকুন' শব্দ প্রয়োগ করেন। আর এরূপ শব্দ আরোপিত ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ হতে পারেনা। কেননা তিনি তার সম্পর্কে সঠিক ও যথার্থভাবে হাদীস সংরক্ষণের প্রসংশা করেননি।

এর প্রতি উত্তরে আমরা প্রথমত বলব, উক্ত আলোচনা দ্বারা লিখকের জ্ঞানের গভীরতার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এবং বাস্তব তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেটও করেন। তবে একথাটা একেবারে সত্য যে হাদীস শাস্ত্রে পদার্পনকারী ছাত্রদের নিকট স্পষ্ট যে, প্রথমত হাদীস মানগত দিক দিয়ে তিনভাগ বিভক্ত। ১। সহীহ ২। হাসান ৩। যঈফ।

আর যে রাবী সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের বিদ্বানগণ সুদূক শব্দ প্রয়োগ করেছেন তাদের থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ বলে পরিগনিত হবে না। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, তাতে এটা সাব্যস্ত হচ্ছে না যে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীস যঈফ ও দোষযুক্ত যেমন ডঃ সাহেব ধারণা করেন। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, দু'প্রকার হাদীস (সহীহ-যঈফ) এর মাঝে অন্য এক প্রকার হাদীস রয়েছে যাকে হাদীসশাস্ত্র বিদ্বানদের পরিভাষায় হাসান বলা হয়।

সম্মানিত পাঠক! তাই আমাদের উপর এ বিষয়টাকে সুস্থ জ্ঞানে অনুধাবন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, তারা যে সমস্ত বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুদুক শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীস আমল ও বিধি-বিধান সাব্যস্তের ক্ষেত্রে কতটুকু গ্রহণযোগ্য! যাতে করে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে কথায় কথায় যঈফ ও এ ধরনের শব্দাবলী প্রয়োগ করে অত্যাচারী আলেমের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারি। তবে এ কথাটা সত্য এ বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জন করাটা হাদীস শাস্ত্রের বিদ্বানদের আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করা পর্যন্ত সঠিকভাবে অবগত হওয়া আমাদের উচিত। তাই আমি আপনাদের খিদমতে দু'জন মহাবিদ্বানদের এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখনী উপস্থাপন করার প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমজন হচ্ছেন হাফিয শামসুদ্দিন যাহাবী। আর অপরজন হচ্ছেন হাফিয আবুল ফযল বিন হাজার আসকালানী।

প্রথম ব্যক্তি তার লিখিত গ্রন্থ 'মীযানুল ইতি'দাল ফী নাক্বদির রিজাল গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে প্রয়োগকৃত শব্দাবলীর মধ্য থেকে মান সম্মত শব্দ তিনভাগে বিভক্ত।

প্রথম প্রকারের শব্দাবলী ঃ ثَبْتٌ حُجَّةٌ সাবতুন হুজ্জাতুন। ثَبْتٌ حَافِظٌ সাবতুন হাফিযুন। ثِقَةٌ مُتْقِنٌ সাক্বাতুন মুতক্বিনুন। ثِقَةٌ ثِقَةٌ সাক্বাতুন সাকাতুন।

=== দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ ঃ ثِقَةٌ সাক্বাতুন তৃতীয় প্রকারের শব্দাবলী। صُدُوقٌ সুদুকুন لَا بَأْسَ بِهِ লা বা'সা বিহি। لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ লাইসা বিহি বা'সা। اَلصَّدُوْقُ আসসিদক্কু। جَيِّدُ الْحَدِيْثِ জাইয়িদুল হাদীস। صَالِحُ الْحَدِيْثِ সালিহুল হাদীস। شَيْخٌ وَسَطٌ শাইখুন ওয়াসাতুন। شَيْخٌ حَسَنُ الْحَدِيْثِ শাইখুন হাসানুল হাদীস। صُوَيْلِحٌ সুওয়াইলিহুন। এ ধরণের অন্যান্য শব্দাবলী প্রয়োগ করা হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ ডঃ সাহেব যার উদ্ধৃতি দিয়ে উসাইদ বিন আবূ উসাইদ সম্পর্কে সদূক শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারই রচীত গ্রন্থ তাকরীবুত তাহযীবে বর্ণনাকারীদের স্তর ও শ্রেণী বিন্যস্ত করতে গিয়ে বলেন, তৃতীয় প্রকার হচ্ছে একটি সিফাত বা গুণ উল্লেখ। যেমন সেকাহ- মুতক্বীন, সাবাতুন, ইত্যাদি শব্দ।

চতুর্থ প্রকার ঐ সমস্ত বর্ণনাকারীগণ যারা মানগত দিক দিয়ে তৃতীয় প্রকার থেকে সামান্য কম। তাদের ব্যাপারে উসূলে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের বিদ্বানরা মন্তব্য করতে গিয়ে সদূকুন, লা বা'সা বিহি, 'লাইসা বিহি বা'স' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন।

সম্মানিত পাঠক! এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে যে, আল্লামা যাহাবী (রাঃ) 'জাইয়েদুল হাদীস' বা 'হাসানুল হাদীস' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগকৃত বর্ণনাকারীদের স্তরে ঐ সমস্ত বর্ণনাকারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতরা তাদেরকে সূদুক শব্দ দ্বারা প্রত্যায়ন করেছেন। তবে বাস্তবতার দৃষ্টিতে তাকালে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইবনু হাজার, উসাইদ ইবনু আবূ উসাইদ, নামক বর্ণনাকারী সম্পর্কে সূদুক শব্দ প্রয়োগ করার কারণে আল্লামা যাহাবী উপরোল্লিখিত এই ভাষ্যের বর্হিভূত নয়। কারণ, তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণনকারীদেরকে যে সমস্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রত্যায়ন করা হয়েছে তাদের থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ অবশ্যই বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হয়। আর চতুর্থ প্রকারের শব্দাবলীর মাধ্যমে যে সমস্ত বর্ণনাকারীদেরকে প্রত্যয়ন করা হয়েছে তাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস সমূহ হাসান বলে পরিগণিত হবে। এবং হাদীস শাস্ত্রের একজন মহান ব্যক্তি আল্লামা আহমাদ শাকির আলবায়িসুল হাসীস নামক গ্রন্থে একশত আঠার পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন। কিন্তু এই ছোট পুস্তিকাতে তার কথাটাকে উল্লেখ করা অসম্ভব হওয়ায় শুধুমাত্র ঈঙ্গিত করে ইতি করলাম। দুঃখের বিষয় উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও ডঃ সাহেব তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে তা অবহিত করেন নি। বরং তা গোপন রেখেছেন। একথাই কি বোঝানোর জন্য যে, তার মত বিশ্বাসের প্রতিকূলে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল! নাকি তার ডক্টরেট করাকালিন সময় থেকে এ পর্যন্ত তা অবগত হতে পারেননি?

দ্বিতীয় জওয়াব ঃ হাঁ যদি ক্ষণিকের জন্য মেনেও নেয়া হয় যে, উসাইদ বিন আবূ উসাইদ থেকে বর্ণিত হাদীসের সূত্রটি দুর্বল। তবে তা এমন পর্যায়ের দুর্বল নয় যা নিরসন অসম্ভব। বরং হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় সম্পর্কে রচিত গ্রন্থসমূহ রয়েছে যে, যদি কোন হাদীসের বর্ণনা সূত্রে সামান্যতম দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। আর সেই হাদীসটি দুর্বলসূত্র বাদ দিয়ে ===

=== অন্য সূত্রে বর্ণিত হয় অথবা যে সমস্ত শব্দাবলীতে দুর্বল হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যদি অনুরূপ শব্দ অথবা ঐ শব্দের মৌলিক অর্থটা অন্য শব্দে অন্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়, তাহলে হাদীসের দুর্বলতাটা দূরীভূত হয়ে যায় এবং হাদীসটি আমলের যোগ্য হয়ে যায়। অবশ্যই ডঃ সাহেব এ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং এরই দিকে তার ভাষ্য দ্বারা ইঙ্গিত যাওয়া যায়। কেননা তিনি আবূ মূসা থেকে বর্ণিত হাদীস حَلَّ الْإِنَاثِهَا এর সানাদগত মন্তব্য করতে গিয়ে করে বলেন যে, হাদীসটির সনদে সামান্যতম দুর্বলতা থাকলেও এ কিতাবের মূল অংশে সাওবান থেকে বিশুদ্ধ হাদীসে তার শাহেদ বা প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ডঃ সাহেব আবূ মুসা থেকে বর্ণিত হাদীসের দূর্বলতা নিরসনের জন্য এ কিতাবের মূল পাঠে সাওবান থেকে বর্ণিত হাদীসকে প্রমানিক সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করেন। অথচ সে হাদীসেই স্পষ্টভাবে স্বর্ণের হার ব্যবহারের অবৈধতা উল্লেখ রয়েছে। তা সত্তেও তিনি কি করে এ হাদীসকে প্রমানিক সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন?

অবশ্যই আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ডঃ এ হাদীসের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। বরং একে উপেক্ষা করে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং রিবয়ী বিন খিরাশ থেকে বর্ণিত হাদীসকে উল্লেখ করেন। অথচ আমি সেই হাদীসকে দুর্বল বলে সাব্যস্ত করেছি। আর ডঃ সাহেব এ দু'টি হাদীসের দ্বিতীয় হাদীসটিকে (অর্থাৎ আসমা বিনতে ইয়াযিদ হতে বর্ণিত হাদীসকে) অজ্ঞতা ও জ্ঞান শূন্যতার কারণে দুর্বল বলে অভিযুক্ত করেন। তবে এই ধরনের আরোপিত অভিযোগ কোন হাদীস শাহেদ বা প্রামানিক সাক্ষ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। ডঃ সাহেব এতটুকুতে ক্ষান্ত হননি, বরং এরপর তিনি বলেন, 'যে সব দুর্বল ও খুঁতযুক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিপক্ষ আপন মতের পক্ষে প্রমাণ দাঁড় করাতে চাচ্ছেন তা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং এ শ্রেণীর হাদীসকে আপন মত ও বিশ্বাসের স্থীতিশীলতার জন্য প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপনক করা ব্যঞ্জনীয় হবে না।' ডঃ সাহেবের এ সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

এক ঃ সাওবান থেকে বর্ণিত হাদীস তার সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই। বরং হাদীসটি তার স্বল্প জ্ঞানের আওতার বহির্ভূত যা অনুধাবন করা তার পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব। দুই ঃ অথবা তিনি হাদীসটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন কিন্তু প্রবৃত্তির চাহিদায় দুর্বলতার অভিযোগ তুলে হাদীসটিকে আমলের অযোগ্য মনে করেন।

যদি তাই হয় তাহলে এ হাদীস সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের মহান বিদ্বান ও মহান পণ্ডিত আল্লামা হাকিম ও মুনযিরী অনুরূপভাবে আল্লামা যাহাবী ও ইরাকী প্রমূখ কর্তৃক বিশুদ্ধ বলে যে মত ব্যক্ত করেন ডঃ সাহেবের পক্ষ থেকে তার বিপরীত ভূমিকাটা কি? বিদ্বানগণ কি সাওবান থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বিশুদ্ধ বলে যে মত ব্যক্ত করেছেন তাঁরা কি ভুল করেছেন? তাই তিনি এ হাদীসকে যঈফ বা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। নাকি আপন মত ও বিশ্বাসের প্রতিকূলে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটিকে যইফ বলেছেন? আর যদি এমনই হয় তাহলে সেটা কোন বিবেক সম্পন্ন ও জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। হাঁ যদি বলেন হাদীস শাস্ত্রের ক্বায়দা কানুন ও নিয়মাবলীর আলোকে সাওবান থেকে বর্ণিত ===

=== হাদীসকে যঈফ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাহলে আমরা বলব যে, বিদ্বানরা যে হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে জনসম্মুখে প্রচার প্রসার করেছেন তার মধ্যে বিদ্যমান গোপন ব্যধিকে উল্লেখ করা আবশ্যক ছিলো। কিন্তু আপনি এ ধরনের কোন অভিযোগের ভূমিকায় উপনীত না হয়ে নিরব ভূমিকা পালন করেছেন এবং অন্য দু'টি হাদীসকে যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করার পেছনে অনর্থক সময় নষ্ট করেছেন, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ সে দু'টি হাদীসের দুর্বলতা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

অত্যন্ত নির্লজ্জের বিষয় এটা যে, দামেশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া বিভাগের শিক্ষাদানরত একজন ডক্টরের জ্ঞান ও তাহকীক এত স্বল্প হতে পারে? আল্লাহর নিকট ই সমস্ত অভিযোগগুলো পেশ করছি। যিনিই একমাত্র এ বিষয়গুলোর সমাধান দিতে সক্ষম।

স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত ফিকহ বা জ্ঞানের উপর ডঃ সাহেব কর্তৃক আরোপিত বিতর্কের উপর আমাদের আপত্তি রয়েছে। তা হল একক মানুষের ধারণা যে, এ হাদীসটা একমাত্র পুরুষের ব্যাপারে বর্ণিত। কিন্তু গভীর ও সদূর বিস্তৃত জ্ঞানে তা সমর্থন করে না। তাই আমরাও প্রত্যাখ্যানের উপর তিনটি জওয়াব উপস্থাপন করব।

১) আমরা ইতিপূর্বে যে আলোচনাটা আপনাদের খেদমতে পেশ করেছিলাম। অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ সমস্ত বিশেষ্য فَعِيْلٌ ফায়ীলুন এর গঠনে ব্যবহার হয়। তা হলে স্ত্রী-লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ে তার গঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লামা ইবনু হাযম আল মুহাল্লা নামক গ্রন্থে (১০/৮৪) এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করেন। তবে তিনি হাদীসটিকে পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট হবে বলে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তার এ বক্তব্যের উপর দুটি প্রশ্ন বা অভিযোগ রয়েছে যা অতি শীঘ্রই আমরা উপস্থাপন করছি।

আমাদের দৃষ্টিতে সামনে সমাগত বৈধ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দু'টি হাদীস থেকে একটি খাছ বা স্বতন্ত্র। ইবনু হাযমের নিকট যদি সহীহ হয় যার বিরোধিতা আমরা করেছি তার ত্রুটি বর্ণনা অতিসত্বর আসছে।

২) অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের স্বর্ণ দ্বারা বানানো গলার হার, হাতের চুড়ি ইত্যাদির আলোচনা উল্লেখ রয়েছে। আর সর্বসাধারণের নিকট এ বিষয়টা প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত যে, এ সমস্ত বস্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুরুষের জন্য নয় বরং নারীদেরই সাজও সৌন্দর্যের উপকরণ। তাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হাদীসে নারীদের এ সমস্ত স্বর্ণালংকার ব্যবহারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং পুরুষ অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত।

৩) উপরোল্লিখিত বস্তুগুলো অর্থাৎ স্বর্ণের হার, চুড়ি, ইত্যাদি যদি তা রূপা দ্বারা হয় তবে তা বৈধ। জমহুর ওলামা যারা নারীদের জন্য সর্বাবস্থায় স্বর্ণ ব্যবহারকে বৈধ বলে থাকেন তারা এটাকে সমর্থন করেন না। কেননা তারা বলে থাকেন যে পুরুষের জন্য রূপা ব্যবহার করা হারাম। তাতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, হাদীসে যে অবৈধতার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে একমাত্র নারীই উদ্দেশ্য। যা আমরা দাবি করে আসছি। হাঁ! হাদীসকে রহিত বলে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অচিরেই তার বিস্তারিত আলোচনা ও জবাব আমরা উপস্থাপন করব।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ «جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ [مِنْ ذَهَبٍ] [أَيْ خَوَاتِيْمُ كِبَارٍ]، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا [بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ يَقُوْلُ لَهَا : أَيَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْ يَدِكِ خَوَاتِيْمَ مِنْ نَارٍ ؟!]، فَأَتَتْ فَاطِمَةَ تَشْكُوْ إِلَيْهَا، قَالَ ثَوْبَانُ : فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ؛ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْ عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِّنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ : هٰذَا أَهْدٰى لِيْ أَبُوْ حَسَنٍ (تَعْنِي زَوْجَهَا عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) - وَفِي يَدِهَا السِّلْسِلَةُ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا فَاطِمَةُ! أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِيْ يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِّنْ نَارٍ ؟! [ثُمَّ عَذَمَهَا عَذْمًا شَدِيْدًا]، فَخَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَبَاعَتْهَا فَاشْتَرَتْ بِهَا نَسَمَةً، فَأَعْتَقَتْهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ »

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুবাইরাহ (রাঃ)-এর কন্যা স্বর্ণের একটি বড় আংটি পরিধান অবস্থায় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ছোট একটি লাঠি ছিল। তখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দিয়ে তার হাতে প্রহার করছিলেন এবং বলছিলেন, পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তোমার হাতে জাহান্নামের আগুন দ্বারা বানানো আংটি পরিয়ে দিলে তা তোমাকে আনন্দিত করবে কি? তারপর হুবাইরা কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন। সাওবান (রাঃ) বলেন ঃ আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাহ (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন, এমতাবস্থায় ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁর আপন গলার হারটি হাতে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, এটা

আমাকে হাসানের আব্বা অর্থাৎ তার স্বামী আলী (রাঃ) উপঢৌকন দিয়েছেন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাহ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে ফাতিমাহ! তুমি কি খুশি হবে যদি মানুষ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমার হাতে জাহান্নামের আগুনের হার রয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে তিরস্কার ভৎর্সনা করলেন এবং ক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন। একটুও বসলেন না। ফাতিমাহ (রাঃ) স্বেচ্ছায় হারটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হারটি বিক্রি করেই ফেললেন এবং এর বিক্রিত মূল্যে একটি দাস ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ সংবাদ যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছালো নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্ত্বার জন্য যিনি ফাতিমাহ (রাঃ)-কে নরকের অগ্নি থেকে নিস্কৃতি দান করলেন।(১)

১। নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৮৪-২৮৫। আবূ দাউদ আত-তয়ালিসী ১ম খণ্ড ৩৫৩। হাকিম তয়ালিসীর সূত্রে বর্ণনা করেন, ৩য় খণ্ড ১৫২-১৫৩। ত্ববরানী আল কাবীর ১৪৪৮ নং হাদীস, ইবনু রাহওয়াইহি তার মুসনাদ গ্রন্থ চতুর্থ খণ্ড ২৩৭/১-২ অনুরূপভাবে আহমাদ ৫ম খণ্ড ২৭৮। এ হাদীসের সানাদ সহীহ বা বিশুদ্ধ এবং দোষত্রুটি থেকে মুক্ত।

আল্লামা ইবনু হাযম (১০/৮৪) সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা হাকিম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুপাতে সহীহ বলেছেন। আল্লামা যাহাবী হাকিমের এই কথাকে সমর্থন করছেন। আল্লামা হাফিয, মুনযিরী ১/২৭৩-তে বলেন, ইমাম নাসাঈ এ হাদীসকে সহীহ বা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইরাকী ৪/২০৫ বলেন, ইমাম নাসাঈ জাইয়েদ বা উত্তম সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, আল্লামা ইবনু হাযম নাসাঈর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু তাতে স্বর্ণের কথার অতিরিক্ত অংশ নেই এবং হুবাইরার কন্যাকে প্রহার করার কথাও নেই। তাই তিনি তার বর্ণনার সূত্র ধরে এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হুবাইরার কন্যা কে প্রহার করেছিলেন তার কারণ আংটি পরিধান করাই ছিল এমন কোন কারণ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং এটাও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না যে আংটি টি স্বর্ণের ছিল।

আমি মনে করি এটা ভিত্তিহীন অগ্রহণযোগ্য কথা, যার কোন মূল্য নাই। কেননা হাদীসে যে দু'টো বর্ধিত অংশ রয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে রয়েছে যে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রহার করাটা একমাত্র আংটির জন্যই ছিল।

কেননা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রহার করার পর ভর্ৎসনা করলেন এবং ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, তুমি কি আনন্দিত হবে আল্লাহ তোমার হাতে নরকের অগ্নির আংটি পরিধান করিয়ে দিবে?

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِيْ يَدِ عَائِشَةَ قُلْبَيْنِ مَلْوِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : أَلْقِيْهِمَا عَنْكِ، وَاجْعَلِيْ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، وَصَفِّرِيْهِمَا بِزَعْفَرَانَ.

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় আয়িশাহ (রাঃ)-এর হাতে স্বর্ণের তৈরী দু'টি চুড়ি দেখলেন, তিনি বললেন, তুমি এ চুড়ি দু'টি ফেলে দাও এবং এরই পরিবর্তে রূপার দু'টি চুড়ি বানিয়ে নাও এবং জাফরান দ্বারা হলুদ রং করে নাও।(২)

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : «جَعَلْتُ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِيْ رَقَبَتِهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقُلْتُ : أَلَا تَنْظُرُ إِلَى زِيْنَتِهَا، فَقَالَ : عَنْ زِيْنَتِكِ أُعْرِضُ، [قَالَتْ :

তাই আমি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি যদি ইবনু হাযম হাদীসের বর্ধিত এ দু'টো অংশ সম্পর্কে অবগত হতেন। অবশ্যই নারীদের স্বর্ণ ব্যবহারকে অবৈধ বলে ঘোষণা দিতেন এবং অবৈধ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহকে সামনে বৈধ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস পূর্বের হাদীসের তুলনায় অনেক খাস এবং এ কথাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য এবং এটাই তার মত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ,

বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত বিষয় ও মাসআলার ক্ষেত্রে আমি স্বতন্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি তার মধ্য থেকে এই মাসআলাটিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। আমি এ মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত বিভিন্ন সূত্রে হাদীসের বর্ধিত অংশ ও সেগুলোর সারাংশ ও সারমর্ম গভীরভাবে অবলোকন করেছি এবং এ বিষয়ের মূল হাদীসের সাথে মিলিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয় উপনিত হয়েছি। তাই সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করেছি সে মহান সত্ত্বার যিনি এই সূক্ষ্ম বিষয় বিবেচনার দিকে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র পথপ্রদর্শক। যিনি আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন।

২। আল্লামা ক্বাসেম আল সুরকুসতি সহীহ সূত্রে গারীবুল হাদীস গ্রন্থে ২/৭৬/২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন। নাসাঈ ২৮৫/২-এবং খতিব (৪৫৯/৮) বায্যার (৩০০৭)। ত্ববরানী ২৩/২৮২/৬৪১।

فَقَطَعْتُهَا، فَأَقْبَلَ عَلَي بِوَجْهِه]. قَالَ : زَعَمُوْا أَنَّهُ قَالَ : مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ خُرْصاً مِنْ وَرَقٍ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ بِزَعْفَرَانَ».

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের তৈরী যবের সাদৃশ্যপূর্ণ একখানা হার পরিধান অবস্থায় ছিলাম। ইতিমধ্যে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন এবং সাথে সাথে আমাকে উপেক্ষা করে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম, আপনি এ সুন্দর ও মনোরম হার খানার দিকে কেন দেখছেন না, অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো তোমার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করছি। উম্মু সালামাহ বললেন, আমি হারটি ছিড়ে ফেললাম। তারপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সামনে আসলেন।

হাদীসের বর্ণনাকারী আতা বিন আবূ রাবাহ বলেন, কোন কোন মুহাদ্দিস ধারণা করেন যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের অসুবিধা হত না যদি তোমরা রৌপ্য দ্বারা কানের ছোট দুল বানিয়ে হলুদ রং করে নিতে।(১)

১। আতা বিন আবূ রাবাহ এ হাদীসটিকে উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণনা করেন কিন্তু তিনি হাদীসের এ অংশটুকু مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ خُرْصاً مِنْ وَرَقٍ، ثُمَّ جَعَلَتْهُ بِزَعْفَرَانَ-কে মুরসাল করেছেন, কেননা তিনি এ অংশটুকু বর্ণনা করার সময় উম্মু সালামার দিকে সম্বোধন করেননি। এ কারণে সেটুকু দুর্বল কিন্তু লাইস বিন আবূ সুলাইম হাদীসে এ অংশটুকুকে আয়িশার দিকে সম্বোধন করেন এবং এর সূত্রও বর্ণনা করেন। যেমন আহমাদ (৩২২/৬), তাবরানী আল-কাবীর (২৮১/২৩) উল্লেখ করেন যে হাদীসের পূর্বের সূত্রে আতা আয়িশাহ থেকে কিন্তু লাইস নামক বর্ণনাকারী হিফ্য শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল এবং প্রকৃতপক্ষে আতা আয়িশাহ থেকে পূর্বের অংশটুকু শুনেননি। হাদীসের উল্লেখিত শব্দের অর্থ হল ছোট হার কিন্তু শব্দটি এখানে কানের দুল অর্থে ব্যবহারিত। আর পূর্বে আলোচনা করে ছিলাম যে আতা বিন আবু রাবাহ আয়িশাহ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করার সময় হাদীসের কিছু অংশ মুরছাল করেছিল, সেদিকে লক্ষ্য করে ইমাম আহমাদ (৩২৫/৬১) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলেন, হাদীসের ঐ অংশটুকু যদি আতা বিন আবূ রাবাহ আয়িশাহ থেকে মুরসাল না করে থাকেন তবে হাদীসটির সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ। অনুরূপভাবে আল্লামা হারাবী হাদীসের প্রথম অংশটুকুকে গারিবুল হাদীসের (২-১/৩০/৫) সূত্রে বর্ণনা করেন। আল্লামা হাইসামী (১৪৮/৫) বলেন, হাদীসটি আহমাদ ও ত্ববারানী বর্ণনা করেন এবং বর্ণনার

আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হাদীসে অন্য একটি ঘটনা পূর্বের ন্যায় বর্ণিত।

« ... وَتَتَّخِذُ لَهَا جُمَانَتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، فَتُدَرِّجُهُ بَيْنَ أَنَامِلِهَا بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانَ، فَإِذَا هُوَ كَالذَّهَبِ يَبْرِقُ»

ধারাবাহিকতা খুবই সুন্দর যাকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় আহসান বলা হয়। আমার দৃষ্টিতে তাবরানী কর্তৃক (৯৬৮/৪০৪/২৩) যে বর্ধিত অংশ পাওয়া যায় তিনি সে অংশকে তার লিখিত গ্রন্থকারীর ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেন যাকে হাদীসের পরিভাষায় মুত্তাসিল বলা হয়।

তিনি আবূ হামযা থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি উম্মু সালামাহ থেকে এ পর্যন্ত «فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَنَزَعْتُهَا» কিন্তু এ সূত্রটি দুর্বল, কেননা এতে আবূ হামযাহ রয়েছে যার প্রকৃত নাম হচ্ছে মায়মুনা তিনি দুর্বল। হাঁ তবে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (৭১/১১) যুহরী থেকে এরই মুরসাল বিশুদ্ধ প্রমাণিকা সাক্ষ্য রয়েছে।

সম্মানিত পাঠক! এ হাদীস ও তার পূর্বের হাদীস আপনাদের সম্মুখে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহিলাদের স্বর্ণের চুড়ি, গলার হার ও আংটি ইত্যাদি হারাম বা অবৈধ এবং উপরোল্লিখিত বস্তুগুলো ব্যতীত স্বর্ণের অন্য কর্তিত জিনিস যেমন বুতাম-চিরুনী ও অন্যান্য বস্তু মহিলাদের সৌন্দর্য রূপচর্চার জন্য বৈধ করা হয়েছে।

সম্ভবত নাসাঈ (২/৫৮৫), আহমদ (৪/৯২) ৯৫, ৯৯ পৃঃ বর্ণিত হাদীসের দ্বারায় এটাই উদ্দেশ্য। «نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعاً» রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ পরিধান করতে নিষেধ করেছেন তবে স্বর্ণে কর্তিত অংশ ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছেন।

এ হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং হাদীসে যে অংশটুকু ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য করেছেন। ইবনু আসীরের ভাষ্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হাদীসে সেটা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। সুতরাং তার কথা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সবার জন্য স্বর্ণকর্তিত অংশ ব্যবহার করা বৈধ। কেননা তিনি বলেন, হাদীসে স্বর্ণের স্বল্প ও সামান্য কিছু অংশ বৈধ করেছেন, যেমন আংটি এবং কানের দুল। আর প্রচুর পর্যাপ্ত পরিমাণকে হারাম বা নিষেধ করেছে। যা সাধারণত অপচয় ও আত্মগৌরবকারীরা ব্যবহার করে থাকে। সামান্য পরিমাণের হচ্ছে অর্থ যার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

নাসাঈ ও আহমদ বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে ইবনুল আছির যে আলোচনা করেছেন তাতে আমাদের দু'টি মন্তব্য রয়েছে।

প্রথম মন্তব্য ঃ হাদীসে যে নামে الْمُقَطَّعُ শব্দ রয়েছে এ শব্দ থেকে নির্গত অর্থ হল কর্তিত ও খণ্ড অংশ। সুতরাং এ শব্দের ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে,

আর স্ত্রীর নিজের জন্য রৌপ্যের দু'টি মুক্তা জাতীয় বস্তু তৈরী করেন, অতঃপর তা জাফরান জাতীয় বস্তু দ্বারা আঙ্গুলের অগ্রভাগে প্রবিষ্ট করে, তবে তা চমকানো স্বর্ণের মতই হল।(২)

ইবনুল আছির হাদীসে উল্লেখিত শব্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে আংটিকে তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে আংটিকে তার অন্তর্ভুক্ত করাটা আদৌ সম্ভব নয়, কেননা পূর্বে বিভিন্ন হাদীসে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা পুরুষতো অবশ্যই নারীদের ব্যবহারকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইমাম আহমদ হাদীসে উল্লেখিত শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেন, এর অর্থ হল সামান্য। তিনি তার কোন উদাহরণ দেননি, ইমাম আহমদ (রাঃ)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক রচিত আল-মাসাইল পুস্তিকায় (৩৯৮) পৃষ্ঠায় اَلْخَاتَمُ অর্থাৎ আংটি শব্দ উল্লেখ করে বলেন ঃ

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ.

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় মন্তব্য ঃ المقطع। শব্দের অর্থই হল স্বর্ণের সামান্য কর্তিত অংশ। তার পরিমাণ হল যার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয় না। এ সমস্ত ব্যাখ্যার কোন ভিত্তি নাই বরং এটা অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং পুরুষ স্বর্ণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাটা ওয়াজিব। তবে হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে পুরুষের জন্য ঐ পরিমাণ বৈধ যা ব্যতীত কোন উপায় নাই।

২। আহমাদ (৪৫৪/৬), আবূ নাঈম হিলইয়াহ (৭৬/২), ইবনুল আসাকির তারিখে দেমাশক (১/১৯৮/১৭) কিন্তু হাদীসে বর্ণনা সূত্রে শহর ইবনু হাওসাব নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে তিনি হলেন দুর্বল। তবে তার থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে মাজমাউল হাইসামী (১৪৭/৫) উল্লেখ রয়েছে। যা তার পূর্বের হাদীসের জন্য শাহেদ বা সমর্থবোধক। আল্লামা মুনযিরী এ ধরনের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেন এ হাদীসের সূত্র হাসান।

হাদীসে উল্লেখিত 'আলজুমানাতুন' শব্দের অর্থ রূপা দ্বারা বানানো মতির সাদৃশ্যপূর্ণ বিছি। আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, হাদীস থেকে এ হাদীসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : سَوَارَيْنَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ : سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ. قَالَتْ : طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ : طَوْقٌ مِنْ نَارٍ. قَالَتْ : قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ : قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ. قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهَا سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا، قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا ... اَلْحَدِيْثَ نَحْوَهُ.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল স্বর্ণের দু'টি চুড়ি? তিনি বললেন, জাহান্নামের দু'টি চুড়ি। ঐ মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, স্বর্ণের একটি হার? তিনি বললেন, জাহান্নামের একটি হার। ঐ মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, স্বর্ণের দু'টি কানের

স্বর্ণের হার, চুড়ি, কানের দুল ইত্যাদি ব্যবহারের হারাম সম্পর্কে সংশয় ও তার জওয়াব।

এ সমস্ত বস্তুর ব্যবহারের অবৈধতা সম্পর্কে বহু হাদীসের উপর অনেক আলেম আমল না করে পশ্চাৎপদতাকে অবলম্বন করে নিয়েছেন। তার একমাত্র কারণ হল তারা এমন কতিপয় সন্দেহে কবলিত যাকে তারা হাদীস অনুপাতে আমল না করার পিছনে প্রমাণ ও দলীল স্বরূপ দার করাতে চাচ্ছেন এবং তাদের

দুল? তিনি বললেন, জাহান্নামের দু'টি কানের দুল। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, তার হাতে স্বর্ণের দু'টি হার ছিল সে সেগুলো ফেলে দিল এবং বলল হে আল্লাহর রসূল।

যদি মহিলারা তার স্বামীর জন্য না সাজে। নাসাঈ (২৮৫/২) আহমদ (৪৪০/২) কিন্তু এই হাদীসের সূত্রে আবূ জায়িদ নামক একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে আত-তাকরীব নামক গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করা হয় হাদীসে যে কানের দুলের কথা উল্লেখ রয়েছে আবূ জায়িদ নামক রাবী সে অংশটুকু স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেন, সুতরাং সে অংশটুকু প্রত্যাখ্যাত, যাকে হাদীসের পরিভাষায় মুনকার বলা হয়। আর যদি সহীহ ধরা হয় তবে তাতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে স্বর্ণের কানের দুল ব্যবহার করা হারাম।

"হ্যাঁ, তোমাদের অসুবিধা না হলে যদি তোমরা রৌপ্যের দ্বারা কানের দুল বানিয়ে জা'ফরানের রং করে নিতে' এ বাক্যটুকুর ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে থেকে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী বলে ঐকমত্য পাওয়া যায়। তাই তাতে দু'টি নির্দেশনা রয়েছে। হয় স্বর্ণ ব্যবহার হারাম অথবা রূপা দ্বারা কানের দুল বানানোর দিকে উদ্ধুদ্ধকরণ, কিন্তু আসমা বিনতে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত হাদীসে স্বর্ণেরহার ইত্যাদি ব্যবহারকে স্পষ্টভাবে অবৈধ উল্লেখ রয়েছে ঃ

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ يَعْنِيْ بِقِلَادَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللّٰهُ فِيْ عُنُقِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِيْ أُذُنِهَا خَرَصاً مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ أُذُنِهَا مِثْلَهُ خَرَصاً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

যে কোন নারী স্বর্ণের হার পড়ে সজ্জিত হবে আল্লাহ তার ঘাড়ে অনুরূপ জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা বানানো হার পরাবেন। যে সমস্ত নারী তার কানে স্বর্ণের দুল পড়ে আল্লাহ কিয়ামাতের দিবস জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা বানানো কানের দুল পরাবেন।

আবূ দাউদ (১৯৯/২), নাসাঈ (২৮৪/২), বাইহাকী (১৪১/৪), ইবনু রাহওয়াইহ তার মুসনাদ গ্রন্থ (১/২৬২/৪) পৃষ্ঠা মাহমুদ বিন আমর এর সূত্রে বর্ণনা করেন কিন্তু মাহমুদ সম্পর্কে অজ্ঞতা রয়েছে। যেমন আল্লামা যাহাবী বলেছেন, কিন্তু যদি তার কোন অনুসরণকারী ও প্রামাণিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় তবে তার বর্ণিত এই হাদীস প্রমাণ ও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। হাফেয মুনযিরী তারগীব (২৭৩/১) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, হাদীসের সূত্রটি যাইয়িদ।

অধিকাংশই এ বিষয়ের হাদীস পরিহার করার পিছনে এ সমস্ত সংশয়গুলোকে দলীল ও যথেষ্ট অন্তরায় মনে করছেন। তাই আমি ও সমস্ত সংশই ও সন্দেহকে তুলে ধরা ও তার জওয়াবসমূহকে পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছি। যাতে করে বিপরীতমুখী দু'টি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান দিতে অক্ষম ব্যক্তিরা প্রতারিত ও প্ররোচিত না হয় এবং যেন তারা এ সমস্ত সংশয় ও সন্দেহকে ভিত্তি করে দলীল প্রমাণ ব্যতীত বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়।

স্বাচ্ছন্দ্যে মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের বৈধতার ইজমার দাবী ও তার প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে আলোচনা ঃ

১। কতিপয় আলেম মহিলাদের স্বাচ্ছন্দে স্বর্ণ ব্যবহারের সম্পর্কে ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বৈধতার দাবী করেছেন, কিন্তু বাস্তবে এ উক্তিটি অগ্রহণযোগ্য ও ভিত্তিহীন কয়েকটি কারণে।

প্রথম কারণ ঃ উপরোল্লিখিত মাসআলায় প্রকৃতপক্ষে ইজমার বাস্তবতাকে সাব্যস্ত করা অসাধ্য ও অসম্ভব। যদিও বাইহাকী তার সুনান গ্রন্থে (৪/১২৪) এবং ইবনু হাজার তাঁর ফতহুল বারীতে এ ইজমার বাস্তবতাকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনু হাজার স্বর্ণের আংটি ব্যবহারের অধ্যায়ে (১০/২৬০) এমন মত ব্যক্ত করেছেন মনে হয় তিনি ইজমার অনস্তিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কেননা তিনি বলেন, "সর্বসম্মতিক্রমে মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের বৈধতা বর্ণিত আছে।"

যার মাধ্যমে ইজমা বাতিল বলে গণ্য হয়, তার আলোচনা সামনে আসছে। আর তা হল কোন ব্যক্তিই এ উক্তি উত্থাপন করতে পারে না যে অবশ্যই এই ইজমা দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ইজমা ব্যতিরেকে অন্য কোন ইজমা কল্পনা করা যায় না। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তার মাসায়িল গ্রন্থে (৩৯০ পৃঃ) ইমাম আহমদের এ উক্তিটি বর্ণনা করেন যে,

«مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، [وَمَا يُدْرِيهِ؟]، لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا»

শরীয়তের ব্যাপারে ইজমার দাবীদার মিথ্যুক। সে কি ইজমা অবগত? সম্ভবত লোকেরা মতভেদ করেছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ ছোট কিতাবে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বিষদ ব্যাখ্যার ইচ্ছুকদের উসূলে ফেকাহর এমন কতিপয় কিতাব অধ্যয়ন করা প্রয়োজন যে কিতাবের গ্রন্থকার স্বদল প্রীতি না করে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করেছেন।

যেমন ইবনু হাযম এর উসূলুল আহকাম ৪র্থ খণ্ড (১২৮ থেকে ১৪৪ পৃষ্ঠা) আল্লামা শাওকানীর এরশাদুল ফুহুল অনুরূপ গ্রন্থসমূহ।

বাস্তব রহিতকারী পাওয়া ব্যতীত বিশুদ্ধ হাদীসের বিপক্ষে সঠিক ইজমার অস্তিত্ব অসাধ্য ও অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত ঃ যদি ইজমার বাস্তবতাকে সাব্যস্ত করা সম্ভবও হয় তবে এ মাসআলার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মহিলাদের সাচ্ছন্দে স্বর্ণ ব্যবহারের ব্যাপারে) অসম্ভব কারণ এ ইজমার মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এটা মেনে নেয়া আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এই ধরনের ইজমার মাধ্যমে সমস্ত উম্মত ও জনসাধারণকে গোমরাহীর উপর একতাবদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»

"আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর ঐকমত্য পোষণ করবে না।"

প্রকৃত পক্ষে যদি এই ধরনের ইজমার খোঁজ নেয়া হয় তাহলে এ কথাটা বেরিয়ে আসে যে, এটা কল্পনাপ্রসূত ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নাই। যেমন আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম উসূলে আহকাম দ্বিতীয় খণ্ডের (৭১-৭২ পৃঃ) আলোচনা করেছেন।

অবশ্য আমাদের অনেক সাথী সহীহ হাদীসকে প্রত্যাখান করে তার বিপরীতে তথাকথিত সংগঠিত ইজমাকে স্থির রাখাকে বৈধ মনে করেন এবং বলেন এ ইজমা দ্বারাই বুঝা যায় যে, ঐ হাদীস (মহিলাদের সাচ্ছন্দে স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস) রহিত হয়ে গেছে। আসলে এ উক্তিটি বাস্তবতার দৃষ্টিতে আমাদের নিকটে দু'কারণে অগ্রহণযোগ্য।

প্রথম কারণ ঃ কোন বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীস থাকা সত্ত্বেও ইজমা দ্বারা তার বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এ ধরনের উক্তির দাবী করে তার দাবীর পক্ষে যুক্তি আমাদের সামনে উপস্থাপন করাকে সমুচিত মনে করি। কিন্তু এটা অসম্ভব।

দ্বিতীয় কারণ ঃ আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন ঃ

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ﴾

আমি ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ নাযিল করেছি এবং এর সংরক্ষণকারী আমি নিজেই। (সূরা হিজর ৯)

এ কথাটা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সর্বজনবিদিত যে, বস্তুর সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই বহন করে নিয়েছেন কখনও তা বিনষ্ট হতে পারে না এবং কোন মুসলমানের এ ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্রও ধারণা করা ঠিক হবে না।

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত কথা ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ। যেমন আল্লাহ পাক রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى﴾

তিনি নিজের কল্পনাপ্রসূত কোন কথা বলে না, হ্যাঁ যা বলেন, প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই বলেন, (সূরা নাজম ৩-৪ আয়াতে) এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কুরআনে উল্লেখিত যিকির শব্দ দ্বারা একমাত্র ওয়াহীই উদ্দেশ্য। আর ওহী সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব পবিত্র কুরআন দ্বারাই সাব্যস্ত। সুতরাং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বা হাদীস আল্লাহর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত এবং সেটা ক্রমাগতভাবে আমাদের হস্তগত হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তির উক্তি অনুপাতে এ কথা বলা হয় যে বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে ইজমা সংরক্ষিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে হাদীস রহিত হয়ে গেছে। অতএব একথা দ্বারা প্রামানিত মানুষের ঐক্যবদ্ধতায় হাদীসকে রহিত করেছে।

আর এটা হল আল্লাহর সত্তার উপর মস্ত বড় মিথ্যাপ্রত্তিপন্ন ও অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয় অথচ আল্লাহর নিজে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তদরূপ ভাবে যদি উপরে উল্লেখিত উক্তিকে মেনে নেওয়া হয় তাহলে এমন অধিকাংশ বিধান রহিত হয়ে যাবে যেগুলোকে আল্লাহর নির্দেশে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদাই হজ্জের দিন সমস্ত সাহাবাদের উপস্থিতিতে বলে ছিলেন হে আল্লাহ! আমি কি আমার উপর অর্পিত বিষয়কে পৌছিয়ে দিতে পেরেছি? তখন সাহাবায়ে কিরাম এক বাক্যে বলেছিলেন হ্যাঁ আপনি পৌছিয়ে দিয়েছেন।

আমরা কিন্তু কোন বিশুদ্ধ হাদীসকে অন্য কোন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এবং কোন আয়াত যার তিলাওয়াত বহাল আছে অন্য কোন আয়াত দ্বারা রহিত হওয়াকে অস্বীকার করি না বরং এ উক্তিটি সর্বসম্মতিক্রমে বিধিত যে উপরোল্লিখিত নিয়ম অনুপাতে হাদীস ও কুরআনের আয়াত রহিত হতে পারে এবং তার উপমা এখন আমাদের নিকট বিদ্যমান। তবে আমরা এ বিষয় জোড়ালোভাবে মত প্রকাশ করি যে উপরোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী হাদীস বা কুরআনের আয়াতকে রহিত করার জন্য রহিতকারী বিদ্যমান থাকা এবং আমাদের হস্তগত হওয়া, হাদীসের ক্ষেত্রে রহিতকারী ও রহিত হাদীস মানগত দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হওয়া এবং কুরআনের ক্ষেত্রে মূল সূত্রে তথা রহিতকারী আয়াতের উপস্থিত থাকা অপরিহার্য। আর যে রহিতকারীর ব্যাপারে আমরা সম্মতি প্রকাশ করেছি সেটা হল, যে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রহিত পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু রহিতকারী এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে যার কোন হদীস পাওয়া যায় না। এ ধরনের রহিতকারী অগ্রহণযোগ্য ও অকার্যকর। কিন্তু এই ধরনের রহিতকারী পাওয়া বিরল ও দুস্প্রাপ্য। এ রকম হওয়া অসম্ভব ও বিরল সরল পথের সন্ধান একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন।

কুরআন ও হাদীসের দেয়া বিধান অসামঞ্জস্য ইজমার উপর অগ্রাধিকার দেয়া একান্ত ব্যঞ্জনীয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম বলেন,

«وَلَمْ يَزَلْ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى تَقْدِيْمِ الْكِتَابِ عَلَى السُّنَّةِ، وَالسُّنَّةِ عَلَى الْإِجْمَاعِ، وَجَعَلَ الْإِجْمَاعَ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: اَلْحُجَّةُ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ وَاتِّفَاقُ الْأَئِمَّةِ، وَقَالَ فِي «كِتَابِ اخْتِلَافِهِ مَعَ مَالِكٍ»

আইম্মায়ে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের ধারকবাহকেরা সর্বাবস্থায় প্রত্যেক বিষয়ের সমাধার ক্ষেত্রে কুরআনকে হাদীসের উপরে এবং হাদীসকে ইজমার উপর প্রধান্য দিতেন এবং ইজমাকে স্বীয়স্থানে রেখেছেন। আল্লামা শাফিয়ী (রঃ) বলেন, মাস'আলা সমাধানের ক্ষেত্রে দলীল হল কুরআন হাদীস এবং ইমামদের ঐক্যমত এবং তিনি বলেন জ্ঞান অনেক শ্রেণীর রয়েছে।

প্রথমতঃ কুরআনের জ্ঞান, দ্বিতীয় ঃ হাদীসের জ্ঞান।

ইজমা ঐ সমস্ত বিষয় হতে পারে যাতে কুরআনের হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ নেই।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যম (রহঃ), ইমাম আহমাদ এর উসুল-ই ফাতওয়া অধ্যয়ন করে বলেন,

«وَلَمْ يَكُنْ (يَعْنِيْ الإِمَامَ أَحْمَدَ) يُقَدِّمُ عَلَى الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَمَلاً وَلاَ رَأْياً وَلاَ قِيَاساً وَلاَ قَوْلَ صَاحِبٍ، وَلاَ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالْمُخَالِفِ الَّذِيْ يُسَمِّيْهِ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ إِجْمَاعاً! وَيُقَدِّمُوْنَهُ عَلَى الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ! وَقَدْ كَذَّبَ أَحْمَدُ مَنِ ادَّعَى هٰذَا الإِجْمَاعَ، وَلَمْ يَسُغْ تَقْدِيْمَهُ عَلَى الْحَدِيْثِ الثَّابِت، وَكَذٰلِكَ الشَّافِعِيُّ... وَنُصُوْصُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَجَلُّ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَنْ يُّقَدِّمُوْا عَلَيْهَا تَوَهُّمَ إِجْمَاعٍ مَضْمُوْنُهُ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُخَالِفِ، وَلَوْ سَاغَ لَتَعَطَّلَتِ النُّصُوْصُ، وَسَاغَ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مُخَالِفاً فِيْ حُكْمِ مَسْأَلَةٍ أَنْ يُّقَدِّمَ جَهْلَهُ بِالْمُخَالِفِ عَلَى النُّصُوْصِ»

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কখনো বিশুদ্ধ হাদীস এর উপর কারো আমল, কারো মতবাদকে প্রাধান্য দেননি, এবং প্রাধান্য দেন নাই এমন কোন বিতর্কিত বিষয় যাকে অধিকাংশ মানুষ ইজমার দাবী করে বিশুদ্ধ হাদীস এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি ইজমার দাবীকে মিথ্যুক বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি কখনো হাদীসের উপর ইজমাকে প্রাধান্যকে বৈধ মনে করেননি, অনুরূপভাবে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) মতব্যক্ত করেন।

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দলীল ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস শাস্ত্রের বিদ্বানগণের নিকট জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন বৈপরীত্য হাদীসের সমাধানে ইজমার অপেক্ষায় হাদীসের অগ্রাধিকারকে ভালবাসতেন।

আর যদি এ নিয়মটা বৈধ হত তাহলে বৈপরীত্য হাদীসগুলো নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন হয়ে যেত এবং বিপরীত হাদীস এর সমাধান অক্ষম হওয়ার কারণে নিজের অজ্ঞতার সমাধানকে হাদীসে উপর প্রাধান্য দেয়ার মহা প্রয়োগ পেয়ে যেত। (আল ই'লাম ১ম খণ্ড ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

আমার মত এ ক্ষেত্রে যারা এ রকম আচরণ করে এবং ইজমাকে হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দেয়, যা নিজেদের ধারণা থেকে উৎপত্তি হয়েছে অথচ এ ব্যাপারে কোন ইজমা-ই নাই। এর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হল।

তৃতীয়তঃ হাদীসের কিতাব গ্রন্থাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত তথাকথিত ইজমার খণ্ডনকারী কতিপয় হাদীস পরিলক্ষিত হয় যেমন মুসনাফে আব্দুর রায়্যাক (১১/৭০/১৯৩৫), ছায়িদ তার হাদীস গ্রন্থে (৩৫/১) যা হাফিয ইবনু আসাকিরের হস্তলিপি,

ইবনু হাযম (১০/৮২) বিশুদ্ধ সানাদে মুহাম্মাদ বিন সীরীন সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরাইরাহ বলেন, তুমি স্বর্ণ পরিধান করো না কারণ আমি তোমার অগ্নিদগ্ধকে ভয় পাচ্ছি এবং ইবনু আসাকির (১৯/১২৪/২) অন্য দু'টি সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আবূ হুরাইরার একটি মেয়ে ছিল সে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنَّ الْجَوَارِيْ يُعَيِّرْنَنِيْ، يَقُلْنَ : إِنَّ أَبَاكَ لاَ يُحَلِّيْكِ الذَّهَبَ! فَقَالَ :

قُوْلِيْ لَهُنَّ : إِنَّ أَبِيْ لاَ يُحَلِّيْنِيْ الذَّهَبَ؛ يَخْشَى عَلَيَّ مِنَ اللَّهَبِ.

আমার সঙ্গীনীরা আমাকে তিরস্কার করে বলে তোমার পিতা তোমাকে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিয়ে সজ্জিত ও আনন্দিত করে না কেন! এরপর আবূ হুরাইরাহ বলেন, তুমি তাদেরকে বল আমার পিতা আমি আগুনে পুড়ে যাওয়ার ভয়ে অলঙ্কার পড়িয়ে সজ্জিত করেন না। [আব্দুর রায্যাক (১৯৯৩৮)]

আর আল্লামা বাগাবী (রহঃ) শারহুস সুন্নাহতে এ হাদীসকে তা'লীক হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। শরহুস সুন্নাহ (৩/২১০/৮২)। তিনি এ মাস'আলার সংগঠিত মতানৈক্যকে বর্ণনা করেন, তা হল এভাবে তিনি সর্বপ্রথম মহিলাদের

স্বর্ণের আংটি ব্যবহারের ও স্বর্ণ দ্বারা সুসজ্জিত হওয়ার বৈধতার সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমদের মত উল্লেখ করার পর বলেন, অন্য এক সম্প্রদায় এ উক্তিকে অপছন্দ করেন। অতঃপর এ উক্তির সমর্থনে আসমা বিনতে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত হাদীসকে উল্লেখ করেন, আর ইমাম বাগাবী (রহঃ) অর্থাৎ অপছন্দের সমর্থনে যে সমস্ত আলিমদের মত উল্লেখ করেছেন সেখানে মাকরুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মাকরূহ তাহরীম।

কেননা এটা কুরআনের অনেক আয়াত এর রীতির ফলশ্রুতিতে এ পরিভাষা সালাফদের নিকট প্রসিদ্ধ, যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾

আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফারমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা আল-হুজরাত ৭)

আমি এই মাসআলা বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমার লিখিত 'তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তেখাজিল কুবুরি মাসাজিদা' পুস্তকে অনেক দৃষ্টান্ত উপমা উল্লেখ করেছি।

এ ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যা খাতিমুল খিতবাহ অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে যে, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াইহ (রহঃ) পুরুষের স্বর্ণের আংটি ব্যবহারকে অপছন্দ করতেন। আর এ মাকরুহ (অপছন্দ) দ্বারা উদ্দেশ্য মাকরুহে তাহরীম, কেননা উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো এ বিষয় পুরুষেরও স্বর্ণের আংটি ব্যবহারের অবৈধতা স্পষ্ট। অনুরূপভাবে মহিলাদের স্বর্ণের আংটি ব্যবহারের হারাম ও অবৈধতা সম্পর্কেও স্পষ্ট। কেননা এ বিষয় বর্ণিত দলীল ও প্রমাণগুলো স্পষ্ট। আর যারা মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারকে মাকরুহ ও অপছন্দ করে তা শরীয়াতে অপছন্দনীয়, আর এটা হারাম। এ ব্যাপারে ইবনু আব্দুল হাকিম উমার বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর জিবনীতে (১৬৩ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করে বলেন,

أَنَّ ابْنَةَ عُمَرَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ بِلُؤْلُؤَةٍ وَقَالَتْ لَهُ : إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبْعَثَ لِي بِأُخْتٍ لَهَا حَتَّى أَجْعَلَهَا فِي أُذُنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِجَمْرَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهَا : إِنِ اسْتَطَعْتِ أَنْ تَجْعَلِي هَاتَيْنِ الْجَمْرَتَيْنِ فِي أُذُنَيْكِ بَعَثْتُ لَكِ بِأُخْتٍ لَهَا!

উমর (রাঃ)-এর মেয়ে তার নিকট মনিমুক্তা পাঠালেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি যদি আমার জন্য একজোড়া মণিমুক্তা পাঠাতে চান তাহলে আমি আমার কানে পরিধান করব। উমার (রহঃ) তার উদ্দেশে দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার পাঠালেন। অতঃপর উমার বিন আবদুল আযীয তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি যদি এই দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার তোমার কানে পরিধান করতে পার। তাহলে তোমার জন্য একজোড়া মণিমুক্তা পাঠাব।

উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহের রহিত হওয়ার দাবী ও তার প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গ

২। কিছু সংখ্যক আলিম মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো অন্য হাদীস দ্বারা রহিত হওয়ার দাবী উত্থাপন করেন

যেমন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ

«أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ...»

আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় বৈধ করা হয়েছে। এই হাদীসটির প্রত্যেক বর্ণিত সূত্র সহীহ। আল্লামা যায়লায়ী (রহঃ) নাসবুর রায়াহ (২২২-২২৫ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেন, অতঃপর আমি প্রফেসর কুরযাওয়বী সাহেব এর হালাল ও হারাম সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থের টিকায় উক্ত দাবীর অগ্রহণযোগ্যতাকে সাব্যস্ত করেছি। কেননা হাদীসের বিধানকে রহিত করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে (১) নাসিখ বা রহিতকারী হাদীস বর্ণিত হওয়ার দিক দিয়ে রহিত হাদীসের পরে বর্ণিত হওয়া (২) বৈপরীত্য দু'হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্যতা অসম্ভব হওয়া- আর রহিত হওয়ার উল্লেখিত দু'টি শর্তের মধ্য থেকে কোনটাই এখানে পাওয়া যায় না।

প্রথম শর্তের অবিদ্যমান ঃ হাদীসের সানাদ পর্যালোচনা স্বর্ণ ব্যবহারের বৈধতার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস পরে ও অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস আগে এ রকম কোন পরিলক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয় শর্তের অবিদ্যমান ঃ এ দু'টি হাদীসের (অর্থাৎ মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে বৈধ ও অবৈধতার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস) সংগঠিত বৈপরীত্য নিরসন সম্ভব। কারণ স্বর্ণ হালালের হাদীসটির মধ্যে কোন প্রকার শর্তযুক্ত করা হয়নি। আর হারাম সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসকে স্বর্ণের চুড়ি হার ও আংটির শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এটাই মহিলাদের উপর হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

এছাড়া স্বর্ণের টুকরা মহিলাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটাই বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ কথাটাই প্রতিয়মান হল বৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস মুতলাক অর্থাৎ তার মধ্যে কোন প্রকার শর্তারোপ করা হয় নাই, আর অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়েছে; সুতরাং বৈধ ও অবৈধ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। তাইতো এ দু'টি হাদীসকে নাছেখ মানসুখ সম্পর্কে রচিত গ্রন্থকারের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন বলে পাওয়া যায় না।

যেমন হাফিয আবুল ফারজ ইবনুল জওযীর লিখিত পুস্তিকা 'ইখবারু আহলির রুছুখ ফিল ফিকহ ওয়াত্তাহদীসে বিমিকদারিল মানসুখ ফিল হাদীস'। অনুরূপভাবে হাফিয আবু বকর আল হাযামী আল ই'তিবার ফিন নাসিক ওয়াল মানসুখ ফিল আছার, এছাড়া এ ব্যাপারে লিখিত অন্য কোন গ্রন্থে এ হাদীসকে উল্লেখ করেননি। বরং ইবনুল জাওজীর পুস্তিকার ভূমিকায় এ হাদীসগুলো রহিত হওয়ার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন,

«أَفْرَدْتُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ قَدْرَ مَا صَحَّ نَسْخُهُ أَوِ احْتَمَلَ، وَأَعْرَضْتُ عَمَّا لَا وَجْهَ لِنَسْخِهِ وَلَا احْتِمَالَ، فَمَنْ سَمِعَ بِخَبَرٍ يُدَّعَى عَلَيْهِ النَّسْخُ وَلَيْسَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ، فَلْيَعْلَمْ وَهَاءَ تِلْكَ الدَّعْوٰى، وَقَدْ تَدَبَّرْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ حَدِيْثاً»

আমি এ কিতাবে ঐ সমস্ত হাদীসগুলো সংকলন করেছি যেগুলো বাস্তবে রহিত অথবা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং যে সমস্ত হাদীস রহিত হওয়ার কারণ পাওয়া যায় না এবং রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছি। যারা এমন হাদীস সম্পর্কে রহিত হওয়ার দাবীর কথা শুনেছেন অথচ তা এ কিতাবে নেই তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ দাবী অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত। আর আমি এ বিষয় সূক্ষ্ম চিন্তার পর মাত্র একুশটি হাদীস পেয়েছি।

এ বিষয় আল্লামা ইবনু কাইয়্যুম তার ই'লাম গ্রন্থে (৩য় খণ্ড/৪৫৮) বলেন ঃ

«إِنَّ النَّسْخَ الْوَاقِعَ فِيْ الْأَحَادِيْثِ الَّذِيْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ؛ لَا يَبْلُغُ عَشَرَةَ أَحَادِيْثَ الْبَتَّةَ، وَلَا شَطْرَهَا»!

প্রকৃতপক্ষে রহিত হাদীসের সংখ্যা যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত দশটিতেই পৌছবে না । তার থেকে বেশি তো নয়ই।

তারপর তিনি রহিত হাদীসগুলো উল্লেখ করেন কিন্তু তার মধ্যে উপরোল্লিখিত দু'টি হাদীসের মধ্য থেকে কোনটার সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই। তাহলে এ কথাটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, আলোচিত দু'টি হাদীসের ব্যাপারে রহিত হওয়ার দাবী উথাপন করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাহলে ঐ দু'টি হাদীসের রহিত হওয়াকে দৃঢ়তার সাথে কিভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে? আল্লামা ইবনুল আছির নিহায়াহ গ্রন্থে আছমা বিনতে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত হাদীসের টীকায় এ হাদীস রহিত হওয়ার দাবীর দুর্বল প্রমাণে বলেনঃ

«قِيْلَ : كَانَ هٰذَا قَبْلَ النَّسْخِ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إِبَاحَةُ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ»

বলা হয়েছে, মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতার বিধান রহিতকারী হাদীস পাওয়ার পূর্বে ছিল সুতরাং মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের বৈধতা প্রতীয়মান হল।

হানাফী মাযহাবের অনুসারী আল্লামা সদরুদ্দীন আলী বিন আ'লাআ, উপরোল্লিখিত ইবনুল জাওযীর কথা বর্ণনা করার পর বলেন,

«وَهٰذَا هُوَ الَّذِيْ يَشْهَدُ الْعَقْلُ بِصِدْقِهِ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْهَوٰى، وَقَدِ ادَّعَى كَثِيْرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ السُّنَّةِ أَنَّهَا مَنْسُوْخَةٌ، وَذٰلِكَ إِمَّا لِعَجْزِهِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُعَارِضُهَا، وَإِمَّا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِبُطْلَانِ ذٰلِكَ الْمُعَارِضِ، وَإِمَّا لِتَصْحِيْحِ مَذْهَبِهِ وَدَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مُخَالِفِهِ، وَلٰكِنْ نَجِدُ غَيْرَهُ قَدْ بَيَّنَ الصَّوَابَ فِيْ ذٰلِكَ، لِأَنَّ هٰذَا الدِّيْنَ مَحْفُوْظٌ، وَلَا تَجْتَمِعُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ عَلٰى ضَلَالَةٍ»

যদি বিবেক প্রবৃত্তি স্বদল প্রীতি থেকে নিরাপদে থাকে তাহলে এ কথা সম্পর্কে সততার সাক্ষী দিবে।

ফিকাহ শাস্ত্রের অনেক আলেম অধিকাংশ হাদীস সম্পর্কে রহিত হওয়ার দাবী উত্থাপন করেন, আর এ দাবী হয়তো স্ববিবেকে গঠিত বৈপরীত্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানে অক্ষম হওয়ার এ দাবীর প্রক্রিয়া। অথবা প্রতিপক্ষের বাতিল সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা অথবা স্ব মাযহাব বিশ্বাসকে সঠিক সাব্যস্ত করা এবং তার বিপক্ষে বর্ণিত বিপরীত হাদীসকে প্রতিহত করা। কিন্তু উত্থাপিত এ দাবীর বিকল্পে আমাদের এমন একটা রাস্তা পাচ্ছি যা এ বিষয় বাস্তব সিদ্ধান্তের দিকে পথপ্রদর্শন করে। কেননা এ মনোনীত ধর্ম আল্লাহর হিফাযত সংরক্ষিত এবং এ উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐকমত্য পোষণ করবেনা[ইমতিসারু মাযহাবে আবূ হানীফাহ (১/১০৩)]

অবশ্যই আল্লামা সদরুদ্দীন উল্লেখিত আলোচনায় সততার ভূমিকা পালন করেছেন। এ বিষয়টা অবশ্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের মাঝে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই, কেননা বৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস শর্তমুক্ত আর অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস খাস বা শর্তযুক্ত, আর এ নিয়মটা সর্বজন গৃহিত যে শর্তযুক্ত হাদীস এর বিধান শর্তমুক্ত হাদীস এর উপর প্রাধান্য লাভ করে, এ কানুনকে ভিত্তি করে আল্লামা নাবাবী মুসলিমের ভাষ্যে ও আলমাজমু গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করেন যে, উটের গোশত খাওয়ার পর অযু ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ এ উক্তিটি তার মাযহাব এবং সমস্ত বিজ্ঞ আলিমদের মতের পরিপন্থী। এমনকি ঐ যুগের কতিপয় বিজ্ঞ বিদ্বান ধারণা করেছিল যে ইসলাম গবেষক কোন আলিম এ ব্যাপারে অযু ওয়াজিব হওয়ার কথা বলবে না যেমন ১৩৮৬ হিঃ দামেস্কের কিছু পত্রিকায় এটা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

আল্লামা ওলীউল্লাহ দেহলবী (রঃ) হুজ্জাতুল্লাহীল বালেগা (২য়/১৯০) এর আলোচনা আমাদের আলোচনার সাদৃশ্য। তিনি অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও বৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

«مَعْنَاهُ الحِلُّ فِيْ الْجُمْلَةِ، وَهٰذَا مَا يُوْجِبُهُ مَفْهُوْمُ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ، وَلَمْ أَجِدْ لَهَا مُعَارِضاً»

উল্লেখিত হাদীস সমূহের সারাংশ হল স্বর্ণ ব্যবহার বৈধ। এ বৈধতার কোন বৈপরীত্য আমি পাইনি আর এ কথাকে সিদ্দিক হাছান খান (রাওযাতুন্নাদিয়্যা (২/২১৭-২১৮) পৃষ্ঠায় স্বীকৃতি প্রদান করেন।

আমি বলব, স্বর্ণ ব্যবহার হারাম সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের উপর রহিত হওয়ার দাবী দুর্বল ভিত্তিহীন হওয়ার মধ্য থেকে এ একটা যে হানাফী মতবাদের অনুসারী এ বিষয়টাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে না দেখে গোড়া চরম কতক আলেমের মত উপস্থাপন করেন এবং তাদের স্বমত দ্বারা হাদীসকে রহিত করার জোরাল দাবী জানান, ইলমুল উসুল এ কথাটা লিপিবদ্ধ আছে দু'হাদীসের মাঝে সুসংগঠিত সামঞ্জস্য কে অখণ্ডিত প্রমাণ দ্বারা প্রতিহত করা ব্যতীত রহিত হওয়াটা সমাদৃত মত বলে পরিগণিত হতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল ডঃ সাহেব এ বিষয় পূর্ণ মাত্রায় অবগত হওয়া সত্ত্বেও অবৈধতার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও এ মতের মাঝে বৈপরীত্য সাব্যস্ত করে রহিত হওয়ার দাবীর দিকে ঝুকে পড়ে বলেন,

«إِنَّ الْفَرِيْقَيْنِ لَمَّا تَجَاذَبَا دَعْوَى النَّسْخِ احْتَجْنَا إِلَى النَّظَرِ فِيْ التَّارِيْخِ لِلتَّرْجِيْحِ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ، وَتَعْيِيْنِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ، وَالتَّارِيْخُ يُؤَيِّدُ نَظَرَ الْجُمْهُوْرِ (!).

রহিত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে যখন দু'দলের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে একদলকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্যার সমাধান করা এবং রহিত ও রহিতকারী সাব্যস্ত করা। তবে ইতিহাস পর্যালোচনায় জমহুরের মত শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়। এ কথাটা একেবারে স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কিরাম ইসলামের প্রথম অবস্থায় ধনসম্পত্তির দিকে অধিক হারে মুখাপেক্ষী ছিলেন। এ করুণ অবস্থায় আনসাররা মালামালকে তাদের মাঝে আধাআধি হারে বণ্টন করে দিলেন। এ করুণ অবস্থায় বিলাসিতা ও সৌখিনতার জন্য স্বর্ণ আংটি বানানো তাদের জন্য অশোভনীয় ছিল। আর যখন তারা এ দুরবস্থটাকে কাটিয়ে উঠল এবং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নেতৃত্বে মুসলমানের বিজয় সমূহ আসতে লাগল এবং মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে লাগল তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ব্যবহার বৈধ করে দিলেন। আমি বলব, এর উত্তর কয়েকটি ঃ

প্রথম উত্তর ঃ ডঃ সাহেব এমন কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস উত্থাপন করেননি যদ্দারা স্বর্ণ ব্যবহারের হাদীস পরবর্তী হওয়া কে সমর্থন করে এবং জমহুরের মতটাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেয়া যায় বরং শুধু দাবীই করে গেলেন যে, মুসলমানের স্বচ্ছলতা ফিরে আশায় এবং সংকীর্ণতা দূরীভূত হওয়ার পর স্বর্ণ ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কোথায় তার প্রমাণাদি?

দ্বিতীয় এ দাবী যদি সত্য হয় তাহলে এ কথাটা প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতা ঐ সময় বাস্তবায়িত হয় যখন মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার অবৈধ হয়েছে আর প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রথমসময় অর্থাৎ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অবস্থানকালীন সময় অথবা হিজরতের প্রথমভাগে অনুরূপ হয় তাহলে তার এ দাবী অগ্রহণযোগ্য। কেননা পুরুষের উপর স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতার ঘোষণা শেষভাগে হয়েছে আর এ মতকেই আল্লামা জাহাবী তালখিছুল মুছতাদরকে ৩য়/২৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন এবং বুখারী শরিফ লিবাসের অধ্যায় বর্ণিত হাদীস ও মুসনাদে আহমাদে ৪র্থ/৩২৮ পৃষ্ঠায় মিসওয়ার বিন মাখরামাহ থেকে বর্ণিত হাদীস ও এ কথাকে প্রত্যায়ন করে।

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : «أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ : يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ، فَهُوَ يُقسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ، فَذَهَبْنَا إِلَيْهِ ... فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مِنَ الدِّيْبَاجِ مِزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ : يَا مَخْرَمَةُ هٰذَا خَبَأْتُهُ لَكَ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

মিসওয়ার বিন মাখরামাহ হতে বর্ণিত যে, পিতা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার প্রিয় বৎস! আমার নিকট পৌঁছেছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনেকগুলো আলখিল্লা দেয়া হয়ে ছিল এবং তিনি সেগুলোকে বন্টন করেছেন, সুতরাং তুমি আমাকে তার নিকট নিয়ে যাও, তারপর আমরা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম ..... আমাদের খবর শুনে তিনি রেশমী কাপড়ের একটি আলখিল্লা পরিধান অবস্থায় আমাদের দিকে বের হয়ে আসলেন, যার বুতাম স্বর্ণ দ্বারা বানানো, অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মাখরামা! এটা তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর তাকে তিনি তা দিয়ে দিলেন।

এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মাখরামা হিজরতের সাড়ে আট বছর মোতাবেক ৬৩০ খৃষ্টাব্দের পর আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্বর্ণ ব্যবহারের বৈধতা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর দেড় বছর পূর্বেও ছিল। আর যদি স্বর্ণ ব্যবহারে বৈধ না হত তাহলে তিনি কখনো স্বর্ণ দ্বারা বানানো বুতাম বিশিষ্ট আলখিল্লা পরিধান করতেন না এবং সাহাবাদের মাঝে বন্টন করতেন না।

৩য় ঃ যদি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সংকীর্ণতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা হওয়ার পর স্বর্ণ ব্যবহারের বৈধতার ঘোষণা দিয়েছেন তাহলে স্বর্ণ ব্যবহার হালাল হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে পুরুষের জন্যও স্বর্ণব্যবহার হালাল আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এটা অগ্রহণযোগ্য। কোন বিজ্ঞ আলিম এ রকম মত ব্যক্ত করেননি।

যদি কেউ বলে পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার কারণ মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের প্রক্রিয়া ভিন্ন।

তার প্রতি উত্তরে আমরা বলব ঃ যদি পুরুষ ও মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার অবৈধ হওয়ার কারণ ও প্রক্রিয়া ভিন্ন হয় তাহলে আমাদের সামনে প্রমাণ উত্থাপন করা হোক কিন্তু এ কথাটা সত্য যে এর প্রমাণাদি, কারণ উত্থাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। বরং এটা একটা অবাস্তবিক দাবী, যার দ্বারা অন্য অসঙ্গত পূর্ণ দাবী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপট ডঃ সাহেবের স্বতন্ত্রভাবে আপন সীমিত জ্ঞানে প্রকল্পিত দাবী নিয়ে স্বতন্ত্র ভূমিকায় উপনীত হয়েছে।

এমতাবস্থায় যারা এ ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা চেতনা ও আপন ধ্যান-ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদের এ প্রচেষ্টায় একমাত্র উদ্দেশ্য হল, নিজেদের বিশ্বাস চিন্তা চেতনা ও স্বদলের পক্ষে শরীয়তের ঐশী বাণী সাব্যস্ত বিধানের সাথে বৈপরীত্য থেকে নিস্কৃতি লাভ করা। কিন্তু তা তারা করতে পারেনি। কারণ যে এ রকম দাবীর মাধ্যমে নিস্কৃতি না পেয়ে তারা বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। আসলে যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান সামনে অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করে নিত। যা মুসলানের জন্য শোভনীয় ও অপরিহার্য, এটা অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসত।

আলোচনার সারাংশ ঃ

মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস এর উপর রহিত হওয়ার দাবী উত্থাপন প্রমাণহীন বরং ইলমু উসূলের বিপরীত। তাইতো বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরসন করা আমাদের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

তা এভাবে যে, শর্তহীন হাদীসকে শর্তযুক্ত হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে এবং আম হাদীসকে খাছ হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে সমাধান করা যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনার করেছি। তাহলে ফলাফল বের হয় যে মহিলাদের জন্য স্বর্ণ দ্বারা বানানো হার আংটি ব্যতীত অন্য সব ব্যবহার করা বৈধ। যেমন

সর্বসম্মতিক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্লেট তাদের ব্যবহার করা হারাম বা অবৈধ। তাই আমরা রহিত হওয়ার দাবী করি না কিন্তু ডঃ সাহেব এর ধ্যান-ধারণা থেকে ভিন্ন। তিনি এ চিন্তা চেতনাকে সামনে রেখে তার লিখিত কিতাবে আলোচনা করেন, যেমন তার তথাকথিত ও ধারণাকৃত বৈপরীত্য সম্পর্কে আলোচনা পাঠকবৃন্দকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ হিদায়াতের মালিক এবং তিনি একমাত্র প্রভু।

বৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দ্বারা উপরোল্লেখিত হাদীসের প্রত্যাখ্যান ও তার প্রতি উত্তর

অবশ্যই কতিপয় আলিম এ সমস্ত হাদীস (স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস) কে অন্য হাদীসের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছেন যার মধ্যে মহিলাদের স্বর্ণের হার ব্যবহার করাকে বৈধ বলে উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর ঃ অবশ্যই এ বৈধতা হারাম ঘোষণা হওয়ার পূর্বে ছিল অর্থাৎ এই কথাটা একেবারে স্পষ্ট যে হালাল হারাম এর সম্ভাব্য বস্তুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পূর্বশর্ত হল ঐ বস্তুর বৈধঘোষিত হওয়া।

কিন্তু বিধান প্রণেতা মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ঐ বিষয় নিষেধ অবৈধতার হুকুম আরোপ করা সত্ত্বেও তার দিকে কর্ণপাত না করে পূর্বের বৈধতার উপর অব্যাহত থাকা হারামকৃত হাদীসের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচারণ পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে এমন কতিপয় হাদীস দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যা পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহারকে বৈধ বলে সাব্যস্ত করে তদাপিয় কোন আলিম এ হালাল বা বৈধতাকে গ্রহণ করেননি। কারণ তার বিপরীতে হারাম বা নিষেধের হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। বরং তারা সবাই একবাক্যে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, বৈধতা হারাম ঘোষণা হওয়ার পূর্বে ছিল, তাই মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বর্ণদ্বারা বানানো হার ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারেও আমরা অনুরূপ মত ব্যক্ত করি। সুতরাং এ বৈধতা হারাম ঘোষণা হওয়ার পূর্বে থাকার ব্যাপারে কোন প্রকার তারতম্য ও পার্থক্য করার অবকাশ নাই। আর যারা মহিলাদের স্বর্ণের হার ব্যবহার ও পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহারের মাঝে তারতম্য করার অপচেষ্টা চালায় তাদের এ অপচেষ্টার অসঙ্গতিপূর্ণ ও ঠাট্টা বিদ্রূপের বলে বিবেচিত হবে। (ফতহুলবারী ১০/২৫৮/২৫৯)

মহিলাদের স্বর্ণ ব্যবহার এর সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শিত হাদীসসমূহ যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীর সাথে সীমাবদ্ধ করা ও তার প্রতিবাদ

৪। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহে বর্ণিত ভীতিসমূহ ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে কেন্দ্র করে প্রদর্শন করা হয়েছে যারা যাকাত প্রদান করে না, যারা আদায় করে তাদের ক্ষেত্রে নয় এবং তারা এর পিছনে প্রমাণ স্বরূপ আমর ইবনু শুআইব থেকে বর্ণিত হাদীসকে উপস্থাপন করেছেন ঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ (أَيْ سَوَارَانِ) غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هٰذَا؟ قَالَتْ : لَا، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟! قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُوْلِهِ.

আমর বিন শুআইব হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তার কন্যাকে নিয়ে আসল, তার মেয়ের হাতে স্বর্ণের মজবুত দু'টি চুড়ি ছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এ চুড়ির যাকাত প্রদান কর? তার প্রতি উত্তরে মেয়েটি বলল, না। তারপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে কিয়ামতের দিবসে এ চুড়ির পরিবর্তে আগুনের দু'টি চুড়ি পরিয়ে দেয়া হবে তাতে তুমি আনন্দিত ও প্রফুল্লিত হবে কি? হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনামাত্র মেয়েটি চুড়ি দু'টি খুলে ফেললেন এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে নিক্ষেপ করে বলল, এ দু'টি আল্লাহ ও তার রসূলকে হেবা করে দিলাম।(১)

১। আবূ দাউদ ১ম খণ্ড/২৪৪ পৃঃ, নাসাঈ ১ম খণ্ড ৩৪৩ পৃঃ, আবূ ওবাইদ আমওয়াল অধ্যায় ১২৬০ নাম্বার হাদীস। এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র হাসান/ইবনুল মুলকিন ১/৬৫ পৃঃ এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এ হাদীসের ব্যাপারে ইবনু যাওজি কর্তৃক দুর্বলতাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এ হাদীসকে নাসাঈ তার সুনানুল কুবরায় ৫/১ আমর ইবনু শুআইব থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে ও মুরসাল অর্থাৎ রিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, অবিচ্ছিন্ন সূত্রটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রতি উত্তর ঃ এ প্রমাণ নিতান্ত দুর্বল। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনায় চুড়ি ব্যবহার করা অস্বীকার করেননি, বরং তিনি যাকাত আদায় না করাকে অস্বীকার করেছেন যা পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহের বিপরীত। কেননা সে সমস্ত হাদীসে তিনি স্বর্ণ ব্যবহারকে অস্বীকার করেছেন। যাকাত আদায়ের বিরোধিতা করেননি।

আর এটা স্পষ্ট যে, এ হাদীসের ঘটনাটি স্বর্ণ ব্যবহারের বৈধতার সময়ের। অতঃপর ক্রমান্বয়ে স্বর্ণ ব্যবহার হারাম করেন। ফলে প্রথমে যাকাত ওয়াজিব করেন। অতঃপর তা হারাম করে দেন। যা পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। বিশেষত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু' হতে বর্ণিত হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ بِحَلْقَةٍ مِّنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِّنْ ذَهَبٍ ... » إلخ.

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফু' সূত্রে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে জাহান্নামের আগুনের আংটি পরাতে চায় সে যেন তাকে স্বর্ণের আংটি পরায় ....।

অতএব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল আংটি ও তার সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ হারাম। এটা যাকাত না দেয়ার জন্য নয়।

এটা সত্যি যে, এ ঘটনা দ্বারা অলঙ্কারাদি উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া বুঝা যায়। অনুরূপ আয়িশাহ (রাঃ)-এর রৌপ্যের আংটির আগত ঘটনা দ্বারাও বুঝা যায়। অতএব এ দুর্ঘটনা দ্বারা স্বর্ণ ব্যবহার হারাম প্রমাণিত হয় না বরং ব্যবহারকারীর উপর যাকাত ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় বিপরীত অন্য দলীলসমূহ দ্বারা। আমরা পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা মহিলাদের উপর স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা হারাম গ্রহণ করেছি এবং পূর্বে উল্লেখিত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা রৌপ্য ব্যবহারের বৈধতা গ্রহণ করেছি। আর আয়িশাহ (রাঃ) হতে ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হাদীস সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

মোটকথা এ হাদীসে মুনযিরী যা উল্লেখ করেছেন তার উপর দলীল প্রমাণিত হয় না। কেননা তাতে তিনি চুড়ি হারামের প্রতি দলীল পেশ করেননি। আর সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হয় না। বলা হয় যে, এটা বিস্তারিত। আর ঐ হাদীসসমূহ সংক্ষিপ্ত। অতঃপর বিস্তারিত বা সাধারনের উপর

সংক্ষিপ্ত বা স্বতন্ত্রকে ধরা হবে। আর সে ঘটনা স্পষ্ট অলঙ্কারের যাকাত ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। বিধায় পূর্বে উল্লেখিত হারাম হওয়ার হাদীসসমূহের সাথে বিরোধ বুঝা যায় না।

হাদীসসমূহের প্রতি অন্য শর্তারোপ ও তার উত্তর

৫। কিছু লোক স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারের অবৈধ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের অন্যভাবে জওয়াব দেয়ার জন্য অপচেষ্টা চালাতে গিয়ে বলেন, হাদীসে স্বর্ণ ব্যবহারের যে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা স্বর্ণালঙ্কার পড়িয়ে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং এ সম্প্রদায় তাদের এ যুক্তির স্বপক্ষে নাসাঈ শরীফে ও আবূ দাউদে রিবয়ী' বিন হিরাশ হতে, তিনি তার স্ত্রী থেকে, তিনি হুযাইফা (রহঃ) মেয়ে থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন যে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ؟ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَتَحَلَّى ذَهَباً تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ»

হে নারী সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য কি রূপার মধ্যে এমন উপকরণ নেই যা তোমাদের সজ্জিত ও সৌন্দর্যের জন্য যথেষ্ট হবে।

তোমাদের মধ্যে এমন নারী নেই যারা রূপচর্চার ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করে ঘুরে বেড়ায়? কিন্তু কিয়ামাতের দিবসে তাদেরকে এর কারণে শাস্তি দেয়া হবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এর দু'টি উত্তর আমরা উপস্থাপন করছি ঃ

প্রথম উত্তর ঃ এ হাদীসের সানাদগত দিক দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা হাদীস নয়। কারণ এ হাদীসের সানাদে রিবয়ী বিন হিরাশের স্ত্রী অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে। এ কথাকে ইবনু হাযম (১০/৮৩) উল্লেখ করেন। এ কারণে আমি মিশকাতে (৪৪০৩) এ হাদীসকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছি।

দ্বিতীয় উত্তর ঃ নারীদের স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে সমস্ত ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তা নারীদের রূপ ও সৌন্দর্য প্রদর্শনই যদি তারতম্য হয় এক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রূপার মধ্যে ব্যবধান থাকে না, অথচ হাদীস থেকে স্পষ্ট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় এবং কোন আলেম নারীদের রূপার আংটি পরিধান করা এবং তদ্বারা অর্জিত সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে আজ পর্যন্ত হারাম বলে ফতওয়া দেননি,

সুতরাং আমাদের নিকট একথাটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে তাদের দাবী বাতিল, ভিত্তিহীন।

قَالَ أَبُوْ الْحَسَنِ السِّنْدِيُّ : «(تَظْهَرُهُ)؛ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ الْكَرَاهَةُ إِذَا ظَهَرَتْ وَافْتَخَرَتْ بِهِ، لٰكِنِ الْفِضَّةَ مِثْلُ الذَّهَبِ فِيْ ذٰلِكَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ هٰذَا لِزِيَادَةِ التَّقْبِيْحِ وَالتَّوْبِيْخِ، وَالْكَلَامُ لِإِفَادَةِ حُرْمَةِ الذَّهَبِ (يَعْنِيْ : الْحَلَقَ) عَلَى النِّسَاءِ، مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الْإِظْهَارِ وَالْإِفْتِخَارِ»

আল্লামা আবুল হাছান সিন্ধী হাদীসে উল্লেখিত শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, সম্ভবত হাদীসে যে শাস্তি প্রদান করার কথা উল্লেখ আছে তা ঐ ক্ষেত্রে যখন নারীরা স্বর্ণালঙ্কার পড়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করে ঘুরে বেড়ায় এবং আত্মগৌরব করে। এতে বুঝতে পারা যায় যে, এ ভীতি প্রদর্শন, ঘৃণা ও ভর্ৎসনা করার জন্য করা হয়েছে। এ কথায় বুঝা যায় নিশ্চিতভাবে প্রদর্শন ও অহঙ্কারবোধ হতে রক্ষাসহ নারীদের স্বর্ণের হার ব্যবহার করা হারাম।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ ব্যাখ্যাটা ঐ সময় প্রযোজ্য যদি হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া যায়। অন্যথায় হাদীসটি প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপন করাটা (চরম অন্যায়) বৈধ হবে না। কারণ এ হাদীসের দুর্বলতা সম্পর্কে আপনারা ইতিপূর্বে অবগত হয়ে আছেন।

আয়িশাহ (রাঃ)-এর কাজকর্ম দ্বারা কতক হাদীসের প্রত্যাখ্যান ও তার প্রতি উত্তর ঃ

৬। নারীদের স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার সম্পর্কে ভীতি প্রর্দশিত হাদীসসমূহের উপর যে সমস্ত অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে থেকে আশ্চর্যজনক হল কিছু কট্টর হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের নির্লজ্জকর কথাটি। তারা বলেন,

«إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْخَوَاتِيْمَ مِنَ الذَّهَبِ، كَمَا رَآهَا ابْنُ أُخْتِهَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَ بِذٰلِكَ، وَهٰذَا الْخَبَرُ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ»

আয়িশাহ (রাঃ) স্বর্ণের আংটি পরিধান করতেন এবং তার (রাঃ) ভাগিনা মুহাম্মাদ বিন কাসেম তাঁকে পরিধান অবস্থায় দেখেছেন এবং সে এভাবে

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আমি বলব ঃ এ হাদীসের সম্বোধন ইমাম বুখারীর দিকে করা ঠিক হয়নি। কেননা আলেম সমাজের নিকট এ কথা প্রসিদ্ধ যে কোন হাদীস ইমাম বুখারীর দিকে সমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে যে, ঐ হাদীসটি বুখারীর বিশুদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থে সানাদসহ উল্লেখ থাকা। কিন্তু এ হাদীসটি বুখারী শরীফে সূত্র সহ উল্লেখ নাই এবং তাতে মুয়াল্লাফ অর্থাৎ সূত্রহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে (১০/২৭১) উল্লেখ করেন যে, এ হাদীসটি আমার নিকট হাছান কিন্তু ইবনু সা'দ তাবাকাতে মওসুল সূত্র উল্লেখ করেন কিন্তু তিনি কোন সূত্রে বর্ণনা করেননি। কিছু পরে ইবনু সা'দ (৮/৪৮) বলেন,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قُلْتُ : إِنَّ نَاساً يَزْعُمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْأَحْمَرَيْنِ : الْمُعَصْفَرِ وَالذَّهَبِ، فَقَالَ : كَذَبُوْا وَاللّٰهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ، وَتَلْبَسُ خَوَاتِمَ الذَّهَبِ.

আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ বিন মাসলামাহ বিন ক্বা'নাব, তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ, তিনি আমর বিন আবু আমর থেকে। তিনি বলেন, আমি কাসিম বিন মুহাম্মাদ [আয়িশাহ (রাঃ)-এর ভাগিনা]-কে জিজ্ঞেস করলাম কিছু মানুষ ধারণা করেন যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি দু'টি লাল বস্তু পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। তার উত্তরে তিনি বলেন, তারা মিথ্যা ধারণা করেছে, আল্লাহর শপথ! আমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে হলুদ বর্ণের পোষাকাদি পরিধান করতে ও স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে দেখেছি।

কিন্তু এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আব্দুল আযীয নামক একজন রাবী রয়েছে ঃ তিনি ব্যতীত অন্যান্য সকল বর্ণনাকারী এ শব্দে বর্ণনা করেন ঃ

«كَانَتْ تَلْبَسُ الْأَحْمَرَيْنِ : الْمُذَهَّبَ وَالْمُعَصْفَرَ»

তিনি দু'টি লাল বস্তু পরিধান করতেন। স্বর্ণ ও হলুদ বর্ণের পোষাক।

ইবনু সা'আদ এ হাদীস তাবাকাত নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন তার সূত্র এভাবে বর্ননা করেন ঃ

আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন আবূ উয়াইস, তিনি সুলাইমান বিন বিলাল থেকে, তিনি আমর বিন আমর থেকে। এ সূত্রটি অধিক সহীহ বা বিশুদ্ধ। কেননা এ সূত্রে সুলাইমান নামক রাবী আব্দুল আযীয থেকে হাদীস গ্রহণের দিক দিয়ে বিশ্বস্ত ও অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে যদি আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ হাদীসে স্বর্ণের আংটি উল্লেখ থাকাটা বাস্তবে সাব্যস্ত হয় তার উত্তর আমাদের সামনে সমাগত। অন্যথায় এ হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা এবং তদ্বারা যুক্তিকে অটুট রাখা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা দ্বিতীয় বর্ণনা প্রথম বর্ণনার তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য এবং এ দ্বিতীয় হাদীসটি অর্থগত দিক দিয়ে কাসিম বিন মুহাম্মাদ এর সূত্রে আয়িশাহ থেকে বর্ণিত এ হাদীসের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্য রয়েছে। কাসেম বিন মুহাম্মাদ বলেন ঃ

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُحَلِّيْ بَنَاتِ أُخْتِهَا الذَّهَبَ ثُمَّ لَا تُزَكِّيْهِ.

আয়িশাহ (রাঃ) তার ভাগিনাদেরকে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিয়ে সজ্জিত করতেন কিন্তু তিনি তার প্রশংসা করতেন না। হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহর রচিত গ্রন্থ মাসায়েল ১৪৫ পৃষ্ঠা। সুতরাং বিশুদ্ধসূত্রে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, আয়িশাহ (রাঃ) যে স্বর্ণ পড়িয়েছেন তা স্বর্ণের কর্তিত অংশ। আর সেটা ব্যবহার সর্বসম্মতিক্রমে মহিলাদের জন্য বৈধ বলে বিধিত হয়েছে।

তারপর তারা বলেন,

«لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَلْبَسَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا الذَّهَبَ الْمُحَلَّقَ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّ يَوْمٍ مَعَهَا وَفِيْ بَيْتِهَا، ثُمَّ لَا يَنْهَاهَا عَنْهُ»

এ কথা সুস্থজ্ঞানে মেনে নেয়াটা অসম্ভব যে, আয়িশাহ (রাঃ) রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একই ঘরে থেকে স্বর্ণের হার ব্যবহার করেছেন অথচ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করেননি।

আমি বলব ঃ এ আলোচনার মধ্যে স্পষ্টভাবে সীমালজ্ঞন পরিলক্ষিত হচ্ছে কেননা পূর্বের হাদীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জানা সত্ত্বেও আয়িশাহ (রাঃ)-কে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করছেন বরং তাতে এ কথাটা উল্লেখ রয়েছে যে কাসিম বিন মুহাম্মাদ আয়িশাহ (রাঃ)-কে স্বর্ণ ব্যবহার করতে দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর এ স্বর্ণ ব্যবহার নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পরে ছিল। কেননা কাসিম রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ পান নাই।

তারপর বলেন ঃ

«أَوْ يَنْهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا يَبْلُغُهَا؟! فَهٰذَا مُسْتَحِيْلٌ قَطْعاً»

অথবা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাহ (রাঃ)-কে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার থেকে নিষেধ করেছেন কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আয়িশাহ (রাঃ) পর্যন্ত পৌছে নাই? এ কথাটা মেনে নেয়াটা অসম্ভব?

আমি বলব ঃ এ কথাটা যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মেনে নেওয়াটা অসম্ভব মনে হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে ততটুকু অসম্ভব নয়। কেননা বাস্তবতা তাঁর বিপরীত পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক কাজকর্ম ও কথা বড় বড় সাহাবায়ে কিরামদের অজানা ছিল কিন্তু আমাদের এ বিষয়টা তেমন নয় বরং সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সূত্রে আমাদের হস্তগত হয়ে গিয়েছে। আর না হয় আমরা বলব যেরূপ তারা এখানে তার দিকে আপতিতভাবে বলেছে। আর এ ত্রুটিপূর্ণ কথা ঐ অধিক দৃষ্টান্তের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তার থেকে আমরা দু'টি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি ঃ

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ আয়িশাহ (রাঃ) আকরাআ শব্দকে আতহার বা পবিত্রতা মনে করতেন। যেমন ইমাম আহমাদ আল মাসাইল (১৮৫) বলেন ও ইমাম মালিক অত্যন্ত সহীহ সানাদে মুয়াত্তাতে (২/৯৬) আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ

«تَدْرُوْنَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ»

আকরাআ কি তোমরা জান? আকরাআ হচ্ছে আতহার বা পবিত্রতা। অনুরূপভাবে মাসায়েলে আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ (৩৩১ পৃষ্ঠা)। আমি বলব ঃ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আকরাআ হচ্ছে হায়িয। আর এটাই হানফিরা ও তাদের কোন ব্যক্তি বলে। এ নীতিকে কি প্রত্যাখ্যান করা যাবে, বিশেষভাবে যখন আয়িশাহ (রাঃ)-এর কথা হাদীসের অনুযায়ী হবে? অথবা তাঁর কথাকে

দলীলরূপে গ্রহণ করা যাবে। যদি এটা মানসূহ হয়ে থাকে যেরূপ হয়েছে আমাদের এ মাস'আলার ব্যাপারে?

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَأَى فِيْ يَدِيْ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرَقٍ، فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ : لَا، أَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ، قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ.

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন আর আমার হাতে রৌপ্যের অলঙ্কার দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটা কি হে আয়িশাহ? আমি বললাম ঃ এগুলো তৈরী করেছি আমি আপনার জন্য সজ্জিত হব হে আল্লাহর রসূল! রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এগুলোর যাকাত আদায় করেছ? আমি বললাম ঃ না। অথবা আল্লাহর যা ইচ্ছা করলেন। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটাই জাহান্নামে যাওয়ার জন্য তোমার যথেষ্ট।(১)

অতঃপর স্বয়ং আয়িশাহ (রাঃ) হতে এর বিপরীত হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যা ইমাম মালিক (১/২৪৫) বর্ণনা করেছেন। কাসিম বিন মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত, যিনি আ'ংটির হাদীসের বর্ণনাকারী,

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِيْ بَنَاتِ أَخِيْهَا يَتَامٰى فِيْ حُجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ، سَنَدُهُ صَحِيْحٌ جِدًّا،

নিশ্চয় আয়িশাহ (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর ভাইয়ের কন্যাগণ (ভাতিজীরা) ছিল। তাঁদের অলঙ্কারাদি ছিল। আয়িশাহ (রাঃ) তাঁদের যে অলঙ্কারাদির যাকাত

১। আবূ দাউদ (১/২৪৪) এর সানাদ বুখারীর শর্তে সহীহ যেমন হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন আত-তালখীছ (৬/১৯)এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন আতা তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা। তিনি বুখারী মুসলিমের প্রমাণিত নির্ভরযোগ্য রাবী। যেমন আত-তারগীবে রয়েছে। ইবনু জাওযী আত-তাহ্‌কীকে (১/১৯৮/১) বলেছেন ঃ এ হাদীসের অন্য একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। এ কারণে হাদীসটি যঈফ বা দুর্বল। অতএব গ্রহণীয় নয়। আর এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত অলঙ্কারের যাকাত ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে। আর এটা তাদের দলীল যারা অলঙ্কারে যাকাত ওয়াজিব বলেন। তাদের মধ্যে হানাফিয়্যাহ রয়েছে।

দিতেন না। হাদীসের সানাদ অত্যন্ত সহীহ। অনুরূপ মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা গত হয়েছে।

এ বর্ণনা আয়িশাহ (রাঃ)-এর পক্ষ হতে তাঁরই বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। অতএব তাঁর নিজের ব্যাপারে এটা করা যখন বৈধ হল তখন অন্যের বর্ণিত যেটা তিনি বর্ণনা করেননি তদ্বারা তার বিপরীত করা অধিকতর উপযুক্ত। তবুও তিনি তাঁর বিনিময়ে সর্বাবস্থায় প্রাপ্য। তাহলে বৈপরীত্যের ব্যাপারে ইঙ্গিতকারী কি বলবেন? আয়িশাহ (রাঃ)-এর কথার কারণে হাদীস ও মাযহাব পরিত্যাগ করবেন, না তাঁর কথাকে তাঁর পক্ষ হতে কোন আপত্তি পেশ করে পরিত্যাগ করবেন, কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য যেটা ওয়াজিব?

যার অন্তর রয়েছে তার নিকট তিনি সর্বাবস্থায় স্পষ্ট, ধারণা রাখেন যে স্বর্ণ বৈধের চিন্তাই করা যায় না অথবা স্বর্ণের টুকরা বিশেষ বৈধ। ইতিপূর্বে যা আমরা সহীহ সানাদে প্রমাণ করেছি। আবশ্যকীয় বিষয় হলো কোন মুসলিম যেন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিপরীত কারও কোন কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। যতই তার কথার সম্মান থাকে এবং যতই তিনি পণ্ডিত ও যোগ্যতার অধিকারী হন। এটা পাপমুক্তির স্বার্থে করতে হবে। আর এটা আমাদের অব্যাহত পরিকল্পনার প্রতি উৎসাহিত করার কারণ। যদ্বারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে ধরা যায়। আর এ দু'টি ব্যতীত যা রয়েছে তাকে অস্তিত্বহীন করে দিবে। যেরূপভাবে আমরা এ মাস'আলার ব্যাপারে করেছি। যে ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকট কামনা করছি তিনি যেন সকল মুসলিমকে তার প্রতি আমল করার তাওফীক দান করেন।

ব্যক্তির আমল দ্বারা অজ্ঞতার কারণে বহু হাদীস পরিত্যাগ ও তার প্রতি উত্তর ঃ

৭। এটা তাদের ব্যাপারে যারা সুন্নাতে সহায়তার কারণে তার উপর আমল করে এবং সুন্নাতের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে এবং কিছু সংখ্যক লোক বহু হাদীসের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে। এ আপত্তি পেশ করে যে, সালাফদের মধ্যে কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেছেন তারা জানেন না।

এসব বন্ধুবরদের জেনে রাখা উচিত এ আপত্তি কখনো ঐ সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হয় যেটা ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কারণ সে মুহূর্তে অন্তর স্থিরহীন হওয়ার আশঙ্কায় ইসতিমবাত ভুল হতে পারে। বিশেষ করে ইসতিমরাতকারী যদি পরবর্তীদের মধ্য থেকে হয়। যারা ঐ

বিষয়গুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে মুসলিমদের কোন উক্তি নেই। আর শরীয়াতে স্বার্থ পূরণের জন্যেই দাবী পূর্ববর্তী শরীয়াতের প্রমাণের জন্য লক্ষ্য না করে এ ইসতিমবাতের দাবী করে। যেমন কিছু সংখ্যক লোকের কথা ঐ সমস্ত সুদ বৈধ যার নাম রাখা হয়েছে রিবায়ে ইসতিহ লাকী বা ব্যবহারিক সুদ।

হায় দুর্ভাগ্য! তারা এ ধরনের কত কথা বলেছে কিন্তু আমাদের স্বর্ণের ব্যাপারে এ মাসআলা সে ধরনের নয়। কেননা এতে সুস্পষ্ট, দৃপ্তমান, দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে এবং এটা রহিত হওয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব বর্ণিত আপত্তির ভিত্তিতে হাদীসকে পরিত্যাগ করা যাবে না। বিশেষ করে এ ব্যাপারে যারা কথা বলেছেন তাদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, যেমন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), শাহওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য।

আর এটাও জানা আবশ্যক যে, এদের ব্যতীত এ হাদীসের উপর অনেকে আমল করেছেন যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না। কারণ মহান আল্লাহ আমাদের জন্য এ দায়িত্ব নেননি যে, কুরআন বা সুন্নাতের উপর কোন ব্যক্তিবর্গ আমল করেছেন তাদের নাম সংরক্ষণ করবেন। বরং তিনি শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসকে সংরক্ষণ করার দায়িত্বই নিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُوْنَ﴾

"আমিই যিক্‌র বা কুরআন ও হাদীস অবতীর্ণ করেছি আর এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আমারই।" (সূরা আল-হিজর ৯)

অতএব দলীলের উপর আমাল করা ওয়াজিব, চাই তার উপর কে আমাল করেছে আর কে করেনি সে জ্ঞান আমাদের থাক আর না-ই থাক। যতক্ষণ এর রহিত হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ এর উপর আমাল করেই যেতে হবে।

আমি এ আলোচনা আল্লামাহ মুহাক্কিক ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ)-এর সুন্দর একটি বাণী দিয়ে ইতি করব। যার এ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান রয়েছে। তিনি ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন এর ৩য় খণ্ডের ৪৬৪, ৪৬৫ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ যারা নিজের রায় প্রবৃত্তি, কিয়াস, ইসতিহসান বা বিবেচনা অথবা কোন ব্যক্তির উক্তি দ্বারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বিরোধিতা করত, সালাফগণ তাদের উপর কঠিন রাগ ও নিন্দা করতেন। এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে তাঁরা পরিত্যাগ করে চলতেন এবং এ ধরনের লোকদেরকে যারা দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ

করতেন তাদেরকে অপছন্দ করতেন। আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নেতা মেনে নেয়া, দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর কথা মানা, শ্রবণ ও আনুগত্যে আন্তরিকতা হওয়া ব্যতীত সালাফগণ এগুলোর প্রতি আমাল করার অনুমতি দিতেন না।

কুরআন ও হাদীসের মাসআলাহ গ্রহণ করার ব্যাপারে কারো আমাল কিয়াসের সাক্ষ্য ব্যতীত অথবা অমুক ব্যক্তির কথার অনুযায়ী বা আমাল স্থগিত রাখার কথা মানুষের অন্তরে না জন্মায়। বরং সালাফগণ আল্লাহর এ বাণীর উপর আমাল করতেন–

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْراً أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের নির্দেশ করলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করার ক্ষমতা নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আল-আহযাব ৩৬)

এবং সালাফগণ এ আয়াতেও আমাল করতেন ঃ

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً﴾

"অতএব তোমার প্রভুর শপথ! সে সমস্ত লোক ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং দ্বিধাহীনচিত্তে তা মেনে নিবে।" (সূরা আন-নিসা ৬৫)

আর এ আয়াতের উপরও আমাল করতেন ঃ

﴿اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلِيكُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِن دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ﴾

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তা ব্যতীত তোমরা অলী আউলিয়ার অনুসরণ করো না। আর তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা আল-আ'রাফ ৩)

এ ধরনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে তার উপর তাঁরা আমাল করতেন। আমরাএমন সময়ে পৌছেছি যখন কাউকে যদি বলা হয় ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটা এটা প্রমাণিত রয়েছে। তখন সে বলে কে এটা বলেছে? আর এটা বলে হাদীসকে বর্জন করার উদ্দেশে। এ কথা বলা ব্যক্তির নিকট হাদীসের বিপরীতে ও তদানুযায়ী আমাল পরিত্যাগ করার প্রতি তার অজ্ঞতা তার জন্য দলীল করে দেয়। যদিও তার নিজের উপদেশ জ্ঞানের জন্য এ কথা সবচেয়ে বড় বাতিল হয়ে যায়। এ অজ্ঞতার উপমা দ্বারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহকে পরিত্যাগ করা তার জন্য বৈধ হয় না। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল এ ব্যাপারে অজ্ঞতার আপত্তি পেশ করা। যখন এ আক্বীদাহ পোষণ করা যে, ঐ সুন্নাতের বিপরীত ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটা মুসলিম জামা'আতের খারাপ ধারণা যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের বিপরীতের প্রতি ঐকমত্যের সম্বন্ধ করা হয়। আর এ ইজমার দাবীর আপত্তি করা অত্যন্ত খারাপ। এটা যারা হাদীসের কথা বলে তাদের জ্ঞানের বিপরীত ও অজ্ঞতাই বটে। অতঃপর এ কর্মকাণ্ড সুন্নাতের উপর তার অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। এর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকটেই সাহায্য কামনা করতে হবে।

মাসআলাহ ঃ ৪০. স্ত্রীর সাথে সংগঠিত সম্পর্ককে যথার্থ মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।

স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার মূল্যায়ন করা স্বামীর জন্য একান্ত কর্তব্য এবং শরীয়াত বিধিত বিষয়বস্তুতে তার মতের সাথে তাল দিয়ে একত্ততা পোষণ করা স্বামীর জন্য আবশ্যক। বিশেষ করে স্ত্রী যখন অল্পবয়সী তরুণী হয় এবং এ ব্যাপারে অনেক হাদীস পাওয়া যায়

প্রথম হাদীস ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

« خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ »

তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি যে তার পরিজনের জন্য উত্তম আর আমি পরিবারের দিক দিয়ে তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি।(১)

১। তাহাবী মুসকিল গ্রন্থে ৩য় খণ্ড ২১১ পৃষ্ঠা ইবনু আব্বাস-এর সূত্রে বর্ণনা করেন এবং হাকিম (৪/১৭৩), ইবনু আব্বাস এর সূত্রে হাদীসের প্রথম অংশ বর্ণনা করেন এবং বলেন এর বর্ণনা সূত্রটি সহীহ বা বিশুদ্ধ এবং ইমাম যাহাবী হাকিমের সাথে একমত পোষণ করেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেন ঃ

« ... أَلَا وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَي نِسَائِكُمْ؛ فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ »

সাবধান, তোমরা তোমাদের পরিজনের সাথে উত্তম ও ভাল আচরণ করো। কেননা তারা তোমাদের সেবিকা। তোমরা তাদের থেকেই অন্য কোন কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারবে না। পক্ষান্তরে তারা কোন এমন প্রকাশ্য দুরাচার ও অন্যায় কাজ বাস্তবায়ন করে তাহলে তাদেরকে শয্যাসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এবং তাদেরকে হালালভাবে প্রহার করো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তবে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করে অন্য রাস্তা অবলম্বন করো না, সাবধান স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে তোমাদের উপরও তাদের হক বা অধিকার রয়েছে। আর স্ত্রীদের উপর তোমাদের পাওনা হল, যেন তারা তোমাদের ঘৃণিত ব্যক্তিদেরকে তোমাদের বিছানায় যৌনসঙ্গমে যেতে না দেয় এবং যেন তারা তোমাদের

আবূ নাঈমের হুলইয়াহ গ্রন্থে (৭/১৩৮/পৃষ্ঠা) এবং এ হাদীসকে দারেমী (২য় খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করেন কিন্তু তিনি "আমি পরিবারের দিক দিয়ে তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি" এর জায়গায় "যখন তোমাদের সাথী মারা যাবে তখন তার জন্য তোমরা দু'আ করো" বাক্যটি বর্ণনা করেন। আর এ হাদীসের বর্ণনা সূত্রটি ইমাম বুখারী (রাঃ)-এর শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে উল্লেখিত হাদীসে প্রমাণ রয়েছে, যা খতিব বাগদাদী তার তারীখ গ্রন্থে এ (৭খ/১৩ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করেন এবং ইমাম তিরমিযী ও আহমাদ (২/২৫০, ৪৭২) উপরের হাদীসের প্রথম অংশকে আবূ হুরাইরাহ থেকে হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন।

অপছন্দ ব্যক্তিকে তোমাদের বাড়িতে আগমনে অনুমতি না দেয়, অনুরূপভাবে তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল যে, তোমরা তাদের পোষাক ও খাদ্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে বদান্যতার লক্ষ্য রাখবে।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

«لَا يَفْرِكْ (أَيْ لَا يُبْغِضْ) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»

কোন পুরুষ মুমিন নারী মুমিনার সাথে বিরাগ ভাব পোষণ করা সমুচিত হবে না, কারণ পুরুষের নিকট যদি নারীর কোন অভ্যাস অপছন্দ হয় তবে তার অন্য অভ্যাসে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।(২)

চতুর্থ হাদীস ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ»

মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতর মুমিন হল যে চরিত্র গতভাবে তাদের মধ্যে সুন্দর। আর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি হলো যারা তাদের স্ত্রীর জন্য উত্তম।(৩)

পঞ্চম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : «دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ [وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ]، [فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ]،

১। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী হাসান সহীহরূপে বর্ণনা করেন (২/২০৪পৃষ্ঠা), ইবনু মাজাহ (১/৫৬৮-৫৬৯) আমর ইবনু আহওয়াস-এর সূত্রে এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যম যাদুল মায়াদ (৫/৪৬ পৃষ্ঠা) মুসনাদ ইমাম আহমাদ গ্রন্থে (৫/৭২-৭৩) তিনি সহীহ বলেছেন।

২। মুসলিম (৪/১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা) অন্য ইমামগণও আবূ হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেন।

৩। তিরমিযী ২য় খণ্ড ২০৪ পৃষ্ঠা, আহমদ ২য় খণ্ড/৪৭২ পৃষ্ঠা, আবুল হাসান আততুসীর মুখতাছার (১/২১৮ পৃষ্ঠা) ইমাম তিরমিযী (রাঃ) এ হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন।

আমার মত হলো এ হাদীসের আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত সূত্রটি হাছান এবং প্রথম অংশটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত এবং আমি এ হাদীসটি মাকতাবুল ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত সিলসিলাতুন আহাদিসুস সহীহা ৪২৮৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি।

فَقَالَ : [يَا حُمَيْرَاءُ! أَتُحِبِّيْنَ أَنْ تَنْظُرِيْ إِلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ]، [فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ]، فَطَأْطَأَ لِيْ مَنْكِبَيْهِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِمْ، [فَوَضَعْتُ ذَقْنِيْ عَلٰى عَاتِقِهِ، وَأَسْنَدْتُ وَجْهِيْ إِلٰى خَدِّهِ]، فَنَظَرْتُ مِنْ فَوْقِ مَنْكِبَيْهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : مِنْ بَيْنِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ) [وَهُوَ يَقُوْلُ : دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَةَ] [فَجَعَلَ يَقُوْلُ : يَا عَائِشَةُ! مَا شَبِعْتِ؟ فَأَقُوْلُ : لَا، لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِيْ عِنْدَهُ] حَتّٰى شَبِعْتُ.

[قَالَتْ : وَمِنْ قَوْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ : أَبَا الْقَاسِمِ طَيِّباً]، وَفِيْ رِوَايَةٍ : «حَتّٰى إِذَا مَلَلْتُ، قَالَ : حَسْبُكِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فَاذْهَبِيْ»، وَفِيْ أُخْرٰى : «قُلْتُ : لَا تَعْجَلْ، فَقَالَ لِيْ، ثُمَّ قَالَ : حَسْبُكِ؟ قُلْتُ : لَا تَعْجَلْ، [وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ]، قَالَتْ : وَمَا بِيْ حُبُّ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، وَلٰكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ لِيْ، وَمَكَانِيْ مِنْهُ [وَأَنَا جَارِيَةٌ]، [فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ [الْعَرِبَةِ] الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ]، [قَالَتْ : فَطَلَعَ عُمَرُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهَا وَالصِّبْيَانُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رَأَيْتُ شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ]، [قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ ﷺ يَوْمَئِذٍ : لِتَعْلَمَ يَهُوْدُ أَنَّ فِيْ دِيْنِنَا فُسْحَةً]»

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আমাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন আর আবি সিনিয়ার অধিবাসীরা ঈদের দিন মাসজিদের মধ্যে তাদের যুদ্ধাস্ত্র (বর্শা বল্লম) ইত্যাদি নিয়ে খেলাধূলা করতে ছিল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে হুমাইরাহ! তুমি কি তাদের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে ভালবাস?

আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার পিছনে দাঁড় করালেন এবং তার দু' কাঁধকে আমার দেখার সুবিধার্থে একটু নিচু করে দিলেন। তখন আমি আমার থুতনিকে তার স্কন্ধের উপর রাখলাম এবং আমার চেহারাটাকে তার গালের সাথে মিলিয়ে দিলাম। আর আমি স্কন্ধের উপর থেকে দেখতে লাগলাম। অন্য বর্ণনায় আছে আমি তাঁর কান ও কাধের মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে দেখতে লাগলাম।

আর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন ঃ হে বানী আরফিদাহ তোমাদের সম্মুখভাগে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন ঃ হে আয়িশাহ! পরিতৃপ্ত হয়েছ? আমি বললাম ঃ না। আমি তাঁর নিকটে আমার স্বস্থানে থেকে দেখতে লাগলাম, শেষে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম।

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ সেদিন তাদের কাব্য ছিল (আবুল কাসিম পবিত্র) অন্য বর্ণনায় আছে ঃ অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার যথেষ্ট হয়েছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি চলে যাও।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি বললাম ঃ আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। তিনি আমার জন্য অবস্থান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমার যথেষ্ট হয়েছে? আমি বললাম ঃ আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাঁর দু'পায়ের মাঝে আরাম করছেন। মা আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমার আর তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না কিন্তু পছন্দ করছিলাম আমার জন্য তাঁর অবস্থান মহিলাদের নিকট চলে যাক এবং আমার স্থানে আমি অবস্থান করি। আমি তখন বালিকা। নব যুবতী উদ্বেলিত বালিকাদের খেলার প্রতি কতই না আগ্রহী থাকে। তিনি বলেন ঃ ইতিমধ্যে উমার (রাঃ) এসে গেল। আর লোকজন বালক বালিকারা তথা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি দেখছি মানুষ শাইত্বন ও জ্বিন শাইত্বনরা উমার (রাঃ) থেকে পলায়ন করছে। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ সে দিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়াহুদীরা যেন আমাদের দীনে প্রশস্ততার দেখে নেয়।(১)

১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ। আবূ দাউদ আত-তয়ালিসী, মুসনাদে আহমাদ, সলাতুল ঈদাইন, মুহামিলী ১৩৪ নং, তাহাবীর মুশকিল (১/১১৬), আবূ ইয়ালা (১/২২৯), হুমাইদী (২৫৪), ইবনু আদীর আল কামিল হাসান সানাদে (১/১২১)।

ষষ্ঠ হাদীস ঃ

عَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : «قَدِمَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَوْ خَيْبَرَ، وَفِيْ سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيْحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ : بَنَاتِيْ، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَساً لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ : مَا هٰذَا الَّذِيْ أَرَى وَسْطَهُنَّ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ، قَالَ : وَمَا هٰذَا الَّذِيْ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ، قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ : فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ».

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক বা খাইবারের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন। আর আয়িশাহ (রাঃ)-এর ছোট বাক্সর উপর একটি পর্দা ছিল। হঠাৎ করে বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় আয়িশার খেলনার পুতুল হতে পর্দার এককোনা খুলে উন্মোচিত করে দিল। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়িশাহ! এগুলো কি? আয়িশাহ বললেন এগুলো আমার কন্যা। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুতুলগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়া দেখলেন। যার জন্য কাপড়ের টুকরার দু'টি ডানা রয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন পুতুলগুলোর মধ্যে এটা কি দেখা যাচ্ছে? আয়িশাহ বললেন, এটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। তারপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার মাঝখানে এটা কি? আয়িশাহ (রাঃ) বললেন এ দু'টি ডানা। পুনরায় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘোড়ার কি দু'টা ডানা আছে? আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আপনি কি শুনেননি যে, সুলাইমান (আঃ)-এর একটি ঘোড়া ছিল এবং তার জন্য একাধিকা পাখা ছিল? আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা শুনে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর নাওয়াজিয দাঁত দেখতে পেলাম।(১)

১। আবূ দাউদ (২/৩০৫ পৃঃ) এবং নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (১/৭৫ পৃঃ) সহীহ সূত্রে, ইবনু আদী ১ম/১৮২ পৃষ্ঠা সংক্ষিপ্ত আকারে।

সপ্তম হাদীস ঃ

عَنْهَا أَيْضاً : «أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، وَهِيَ جَارِيَةً [قَالَتْ : لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ، وَلَمْ أَبْدِنْ]، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُوْا، [فَتَقَدَّمُوْا]، ثُمَّ قَالَ : تَعَالِيْ أُسَابِقْكِ، فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلِيْ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِيْ سَفَرٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : تَقَدَّمُوْا، ثُمَّ قَالَ : تَعَالِيْ أُسَابِقْكِ، وَنَسِيْتُ الَّذِيْ كَانَ، وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ، [وَبَدَنْتُ]، فَقُلْتُ : كَيْفَ أُسَابِقُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ؟ فَقَالَ : لَتَفْعَلِنَّ، فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنِيْ، فَـ[جَعَلَ يَضْحَكُ، وَ] قَالَ : هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, অল্পবয়সের বালিকা থাকাকালে তিনি কোন এক ভ্রমণে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে পারছি না, তখন রসূল আকারাম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকো। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শুনে সহচরবৃন্দ সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আস আমি তোমার সাথে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়াব? তারপর আমি রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৌড়ালাম এবং পায়ে দৌড়িয়ে অগ্রগামী হয়ে আমি বিজয় লাভ করলাম। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমিও রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পুনরায় সফরে বের হলাম। তিনি তার বন্ধুমহলকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকো। তাঁরা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। তারপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আস তোমার সাথে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়াব? আয়িশাহ বলেন, আমি পূর্বের প্রতিযোগিতার কথা ভুলে গিয়েছি এবং মোটা দৈহিক কষ্টে ভুক্তভোগী। তাই

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সাথে কিভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিব? রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই তুমি পারবে। তখন আমি তার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর বিজয় লাভ করলেন এবং হাসতে লাগলেন। আর বললেন ঃ এ বিজয় ঐ বিজয়ের বদলা স্বরূপ।(১)

অষ্টম হাদীস ঃ

عَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : «إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُؤْتٰى بِالْإِنَاءِ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ فَآكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ».

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যদি কোন পাত্র আনা হত তখন আমি সে পাত্র থেকে ঋতুস্রাব অবস্থায় পান করতাম। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রটি নিতেন এবং তাঁর মুখ আমার পান করার স্থানে রাখতেন। অনুরূপভাবে যদি আমি কোন গোস্তহীন হাড্ডি নিতাম এবং তা চাটতাম, অতঃপর তিনি সেটা নিতেন এবং আমার চাটার স্থানে তার মুখ রাখতেন।(২)

নবম হাদীস ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، وَجَابِرِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ اللّٰهِ، فَهُوَ [لَغْوٌ] وَسَهْوٌ وَلَعِبٌ، إِلَّا أَرْبَعُ [خِصَالٍ] : مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيْبُ

১। হুমাইদীর মুসনাদ ২৬১ পৃঃ, আবূ দাউদ ১ম/৪০৩ পৃঃ, নাসাঈ ইশরাতুন নিসা ২য় খণ্ড/৭৪ পৃষ্ঠা, আহমদ ৬/২৬৪ পৃষ্ঠা, ত্বরানী ২৩/৪৪৭, ইবনু মাজাহ সংক্ষিপ্ত (১/৬১০) আল্লামা ইরাকী ইমাম গাযালী কর্তৃক রচিত ইহয়াউল উলুম এর তাখরীজে এ হাদীসের সানাদ সহীহ বলেছেন (২/৪০), ইরউয়াউল গালিলে (১৪৯৭ পৃঃ)।

২। মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৮-১৬৭ পৃষ্ঠা, আহমদ ৬/৬২ পৃষ্ঠা।

الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيْمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ».

জাবির বিন আবদিল্লাহ ও জাবির বিন উমাইর থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে বস্তুতে আল্লাহর যিকির উল্লেখ করা হয় না তা একটি উপেক্ষা নিরর্থক ও কৌতুক কিন্তু চারটি বস্তু এমন রয়েছে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়- (১) পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে খেলাধূলা করা (২) কোন ব্যক্তি তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া (৩) দু'টিলার মধ্যখান দিয়ে ঘোড়া মার্চ করা এবং (৪) কোন ব্যক্তিকে সাতার শিক্ষা দেয়া।[১]

মাসআলাহ ঃ ৪১. স্বামী-স্ত্রীর প্রতি অসিয়াত।

সর্বশেষ স্বামী স্ত্রীকে অসিয়াত করছি ঃ

১ম অসিয়াত ঃ তারা পরস্পরকে মহান আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করবে এবং সৎ পরামর্শ দিবে। কুরআন ও সুন্নাহে প্রমাণিত আল্লাহর বিধানের অনুকরণ করবে। তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) বা মানুষের মাঝে প্রবর্তিত অভ্যাস অথবা মাযহাবী মতবাদকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রাধান্য দিবে না।

কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের কোন ক্ষমতা নেই, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সূরা আহযাব ৩৬ আয়াত)

দ্বিতীয় অসীয়াত ঃ তাদের প্রতি আল্লাহ ওয়াজিব এবং অন্যান্য পালনীয় হুকুমের মধ্যে থেকে যা ফরয করেছেন তার প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, অতএব, স্ত্রী পুরুষের সমস্ত অধিকারের ব্যাপারে সমধিকার কামনা করবে না,

---

১। নাসাঈ ইশরাতুন নিসা ২/৭৪, ত্বরানী মু'জামুল কাবীর (১/৮৯/২)।

এবং পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা নেতৃত্ব ও রাজত্ব থেকে যে মর্যাদা দান করেছেন তা স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দিবে না, চাপিয়ে দিলে তার প্রতি যুলুম করা হবে, এবং অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে প্রহার করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর ন্যায় সম্মতভাবে এবং নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী বিজ্ঞ। (সূরা বাকারাহ ২২৮ আয়াত)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেক্কার স্ত্রীলোকগণ হয় আনুগত্যশীল এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করেন। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও। তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।[১] (সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)

১। আয়াতের মধ্যে نُشُوزَهُنَّ এর অর্থ আল্লাহর আনুগত্য হতে স্ত্রীদের বের হয়ে যাওয়া। আল্লামা ইবনু কাসীর বলেন,

«وَالنُّشُوزُ هُوَ الْاِرْتِفَاعُ، فَالْمَرْأَةُ النَّاشِزَةُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا،

وَقَدْ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ، وَلَا تَضْرِبْ، [وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِيْ الْبَيْتِ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ؛ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهِنَّ].

মুয়াবিয়াহ বিন হাইদাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কি কর্তব্য রয়েছে? রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন কাপড় পরিধান করবে তাকেও পরিধান করাবে।

التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ»

অর্থ উচ্চ হওয়া, সুতরাং অবাধ্য নারী সে স্বীয় স্বামীর উপর নেতৃত্ব করে এবং পুরুষদের নির্দেশ অমান্য করে এবং পুরুষ থেকে বিমুখ হয়।

فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً তাদের জন্য অন্য কোন পথ অবলম্বন করো না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কাসীর বলেন ঃ

أَيْ إِذَا أَطَاعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِيْ جَمِيْعِ مَا يُرِيْدُهُ مِنْهَا مِمَّا أَبَاحَهُ اللّٰهُ لَهُ مِنْهَا، فَلَا سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا وَلَا هِجْرَانُهَا، وَقَوْلُهُ : ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيْراً﴾ تَهْدِيْدٌ لِلرِّجَالِ إِذَا بَغَوْا عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، فَإِنَّ اللّٰهَ الْعَلِيَّ الْكَبِيْرَ وَلِيُّهُنَّ، وَهُوَ مُنْتَقِمٌ مِمَّنْ ظَلَمَهُنَّ وَبَغَى عَلَيْهِنَّ. كَذَا فِيْ «تَفْسِيْرِ ابْنِ كَثِيْرٍ».

অর্থাৎ যখন নারী তার স্বামীর কথা মেনে নেয় ঐ সমস্ত বিষয়ে যা আল্লাহ বৈধ করে দিয়েছেন। অতএব এরপরে স্ত্রীর উপর স্বামীর জন্য অন্যপথ অবলম্বন করা চলবে না, এবং তাকে (স্ত্রীকে) প্রহারও করতে পারবে না এবং তাকে গালমন্দও করতে পারবে না। এবং মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيْراً﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ" এ আয়াত পুরুষদের জন্য ধমক স্বরূপ, যখন তারা বিনা কারণে স্ত্রীদের উপর বাড়াবাড়ি করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদের (মহিলাদের) অভিভাবক এবং যারা তাদের প্রতি যুলম ও অন্যায় করে তিনি তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (ইবনু কাসীর ১ম খ ৬৫৪-৬৫৫ পৃঃ)

তোমার চেহারা আল্লাহ কুৎসিত করেছেন একথা বলনা, এবং তার চেহারায় প্রহার করনা। বাড়ীতে ব্যতীত তাকে পরিত্যাগ করনা। এটা কিভাবে করবে অথচ তোমরা একে অপরের সাথে মিলিত হবে অর্থাৎ সহবাস করবে কিন্তু তাদের প্রতি যা বৈধ করা হয়েছে।(১)

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْمُقْسِطُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مِنْبَرٍ مِّنْ نُّوْرٍ عَلَى يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ - الَّذِيْ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا»

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ কিয়ামত দিবসে রহমান আল্লাহর ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর আল্লাহর দু'হাতই ডান হাত। ন্যায়পরায়ণ ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের বিচারকার্য, তাদের পরিবারের সাথে এবং যে সমস্ত কাজ তাদের উপর অর্পিত তাতে ইনসাফ যথাযথভাবে করে থাকে। (মুসলিম ৬/৭, ইবনু মানদাহ আত্-তাওহীদ ১/৯৪, হাদীস সহীহ।)

যখন তারা এগুলো বুঝবে এবং তার প্রতি আমল করবে তখন আল্লাহ তা'আলা উত্তম জীবন দান করবেন এবং তারা সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপন করবে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

নারী কিংবা পুরুষের মধ্যে যে সৎকর্ম সম্পাদন করে সে ঈমানদার। আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দিব যা তারা করত। (সূরা নাহ্ল ৯৭ আয়াত)

তৃতীয় নসীহাত ঃ স্ত্রীর উপর কর্তব্য হলো নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে স্বামীর আনুগত্য করা, যাতে স্বামী আনুগত্যের সীমার মধ্যে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারে। আর এটা দ্বারা মহান আল্লাহ পুরুষদেরকে স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন যা পূর্বের দু'আয়াতে গত হয়েছে।

১। আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ৩৩৪, মুসদাদরকে হাকিম ২য় ১৮৭-১৮৮, মুসনাদে আহমাদ ৫ম ৩-৫, সানাদ হাসান, ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবীও ঐকমত্য পোষণ করেছেন, ইমাম বাগাবীও শরহুম সুন্নাহর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

﴿اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল।

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা রয়েছে।

এ অর্থে অনেক গুরুত্ব বহনকারী সহীহ হাদীস এসেছে এবং যা সুস্পষ্ট ভাবে স্ত্রীর জন্য ও স্ত্রীর উপর কর্তব্য বর্তায়, যখন সে তার স্বামীর আনুগত্য করে বা নাফরমানী করে। অতএব তার কিছু উল্লেখ করা অত্যাবশ্যকীয়। হয়ত তাতে বর্তমান যুগের মহিলাদের জন্য উপদেশ হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

স্বরণ করিয়ে দিন কেননা, স্বরণ করিয়ে দেয়া মুমিনদের উপকারে আসবে। (সূরা যারিয়াত ৫৫ আয়াত)

প্রথম হাদীস ঃ

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ) وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ [غَيْرَ رَمَضَانَ]، وَلَا تَأْذَنْ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

স্বামীর উপস্থিতিতে(১) অনুমতি ব্যতীত মহিলাদের রোযা রাখা বৈধ নয় (অপর বর্ণনায় মহিলা রোযা রাখবে না)। (কিন্তু রামাযান ব্যতীত) এবং স্বামীর বাড়ীতে তার অনুমতি ব্যতীত (কাউকে) অনুমতি দিবে না।(২)

১। বুখারী ৪র্থ খণ্ড ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠা, প্রথম বর্ণনা, মুসলিম ৩য় খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় বর্ণনা, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠা, নাসাঈ কুবরা ২য় খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা সনদ বুখারী মুসলিম এর শর্তে সহীহ। মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড ৩১৬, ৪৪৪, ৬৪, ৪৭৬, ৫০০ পৃষ্ঠা, তাহাবী মুশকিল ২য় খণ্ড ৪২৫ পৃষ্ঠা)

২। অর্থাৎ শহরে উপস্থিত থাকলে। ইমাম নববী দ্বিতীয় বর্ণনার নিচে শরহে মুসলিমে ৭ম খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ «وَهٰذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيْمِ، صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا»

এ নিষেধ হারাম প্রমাণ করে, আমাদের সাথীবর্গ এর ব্যাখ্যা করেছেন, আমি বলব এটা অধিকাংশ আলেমদের কথা যেমন ভাবে ফাতহুল বাড়ীতে রয়েছে।

অতঃপর ইমাম নববী বলেন,

«وَسَبَبُهُ أَنَّ الزَّوْجَ لَهُ حَقُّ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهَا فِيْ كُلِّ الْأَيَّامِ، وَحَقُّهُ فِيْهِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ، فَلَا يَفُوْتُهُ بِتَطَوُّعٍ، وَلَا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِيْ»

এর কারণ যে, স্বামীর জন্য অধিকার হল স্ত্রীর দ্বারা প্রত্যেক দিনের মধ্যে উপভোগ নেয়া। আর এটা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব। অতএব, এটা নফল ইবাদতের দ্বারা ছুটে যেতে পারবে না এবং বিলম্বে করণীয় ওয়াজিব দ্বারাও পরিহার করা যাবে না।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَوْ حَتّٰى تَرْجِعَ، وَفِيْ أُخْرٰى : حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا»

যখন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় (সহবাসের জন্য) ডাকে। অতঃপর স্ত্রী যদি না আসে আর স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত যাপন করে। ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লানত করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ফিরে না আসে। আর এক বর্ণনায় আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।(১)

তৃতীয় হাদীস ঃ

«وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ [نَفْسَهَا]»

ঐ সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! ঐ মহিলা তার প্রভুর হক আদায় করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করবে। যদি স্বামী তাকে কামনা করে অর্থাৎ সহবাস করতে চায় আর সে উটের গদির উপর থাকে এ অবস্থায়ও নিষেধ করতে পারবে না।(২)

চতুর্থ হাদীস ঃ

«لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ : لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»

১। বুখারী ৪র্থ খণ্ড ২৪১ পৃষ্ঠা, মুসলিম ৪র্থ খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ৩৩৪ পৃষ্ঠা, দারেমী ২য় খণ্ড ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা, আহমাদ ২য় খণ্ড, ২৫৫, ৩৪৮, ৩৮৬, ৪৩৯, ৪৬৮, ৪৮০, ৫১৯, ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

২। হাদীস সহীহ। ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৫৭০, আহমাদ ৪র্থ ৩৮১ পৃষ্ঠা, আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা হতে বর্ণিত, সহীহ ইবনু হিব্বান, ইমাম হাকিমের তারগীবে ৩য় খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা, তাবারানী উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

দুনিয়াতে মহিলা তার স্বামীর হক আদায় করতে পারবে না কিন্তু হুরেয়ীনদের থেকে তার স্ত্রী বলবে তাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ তোমার ধ্বংস করুক। তিনি তোমার নিকটে মেহমান। অতিসত্বর তোমাকে ছেড়ে তিনি আমাদের নিকটে চলে আসবেন।(১)

পঞ্চম হাদীস ঃ

عن حُصَيْنِ بْنِ مُحْصِنٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ : «أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ : أَيْ هٰذِهِ! أَذَاتَ بَعْلٌ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتَ لَهُ؟ قَالَتْ : مَا آلُوْهُ: إِلاَّ مَا عَجِزْتُ عَنْهُ، قَالَ : [فَانْظُرِيْ] أَيْنَ أَنْتَ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»

হুসাইন বিন মুহসিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ফুফু আমাকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, কিছু প্রয়োজনে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে অমুক তোমার স্বামী আছে? আমি বললাম ঃ হাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি তার জন্য কেমন? আমি বললাম ঃ আমি তার আনুগত্য খিদমতে কমতি করি না, কিন্তু তার পক্ষ হতে আমি যা কমতি পেয়ে থাকি। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অপেক্ষা কর, তার থেকে কোথায় যাবে? কেননা সে তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম।(২)

ষষ্ঠ হাদীস ঃ

«إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»

১। তিরমিযী ২য় খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা, ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ৬২১ পৃষ্ঠা, মুসনাদে হায়সাম বিন কুলাইব ৫ম খণ্ড ১৬৭/১ আবুল হাসান তুসীর মুখতাসার ১/১১৯/২ আবুল আব্বাস আছেমের মাজলিসীনে আমালী ৩/১, আবূ আব্দিল্লাহ আল কাত্তান (হাসান বিন উরফা হতে) ১/১৪৫ পৃষ্ঠা।

২। ইবনু আবী শাইবাহ ৭/৪৭/১, ইবনু সা'দ ৮/৪৫৯, নাসাঈ ইশারাতুল নিসা, আহমাদ ৪/৩৪১, তাবরানীর আওসাত ১৭০/১, হাকিম ২/১৮৯, বাইহাকী ৭/২৯১, ওয়াহিদীর ওসীত ১/১৬১/২, ইবনু আসাকীর ১৬/৩১/১, হাকিম বলেছেন- হাদীসের সানাদ সহীহ। যাহাবীও ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মুনযিরী ৩/৭৪ এ বলেছেন আহমাদ ও নাসাঈ উত্তম সানাদ সহকারে বর্ণনা করেছেন

যখন মহিলা তার পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে, তার গুপ্তাঙ্গকে হিফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে প্রবেশ করতে পারবে।(১)

স্বামীর খিদমাত করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব

আমি বলব ঃ এখনি উল্লেখিত কিছু হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং তারই জন্য আনুগত্যের সীমার মধ্যে খিদমাত ওয়াজিব। আর এটার মধ্যে সন্দেহ নেই যে, এ খিদমাতের মধ্যে তার বাসভবন প্রবেশ করবে। এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয় তার সন্তান সন্ততি এবং এ ধরণের বিষয়। এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ফাতাওয়া ৩২/২৩৪/২৩৫ বলেছেন, আলেমগণ মতভেদ করেছেন ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর খিদমাত করা কি ওয়াজিব? যেমন বাড়ীর বিছানায় খিদমাত খানাপিনা, রুটি আটা খাওয়ানো, গোলাম ও পশুকে খাদ্য খাওয়ান যথা তার পশুকে ঘাস খাওয়ানো ইত্যাদি।

তাদের মধ্যে যারা বলেন, খিদমাত ওয়াজিব নয়। আর এ কথাটিও দুর্বল। যেমন কথা দুর্বল যারা বলে, স্বামীর উপর সঙ্গ দেয়া সহবাস করা ওয়াজিব নয়। কেননা এটা তার জন্য ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক নয়। বরং সফরে সঙ্গ দেয়া যা মানুষের উপমা এবং বাড়ীতে সঙ্গী দেয়া উচিত। যদি তার সংশোধনে সহায়তা না করে তাহলে ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক হল না।

বলা হয় খিদমাত করাই ওয়াজিব এ মতটি সঠিক। কেননা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী স্বামী তার নেতা বা সরদার, এবং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী সে (স্ত্রী) তার (খিদমাত করতে) বাধ্য। দাস, গোলাম, খিদমাতে বাধ্য। এজন্য এটা ন্যায়সঙ্গত।

অতঃপর এ সমস্ত লোক যারা বলে, সহজ খিদমাত করা ওয়াজিব। তাদের মধ্যে যারা বলে, ন্যায়সঙ্গতভাবে খিদমাত করা ওয়াজিব। আর এটাই সঠিক। স্ত্রীর উপর ন্যায়সঙ্গত খিদমাত করা একটি উপমার মত উপমা এবং ঐ শ্রেণী বর্তমান শ্রেণীর মত। অতএব, বেদুঈন-যাযাবরদের খিদমাত গ্রামীণদের খিদমাতের মত নয়। শক্তিশালীর খিদমাত দুর্বলের খিদমাতের মত নয়।

১। হাদীস হাসান বা সহীহ এর অনেক সূত্র রয়েছে। ত্বররানীর আওসাত ২/১৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান আবূ হুরাইয়া (রাঃ) হতে, আত্-তারগীব ৩/৭৩, আহমাদ আব্দুর রহমান বিন আউফ হতে হাদীস নং ১৬৬১, আবূ নাঈম ৬/৩০৮, জুরজানী আনাস বিন মালিক হতে ২৯১।

আমি বলব ঃ মহান আল্লাহ ইচ্ছা করেন তো এটাই সঠিক। স্ত্রীর উপর বাড়ীতে খিদমাত করা ওয়াজিব। এটা ইমাম মালিকেরও কথা এবং এটা দৃঢ়, যেমনভাবে ফাতহুল বারীর ৯ম খণ্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠা এবং আবূ বকর বিন আবী শাইবাতে রয়েছে। এরূপভাবে জাওযাজানীর হালাবিলায়, যেরূপ ইখতিয়ারাত ১৪৫ পৃষ্ঠা এবং সালফ ও খালাফদের এক দল (আযযাদ) ৪/৪৬, ওয়াজিবের বিপরীত। যারা বলে তাদের পক্ষে সঠিক কোন দলীল আমি পাইনি।

কিছু সংখ্যক লোকের কথা বিবাহের বন্ধন হল উপভোগ নেয়া, খিদমাত দেয়া নয়। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উপভোগ স্ত্রীরও স্বামীর দ্বারা অর্জিত হয়, অতএব এদিক দিয়ে উভয়ে সমান। জানার বিষয় যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য অন্য বিষয় ওয়াজিব করেছেন আর সেটা হল স্ত্রীর খোরপোষ, তার কাপড় চোপড়, তার বাসস্থান। অতএব ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বামী স্ত্রীর উপর অর্পিত ওয়াজিবকে ঐগুলির বিনিময় অন্য বিষয় আদায় করবে। এভাবে স্ত্রীও আদায় করবে। আর সেটা বিশেষভাবে তার খিদমাত করা। বিশেষত স্বামী কুরআনের দলীল মোতাবেক স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করবে, যার পূর্বে দলীল গত হয়েছে। যদি স্ত্রী খিদমাত না করে তাহলে স্বামী তার বাড়ীতে স্ত্রীকে খিদমাতে বাধ্য করবে। আর এটাই হল তার কর্তৃত্ব। এর বিপরীত যা রয়েছে তা প্রকাশ্য। অতএব প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীর তার স্বামীর জন্য খিদমাত আবশ্যকীয়। এটাই হল উদ্দেশ্য।

আর এটাও যে, পুরুষের খিদমাত দু'অবস্থায় পূর্ণ বিপরীতভাবে আদায় করবে। পুরুষ খাদ্যের সন্ধানে এবং অন্যান্য কর্মে ব্যস্ত থাকবে। আর মহিলা তার উপর অর্পিত (কাজ) দায়িত্ব থেকে কর্মহীন অবস্থান করবে এটা শরীয়তে প্রকাশ্য ফাসাদ। কেননা এ কাজ উভয়ের উপর সমভাবে আদায় ন্যায্য। বরং পুরুষকে স্ত্রীর উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এজন্যই রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ের অভিযোগ মোতাবেক পদক্ষেপ নেননি।

«أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُوْ إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِيْ يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيْقٌ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ، أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ، فَقَالَ : عَلٰى مَكَانِكُمَا، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى بَطْنِيْ،

فَقَالَ : أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِّمَّا سَأَلْتُمَا ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَوْ أَوَيْتُمَا إِلٰى فِرَاشِكُمَا، فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِيْنَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثاً وَّثَلَاثِيْنَ، كَبِّرَا أَرْبَعاً وَّثَلَاثِيْنَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ [قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ، قِيْلَ : وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ؟ قَالَ : وَلَا لَيْلَةَ صِفِّيْنَ!] »

ফাতিমাহ (রাঃ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জাতায় তার হাতের যে অবস্থা হলো তা অভিযোগ করলেন, এবং তার নিকট সংবাদও পৌছেছিল যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গোলাম এসেছে। অতঃপর তিনি তাকে পেলেন না। অতএব তিনি ওটা আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। অতঃপর যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আয়িশাহ (রাঃ) তাঁকে সংবাদ দিলেন। আলী (রাঃ) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। আর আমরা আমাদের বিছানা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের বিছানার উপরই থাকো। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং আমার এবং ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আর আমি আমার পেটে তাঁর দু পায়ের শীতলতা পাচ্ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমরা যা চাচ্ছ তার থেকে উত্তম জিনিসের সংবাদ দিব না? যখন তোমরা তোমাদের বিছানা গ্রহণ করবে অর্থাৎ শয়ন করবে অথবা বিছানায় আশ্রয় নিবে, তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ, চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার বলবে। আর এটা তোমাদের জন্য গোলাম হতে উত্তম। আলী (রাঃ) বললেন, এর পরে আমি এটা পরিত্যাগ করি নাই। বলা হল, সিফফীনের রাত্রেও পরিত্যাগ করেননি? আলী (রাঃ) বললেন, সিফফীনের রাত্রেও পরিত্যাগ করিনি। (বুখারী ৯ম খণ্ড ৪১৭-৪১৮ পৃষ্ঠা)

তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে খিদমাতের বা খাদিমের প্রয়োজন নাই, এবং আর এটা (ফাতিমার) তোমার এ কথা বলেননি এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুমের ব্যাপারে কারও পক্ষ অবলম্বন করেননি। যেমনভাবে ইবনুল কাইয়ুম (রাঃ) বলেছেন। যিনি এ মাস'আলার ব্যাপারে এর থেকে অধিক আলোচনা করতে চান তিনি যেন ইবনুল কাইয়ুম এর কিতাব যাদুল মা'আদের ৪র্থ খণ্ড ৪৫-৪৬ ফিরে

যান। এটা এবং যেটা গত হয়েছে মহিলার খিদমাত স্বামীর জন্যে ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে। আর পুরুষ স্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে অংশগ্রহণ করায় কোন বৈপরীত্য নেই। বরং এটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে উত্তম বন্ধুত্ব। এজন্যই সাইয়্যেদাহ আয়িশাহ (রাঃ) বলেন,

«كَانَ ﷺ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ، يَعْنِيْ خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করতেন অর্থাৎ পরিবারের খিদমাতে অংশ নিতেন। অতঃপর যখন সলাতের ওয়াক্ত হয়ে যেত সলাতে চলে যেতেন।(১)

অন্য তুরুকে আয়িশাহ (রাঃ) হতে এ শব্দে বর্ণিত

«كَانَ بَشَراً مِّنَ الْبَشَرِ، يَفْلِيْ ثَوْبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ»

তিনি [নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মানুষের থেকে একজন মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর কাপড় পরিষ্কার করতেন এবং বকরী দোহন করতেন, নিজে নিজের খিদমাত করতেন অর্থাৎ নিজের কাজ নিজে করতেন। হাদীসের রাবীগণ সহীহ রাবী, কারও কারও নিকট যঈফ(২) কিন্তু ইমাম আহমাদ ও আবু বকর আশ শাফেয়ী শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমন আমি সিলসিলাতুল আহাদীসি সহীহার ৬৭০ নম্বরের প্রমাণ করেছি।

وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ

আর এটা আদাবুয যিফাফের আলোচনা ও এ পুস্তিকা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শেষ করার তাওফীক দিয়েছেন।

«سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ»

হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। অতঃপর সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বুদ নাই। তোমার নিকট তাওবাহ করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি।

১। বুখারী ২য় খণ্ড ১২৯ পৃঃ, ৯ম খণ্ড ৪১৮ পৃঃ, তিরমিযী ৩য় খণ্ড ৩১৪ পৃঃ এবং তিনি সহীহ বলেছেন। আল মুখাল্লিসিয়াত ১ম খণ্ড ৬৬ পৃঃ, ইবনু সা'দ ১ম খণ্ড ৩৬৬ পৃঃ, শামাঈল ২য় খণ্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা।

২। আমি বলব ঃ এজন্যই মুয়াল্লাক দুর্বল করেছেন শরহে সুন্নাহের ১৩/২৪৩ পৃষ্ঠায় ৩৬৭৬ মধ্যে এবং শক্তিশালী তরীকে মাওকুফ রয়েছে যার ইশারা ইতি মধ্যে দেয়া হয়েছে। যদি ইচ্ছা কর তাহলে আমার কিতাব মুখতাসার মাসাইল এর ২৯৩ নম্বরে ফিরে দেখতে পার।